গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬-২০১৭

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি
মন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সুশাসনের মূল ভিত্তি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা । স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার দালিলিক প্রতিফলন হয় প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের কার্যক্রম ভিত্তিক একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

পানি ভিত্তিক এদেশে পানির বহুমূখী ব্যবহার রয়েছে। সেচ, পরিবহন ইত্যাদির জন্য পানির চাহিদা ব্যাপক। জনগনের চাহিদা পরিপূরণে এর আহরণ, উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য লাগসই পরিকল্পনা আবশ্যক। বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১, ডেল্টা প্ল্যান-২১০০, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনার আলোকে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ এর জন্য সকল প্রকার নীতি, পরিকল্পনা, কর্মকৌশল, নির্দেশমালা এবং আইন, বিধি-বিধান, রেগুলেশন ইত্যাদি প্রণয়ন করে থাকে।

বিগত ৫৭ বছরে (২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছর পর্যন্ত) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের জন্য সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ছোট বড় ৮২৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় গঙ্গা-পদ্মা, ব্রক্ষ্মপুত্র-যমুনা এবং মেঘনা নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নদী ভাঙ্গন, নদী ভরাট, লবণাক্ততা এবং জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে নদীসমূহের নাব্যতা ও ধারণ ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে দেশের বিভিন্ন এলাকায় নদী ড্রেজিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে ড্রেজিং সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ড্রেজার সংগ্রহ অব্যাহত রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত ৫০টি প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ৫১টি প্রকল্পের বিপরীতে ৩৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নের কর্মসূচীভুক্ত করা হয়। তন্মধ্যে ২৭টি প্রকল্প ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং অবশিষ্ট প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। SDG- এ ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি টার্গেট রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নির্দেশে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ হাওড় উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়। বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাংশের ২(দুই) কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত হাওড় অঞ্চল ও দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা জলাভূমিসমূহের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডকে অধিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। হাওড় এলাকার উন্নয়নে হাওড় মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যা ২০১২-২০৩২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯ এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর বিধান অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত পানি সম্পদ খাতের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে এবং প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান করছে। পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, আহরণ, বিতরণ, ব্যবহার, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর আওতায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা-২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।

এছাড়াও পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশব্যাপী পানি সম্পদের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, চর উন্নয়ন, জলবায়ুজনিত প্রভাব প্রতিরোধ, সমুদ্রতীরবর্তী এলাকার জীবন ও সম্পদ রক্ষা, কৃষি ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সার্বিকভাবে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্য আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

আমি এ প্রতিবেদন প্রস্তুতের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

২৫.০৮.১৭

(আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি)

بسم الله الرحمن الرحيم

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, বীর-প্রতীক, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯এ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহের মধ্য দিয়ে জনগণকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় একীভূত করে সুশাাসন নিশ্চিত করার বিষয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের অঙ্গীকার বলিষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় জনগনের তথ্য অধিকার,স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করে। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-১৭তে এ মন্ত্রনালয়ের সার্বিক কাজের প্রতিফলন ঘটবে বলে আমি আশা করি এবং প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা এ মন্ত্রণালয়ে কাজ করে যাচ্ছি। একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্য ছিল বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। দেশ আজ নিম্নমধ্য আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে। তাই রূপকল্প বাস্তবায়নে অর্পিত দায়িত্ব পালনে এ মন্ত্রণালয় অঙ্গীকারবদ্ধ।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নে কাজ করছে। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ছোট বড় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এসব প্রকল্পের আওতায় ৫,১৬০ কিঃমিঃ উপকূলীয় বাঁধসহ মোট ১১,৪৩৬ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া নদী ভাঙনের কবল হতে গুরুত্বপূর্ণ শহর, স্থাপনা, জনবসতি রক্ষাকল্পে ৯০৭ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ও দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর নাব্যতা রক্ষায় ৩৪৭ কিঃমিঃ ড্রেজিং ও খনন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। মোট ১২০টি সেচ প্রকল্পের আওতায় ১৫.৮৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এ ছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে এযাবৎ ১৩৮ টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৪৭৯.০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে।

জনগণের নিকট দেয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে ইতোমধ্যে ২৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আরো ৫টি প্রকল্প অনুমোদনের পাইপলাইনে রয়েছে। অবশিষ্ট ৮টি প্রকল্পের সমীক্ষার কাজ চলছে। প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করে যথাশীঘ্রই কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।

এ ছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহ ও নির্দেশনায় দেশের নদ-নদীসমূহে ক্যাপিটাল ড্রেজিং করে নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা ও নাব্যতা বৃদ্ধি করে বন্যার প্রকোপ সহনীয় মাত্রায় রাখতে ড্রেজার পরিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। এ জন্য ড্রেজিং সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ২১টি ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ে প্রায় ১২৫৩.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

দেশের সকল জলাভূমির প্রাকৃতিক সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডকে অধিদপ্তরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এ অধিদপ্তরটি হাওর অঞ্চল ও দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা জলাভূমিসমূহের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে ০২টি প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করেছে এবং ০৩ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। নদী তীর ভাঙ্গন রোধে, নদীর নাব্যতা রক্ষায় এবং ভূমি পুনরুদ্ধার কল্পে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট জামালপুরে ০১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। স্বল্পব্যয়ে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের সফলতা ইতোমধ্যে সুধিজনের প্রশংসা লাভ করেছে।

যৌথ নদী কমিশন, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS) পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় তাদের নির্ধারিত কাজ করে চলেছে। IWM এবং CEGIS এর কাজের গুণগতমান ইতোমধ্যে দেশের বাইরেও প্রশংসিত হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থার যথাযথ কর্মদক্ষতায় অচিরেই দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার একটি টেকসই উন্নয়নে সক্ষম হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-১৭ প্রকাশের উদ্দেশ্য সফল হবে বলে আশা করছি এবং এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, বীর-প্রতীক, এমপি)

রমেশ চন্দ্র সেন এমপি
সভাপতি
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অংশীদারিত্বমূলক স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এ মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত। এ পর্যন্ত স্থায়ী কমিটির ৩০টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল বৈঠকের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে বা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এছাড়াও, এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে স্থায়ী কমিটি বিভিন্ন ইতিবাচক পরামর্শ প্রদান করে আসছে। মাঠ পর্যায়ের চাহিদাভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচী গ্রহণ ও সেগুলোর মান সম্মত বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনতে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় গঙ্গা-পদ্মা ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং মেঘনা নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। নদী ভাঙ্গন, নদী ভরাট, লবণাক্ততা এবং জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে বৃহৎ নদীসমূহের নাব্যতা ও ধারণ ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে ইতোমধ্যে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৪টি নদ-নদীতে ড্রেজিং বিষয়ে সমীক্ষা সম্পাদন করেছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার আলোকে নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিংসহ নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

বর্তমান সরকারের শাসন আমলে দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নের ধারায় বহুগুণে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। দেশের পানি সম্পদ খাতে সরকারের ক্রমবর্ধিত বিনিয়োগের ফলে চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ (৪,৫২৭.৪৮ কোটি টাকা) ২০০৮-০৯ অর্থ বছর (৮৭০.৫২ কোটি টাকা) অপেক্ষা ৫ গুণেরও অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়কালে পানি সম্পদ খাতে সরকার প্রায় ১৭,৫০০.০০ কোটি টাকা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বিনিয়োগ করায় ১১৪টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছর হতে পানি সম্পদ খাতে অধিক জনগুরুত্ব সম্পন্ন প্রকল্প গ্রহণ এবং গৃহীত প্রকল্পসমূহের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানের ফলে ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত সাম্প্রতিক বছরসমূহে এডিপি বাস্তবায়ন নূন্যতম প্রায় ৯৫% বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে, তবে অতি সাম্প্রতিক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের মার্চ মাস হতে দেশের অনেকাংশে বর্ষা মৌসুম আরম্ভ হওয়ায় এবং অতিবৃষ্টিজনিত পাহাড়ী ঢলের ফলে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকায় আগাম আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়ায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যাহত হয় এবং এমতাবস্থায়, এডিপির ৯০.৪৬% বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় যা জাতীয় গড়ের সামান্য বেশি।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ও টার্গেট অর্জনের কার্যক্রম, পানি দিবস উদযাপন, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আশা করি এসব কর্মকান্ড রূপকল্প ২০২১ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(রমেশ চন্দ্র সেন এম.পি.)
সভাপতি
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

بسم الله الرحمن الرحيم

ড. জাফর আহমেদ খান
সিনিয়র সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের পানি সম্পদের কার্যকর ও সফল ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় হলো পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে এ মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ সংস্থাসমূহের বিগত অর্থবছরের (২০১৬-২০১৭) কর্মকান্ডের বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রতি বছরের ন্যায় এবারও প্রকাশিত হলো।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পাঁচটি সংস্থা রয়েছে। এগুলো হলো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO), যৌথ নদী কমিশন-বাংলাদেশ, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর। এ ছাড়া রয়েছে দুটি ট্রাস্টি বোর্ড- ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS)।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) বিগত ৫৭ বছরে (২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত) সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ছোট-বড় ৮২৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাপাউবো কর্তৃক এ যাবৎ ১৩৮টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৪৭৯.০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। তদুপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহ ও নির্দেশনায় দেশের নদ-নদীসমূহে ক্যাপিটাল ড্রেজিং করে নদীর পানিধারণ ক্ষমতা ও নাব্যতা বৃদ্ধি করে বন্যার প্রকোপ সহনীয় মাত্রায় রাখতে ড্রেজিং সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ২১টি ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ‘ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীতে ২২ কিমি ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও ২০ কিমি রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং করে খননকৃত ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল দ্বারা ৪টি ক্রসবার নির্মাণের ফলে যমুনা নদীতে ১৬ বর্গ কিমি ভূমি পুনরুদ্ধার হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর চতুষ্পার্শ্বে বহমান নদীগুলোতে বিশুদ্ধ পানি প্রবাহ অব্যাহত রাখা এবং নদীগুলোর প্রশস্ততা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে ‘বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার’ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তায় ‘পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন (ওয়ামিপ)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের ৪৩টি জেলার ১১৯টি উপজেলায় ১২৮টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ এবং শহর সংরক্ষণ স্কীমের বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পানি সম্পদের অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি অংশীদারিত্বমূলক পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ঘটেছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সামুদ্রিক এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব প্রতিরোধ, লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৭টি পোল্ডারে বাঁধের উচ্চতা ও প্রশস্ততা বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ নিষ্কাশনের জন্য Costal Embankment Improvement Project (CEIP) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

উপকূলীয় এলাকায় (নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ, জেগে ওঠা চর হতে অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট (সিডিএসপি ফেজ ১, ২ ও ৩) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সিডিএসপি-৩ এর ধারাবাহিকতায় সিডিএসপি-৪ গ্রহণ করা হয়েছে। এর আওতায় ৩০,৭৭০ হেক্টর এলাকায় জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদির উন্নতি হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পভুক্ত ৬,৬০০ হেক্টর এলাকায় সরাসরি সুবিধা এবং প্রকল্প এলাকার বাইরে ৭৬,৬০০ হেক্টর এলাকায় প্রচ্ছন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ভূমি পুনরুদ্ধার হয়েছে এবং পুনরুদ্ধারকৃত ভূমিতে ১১,২৯৮টি ভূমিহীন পরিবারকে স্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়নের ফলে ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীসমূহের ৫৪টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ৫ দিন পূর্বেই আগাম বন্যা পূর্বাভাস এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ৩০টি পয়েন্টে ১০ দিন পূর্বেই আগাম পূর্বাভাস প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

WARPO বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনা করে দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিরিখে ছাড়পত্র প্রদান করে থাকে। এ সংস্থাটিও গবেষণামূলক কাজের স্বার্থে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। ভারত কর্তৃক আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে যাতে পরিবেশ বিপর্যয় না ঘটে সে ব্যাপারে ভারতীয় কাউন্টারপার্টের সাথে বাংলাদেশের যৌথ নদী কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক নদীতীর ভাঙনরোধসহ ভূমি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব টেকসই প্রযুক্তি হিসেবে ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং প্রযুক্তি দেশের বিভিন্ন স্থানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশের সকল জলাভূমির অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডকে ২০১৬ সনে অধিদপ্তরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এ অধিদপ্তর ইতোমধ্যে হাওর এলাকার উন্নয়নের জন্য ০২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এবং আরও ০৩টি প্রকল্প এ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

IWM গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে পানি সম্পদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রযুক্তিগত পরামর্শ সেবা এবং CEGIS পানিসম্পদসহ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনায় বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা প্রদানের জন্য পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

এ বার্ষিক প্রতিবেদনটিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের চলমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সার্বিক চিত্র পাওয়া যাবে। এ সকল কার্যক্রম ও পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন রূপকল্প ২০২১ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

ড. জাফর আহমেদ খান

প্রকাশক
পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর, ২০১৭

প্রকাশনা কমিটি

১।	মোঃ হুমায়ুন কবীর অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২।	মোঃ মজিবুর রহমান মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৩।	প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৪।	কাজী ওবায়দুর রহমান যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও অডিট), পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫।	শামীম আরা খাতুন যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-১), পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬।	কাজী সাখাওয়াত হোসেন যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-২), পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭।	মন্টু কুমার বিশ্বাস যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা), পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮।	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	সদস্য
৯।	ড. প্রকৌঃ মোঃ লুৎফর রহমান মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
১০।	খন্দকার খালেকুজ্জামান মহাপরিচালক, পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	সদস্য
১১।	কাজী তোফায়েল হোসেন চীফ মনিটরিং, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
১২।	মোঃ মোতাহার হোসেন, উপ-সচিব (প্রশাসন) পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩।	ইঞ্জিঃ মোঃ ওয়াজিউল্লাহ নির্বাহী পরিচালক, সিইজিআইএস	সদস্য
১৪।	ড. এম মনোয়ার হোসেন নির্বাহী পরিচালক, আইডব্লিউএম	সদস্য
১৫।	মোহাঃ ইউসুফ হারুন খান প্রোগ্রামার, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬।	মোঃ খলিলুর রহমান যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব
	সার্বিক গ্রন্থণা ও সহযোগিতা **মোঃ সরফরাজ ওয়াহেদ** **উপদেষ্টা, সিইজিআইএস**	
	ডিজাইন ও গ্রাফিক্স **শংকর চন্দ্র সিংহ এবং ফারহানা শারমিন** **সিইজিআইএস**	
	প্রচ্ছদ: **নির্মানাধীন পানি ভবন** **গ্রীন রোড, ঢাকা**	
	মুদ্রণ **বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড** **ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা -১০০০**	

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ খলিলুর রহমান যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
হোসনে আরা আক্তার উপ-সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
বেগম হামিদা চৌধুরী উপ-সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
মোঃ মোতাহার হোসেন উপ-সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
আরিফ ইকরামুল আজিম সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
ড. মোঃ নুরুল আলম উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
ড. মুনিরুজ্জামান খান উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
মোঃ মাসুম আলম মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ওয়ারপো	সদস্য
মোঃ আনোয়ার কাদির উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	সদস্য
এ টি এম শামসুল আলম পরিচালক, সিইজিআইএস	সদস্য
মোহাঃ ইউসুফ হারুন খান প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়.. ১

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ১

ভূমিকা ১

কর্ম-পরিধি.. ১

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ .... ২

সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল ও অর্গানোগ্রাম এবং কর্মবণ্টন ও কর্মসম্পাদন ২

প্রশাসন অনুবিভাগ.. ২

উন্নয়ন অনুবিভাগ.. ২

পরিকল্পনা অনুবিভাগ.. ২

বাজেট ও অডিট অধিশাখা..৩

২০১০ সালে অনুমোদিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রাম..৩

জনবল ৩

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম (২০১৬-২০১৭).. ৪

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয় ৪

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক অগ্রগতি ৯৫.৩৫% ৫

প্রশিক্ষণ..৫

SDG-6 বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা ৫

বিশ্ব পানি দিবস - ২০১৭ উদযাপন ৬

দ্বিতীয় অধ্যায় ১১

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড..১১

ভূমিকা ১১

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি ১১

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০ ....১১

পরিচালনা পরিষদ ১১

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী ১২

সাংগঠনিক কাঠামো.. ১২

জনবল ১৪

পদ সৃজন..১৪

জনবল নিয়োগ..১৪

মানব সম্পদ উন্নয়ন..১৫

অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ..১৫

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ১৫

বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন ১৫

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ১৫

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম ১৬

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ ১৬

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সমাপ্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য ১৮

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প ২২

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে অনুমোদিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ ২৩

হাওর এলাকার আগাম বন্যা ২৫

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্প ২৬

বাপাউবো'র ২৫ বছর মেয়াদী খস্‌ড়া পরিকল্পনা ২৬

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রুটিন কার্যক্রম ৩৭

সেচ, সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম ৩৭

পানি বিজ্ঞান (Hydrology) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম ৩৯

ড্রেজার পরিদপ্তরের কার্যক্রম ৪৫

যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের কার্যক্রম ৪৬

অডিট পরিদপ্তরের কার্যক্রম ৪৭

শৃংখলা পরিদপ্তরের কার্যক্রম ৪৭

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম ৪৭

জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ৪৭

e-GP কার্যক্রম ৪৮

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম ৪৯

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রতিবেদন ৫১

প্রকল্পের গুণগত মান উন্নয়নে টাস্কফোর্স এর কার্যক্রম ৫২

এক নজরে বাপাউবো'র সাফল্যের খতিয়ান ৫৪

এক নজরে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত অবকাঠামো/ কর্মকান্ডের বিবরণ ৫৬

উপসংহার ৫৬

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন ৫৮

তৃতীয় অধ্যায় ৬১

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) ৬১

ভূমিকা ৬১

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ অনুযায়ী ওয়ারপোর কার্যপরিধি ৬১

জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯ অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি)-এর নির্বাহী সচিবালয় হিসেবে ওয়ারপোর প্রধান দায়িত্বসমূহ ৬১

উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫ অনুযায়ী ওয়ারপোর দায়িত্বসমূহ ৬২

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ওয়ারপোর দায়িত্বসমূহ ৬২
জনবল ৬২
বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় ৬৩
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর ২০১৬-২০১৭ বছরের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সমূহের সার-সংক্ষেপ ৬৩
২০১৬-২০১৭ বছরের বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের বিবরণ ৬৪
সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তায়নে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা-২০১৭ (খসড়া প্রণয়ন) ৬৪
জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ ৬৪
ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে ওয়ারপোর দায়িত্ব পালন ৬৫
জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা (এনডব্লিউআরপি) প্রণয়ন ৬৬
বিগত বছরে গবেষণা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত সমাপ্ত প্রকল্প ৬৬
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক চলমান প্রকল্প ৬৭
বিগত বছরের ওয়ারপোর বিবিধ কার্যক্রম সমূহ ৬৮
ওয়ারপোর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ৭২

চতুর্থ অধ্যায় ৭৫
নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (নগই) ৭৫
পরিচিতি ৭৫
নগই'র উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী (১৯৯০ সনের ৫৩ নং আইন অনুযায়ী) ৭৫
নগই'র সাংগঠনিক কাঠামো ৭৫
নগই পরিচালনা বোর্ড ৭৬
নগই'র কর্মকান্ড ও জনবল ৭৬
নগই'র পরিদপ্তরভিত্তিক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ৭৬
হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর ৭৬
জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর ৮০
প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর ৮২
নগই'র সুবিধাদি ৮২
নগই'র প্রকাশনা ৮২

পঞ্চম অধ্যায় ৮৫
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ ৮৫
ভূমিকা ৮৫
গঠন ও জনবল ৮৫
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর জনবলের বিবরণ (জুন, ২০১৭ অনুযায়ী) ৮৬
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যাবলী ৮৭
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ ৮৭

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি..৮৭

তিস্তা নদীর পানি বণ্টন ৮৯

ফেণী, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টন...৮৯

আন্তঃসীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ...৯০

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা ৯১

ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্প ৯১

ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প...৯২

বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে সহযোগিতা.........................৯২

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের বিষয়ে সহযোগিতা..৯৩

অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ৯৩

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন.. ৯৪

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) বিষয়ক কার্যক্রম ৯৪

প্রশিক্ষণ ৯৪

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি.. ৯৪

স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি ৯৪

অন্যান্য কার্যক্রম.. ৯৪

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়...৯৫

ষষ্ঠ অধ্যায়...৯৯

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ৯৯

প্রারম্ভিক কথা..৯৯

অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো..৯৯

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়..৯৯

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের সদ্য সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প ৯৯

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প ১০০

হাওর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন... ১০০

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন ১০৩

ই-সেবা কার্যক্রম ১০৪

জিআইএস ল্যাবরেটরি স্থাপন ১০৪

জলাভূমি সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার উন্নয়ন ও হালনাগাদ করণ..১০৪

বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০১৭ উদযাপন ১০৪

জলাভূমি সংক্রান্ত সচেতনতামূলক তথ্যচিত্র প্রকাশ ও প্রচার ১০৪

সপ্তম অধ্যায় ১১১
ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং ১১১

ভূমিকা ১১১
ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা ১১১
Deed of Trust অনুসারে IWM Trust এর মূল উদ্দেশ্যসমূহ ১১১
অধিক্ষেত্র ১১২
আইডব্লিউএম এর জনবল ১১২
কাজের পরিসর ১১২
আইডব্লিউএম কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পসমূহের তালিকা ১১৩
গবেষণা ও উন্নয়ন ১১৪
কতিপয় উল্লেখযোগ্য চলমান ও সদ্য সমাপ্ত গবেষণা সমীক্ষা ১১৪
আইডব্লিউএম নির্বাহী পরিচালকের বন্যা প্লাবিত হাওড় এলাকা পরিদর্শন ১১৪
আইডব্লিউএম নির্বাহী পরিচালকের সম্মানজনক এশিয়া ওয়াটার লিডারশিপ এওয়ার্ড অর্জন ১১৫
যশোর জেলার ভবদহ অঞ্চলের জলাবদ্ধতার দীর্ঘমেয়াদী সমাধানকল্পে কারিগরি ও পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনা এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ফলাফলের উপর জাতীয় কর্মশালা ১১৬
মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ১১৭
প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ১১৭
আন্তর্জাতিক সেমিনার / কর্মশালায় অংশগ্রহণ ১১৮
আইডব্লিউএম এর ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পরিচালিত সমীক্ষাসমূহের কতিপয় চিত্র ১১৮

অষ্টম অধ্যায় ১২৩
সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস ১২৩

পটভূমি ১২৩
পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা ১২৩
অধিক্ষেত্র ১২৩
কাজের পরিসর ১২৪
জনবল ১২৪
CEGIS - এর কারিগরি দক্ষতাসমূহ ১২৪
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থা ১২৪
এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরি ১২৫
CEGIS- এর উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহ ১২৫
কোশি নদীর অববাহিতকায় নদী সমূহের আচরণগত বিশ্লেষণ ১২৬
বাপাউবো-এর Land Information System (LIS) ১২৬
জাতীয় ভূমি আচ্ছাদন (Land Cover) মানচিত্র-২০১৫ ..... ১২৭
সামাজিক জরীপ কার্যে Web Based Data Collection System এর ব্যবহার ১২৭

বায়ু দূষণের অনুমিত ভবিষ্য মান মাত্রা নিরূপণে CALPUFF এর প্রয়োগ ১২৭

Smart Project Monitoring and Management Information System (SPMMIS) ১২৯

Water Quality Monitoring System (WQMS) ১৩০

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে চলমান সমীক্ষাসমূহের তালিকা ১৩১

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সম্পাদিত সমীক্ষাসমূহ ১৩১

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে চলমান সমীক্ষাসমূহ ১৩২

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক পরিসরে সম্পাদিত সমীক্ষাসমূহ ১৩৪

সিইজিআইএস কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সমীক্ষা/গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৩৪

স্থানীয় পর্যায়ে নদীভাঙ্গন পূর্বাভাষ তথ্য সম্প্রচার ১৩৪

ঢাকার পশ্চিমাঞ্চলের ফ্লাড হাইড্রোলজি সমীক্ষা ১৩৫

ঢাকার বন্যা ঝুঁকি প্রশমন ব্যবস্থা ১৩৬

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক ঝর্ণার মূল্যায়ন ১৩৭

পটুয়াখালী-গোপালগঞ্জ ৪০০কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন ও গোপালগঞ্জ ৪০০/১৩২কেভি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র প্রকল্পের প্রকল্প সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ১৩৭

ওয়েব-বেস্‌ড ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ প্রকল্প এর সারসংক্ষেপ ১৩৮

উপকূলীয় অঞ্চলে সম্ভাবনাময় সবুজ বেষ্টনী স্থাপনের মানচিত্র প্রণয়ন ও কারিগরী কর্ম-পরিকল্পনা ১৩৮

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ১৩৯

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণসমূহের বিবরণ ১৪০

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে দেশে আয়োজিত প্রশিক্ষণে সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণের বিবরণ ১৪১

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বিদেশে আয়োজিত প্রশিক্ষণে সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণের বিবরণ ১৪২

কর্মশালা ১৪৩

সিইজিআইএস কর্তৃক সম্প্রতি আয়োজিত উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র ১৪৬

পরিশিষ্ট-১ .... ১৫১

পরিশিষ্ট-২ .... ১৬৫

পরিশিষ্ট-৩ .... ১৭১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

http://mowr.gov.bd

প্রথম অধ্যায়

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (ভূতপূর্ব সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়) দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত। মন্ত্রণালয়ের ৮/৯০(অংশ-১)/৬১৮, তারিখঃ ১৪-০৯-১৯৯৪ খ্রিঃ স্মারক অনুযায়ী ভূতপূর্ব সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়কে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হিসেবে নামকরণ করা হয় । এ মন্ত্রণালয় পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল প্রকার নীতি, পরিকল্পনা, কর্মকৌশল, নির্দেশমালা এবং আইন, বিধি-বিধান, রেগুলেশন ইত্যাদি প্রণয়ন করে থাকে। এ মন্ত্রণালয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যারেজ, রেগুলেটর, স্লুইস, খাল, বেড়িবাঁধ, রাবার ড্যাম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও খাল খনন-পুনঃখনন করে সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদীর তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে।

কর্ম-পরিধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রুলস অব বিজনেস এর এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিধি নিম্নরূপঃ

১. নদী এবং নদী অববাহিকার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ;
২. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নিষ্কাশন এবং নদীভাঙ্গন ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;
৩. সেচ, বন্যা-পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা, বন্যার কারণ এবং বন্যার কারণে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কিত সকল বিষয়াবলী;
৪. নদী অববাহিকা প্রকল্প এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা বিষয়ে মৌলিক, প্রধান এবং ফলিত গবেষণা পরিচালনা;
৫. বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা;
৬. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক কমিশন এবং কনফারেন্স;
৭. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নদী ড্রেজিং, খাল খনন এবং রক্ষণাবেক্ষণ; খাল খনন কর্মসূচির আওতায় খালের উপর পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
৮. ভূমি সংরক্ষণ, নিষ্কাশন এবং জলাবদ্ধতা বিষয়ক কার্যাবলী;
৯. পানি সংরক্ষণ জলাধার নির্মাণ, বাঁধ এবং ব্যারেজ নির্মাণ বিষয়ক কার্যাবলী;
১০. ভূমি পুনরুদ্ধার, মোহনা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যাবলী;
১১. লবণাক্ততা এবং মরুকরণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
১২. হাইড্রোলজিকাল জরিপ এবং উপাত্ত সংগ্রহ;
১৩. যৌথ নদী কমিশন, যৌথ কমিটি, স্থায়ী কমিটি ইত্যাদি এবং অভিন্ন সীমান্ত নদী সম্পর্কিত সকল কার্যাবলী;
১৪. আর্থিক বিষয়াবলীসহ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক সচিবালয়;
১৫. মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ;
১৬. মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিধির আওতায় বর্ণিত বিষয়াবলীতে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ এবং বিশ্ব সংস্থাসমূহের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বিষয়ে লিয়াজোঁ;
১৭. মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সকল বিষয়ক আইন কানুন;
১৮. মন্ত্রণালয়কে বণ্টিত বিষয়াবলীর উপর অনুসন্ধান এবং পরিসংখ্যান;
১৯. আদালতে গৃহীত ফি ছাড়া মন্ত্রণালয়কে বণ্টিত বিষয়সমূহের উপর প্রযোজ্য ফি আদায়।

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলো সকল পানি সম্পদ খাতের কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য ফ্রেইমওয়ার্ক প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী নিম্নলিখিত কার্যাদি সম্পাদনঃ

- দুস্প্রাপ্য পানির এলাকায় জরুরী সময়ে প্রাধিকারভিত্তিতে পানি বণ্টনের ক্ষমতা প্রয়োগ; জনসাধারণকে অবহিত রেখে পানির দুস্প্রাপ্য চিহ্নিত এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির অগভীর স্তর অক্ষুণ্ন রেখে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ;
- যে সব এলাকায় প্রতি বৎসর পানির স্বল্পতা দেখা দেয় সে সব এলাকার খরা মোকাবেলার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিবীক্ষণ ও জরুরী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;
- চরম খরাকালীন সময়ে স্থানীয় সরকার বা যে কোন সংস্থাকে খরা কবলিত এলাকায় পানি সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করা এবং পানির উৎস নিয়ন্ত্রণসহ প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ করা;
- নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি প্রদানের জন্য বেসরকারি ও গোষ্ঠীভিত্তিক সংস্থাকে পানির অধিকার প্রদান করা;
- নদী/চ্যানেলের প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখতে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন পানি প্রবাহ নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩

জাতীয় পানি নীতির আলোকে বাংলাদেশ পানি আইন বিগত ০২-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল ও অর্গানোগ্রাম এবং কর্মবণ্টন ও কর্মসম্পাদন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছে একজন কেবিনেট মন্ত্রী এবং একজন প্রতিমন্ত্রী। সরকারি রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রীদ্বয় মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন। মন্ত্রণালয়ে একজন সিনিয়র সচিব রয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তিনি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ/সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ যথাঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, যৌথ নদী কমিশন; বাংলাদেশ, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS) এর কর্মকান্ড আইন অনুযায়ী নিষ্পন্ন করেন। এছাড়াও, প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে সচিব মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ/সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্বও পালন করেন।

মন্ত্রণালয়ের সকল কার্য্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ৪টি অনুবিভাগ রয়েছে। এগুলো হলো: (১) প্রশাসন অনুবিভাগ, (২) উন্নয়ন অনুবিভাগ, (৩) পরিকল্পনা অনুবিভাগ এবং (৪) বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ।

প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসন অনুবিভাগ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাগুলোর প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এ অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ০১ জন যুগ্ম-সচিব, ০২ জন উপসচিব, ০২ জন সহকারী সচিব কাজ করছেন। এছাড়াও প্রশাসন অধিশাখার অধীন হিসাবরক্ষণ শাখায় ০১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা রয়েছেন। এছাড়াও কম্পিউটার সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ০১ জন সিস্টেম এনালিস্ট ও ০১ জন প্রোগ্রামার কর্মরত আছেন।

উন্নয়ন অনুবিভাগ

উন্নয়ন অনুবিভাগ উন্নয়ন সহযোগী দেশ, সংস্থা ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার যোগাযোগ, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করে থাকে। উন্নয়ন অনুবিভাগে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ০২ জন যুগ্ম-সচিব, ০৪ জন উপ-সচিব এবং ০১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব দায়িত্ব পালন করছেন।

পরিকল্পনা অনুবিভাগ

পরিকল্পনা অনুবিভাগ সকল প্রকল্পের অনুমোদন গ্রহণের সার্বিক প্রক্রিয়া সম্পাদন, স্থানীয় অর্থায়নে গৃহীত সকল প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এবং এডিপিভুক্ত সকল প্রকল্পের অর্থছাড় করে থাকে। পরিকল্পনা অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন যুগ্ম-প্রধানের নেতৃত্বে ০২ জন উপ-প্রধান ও ০৪ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান কাজ করছেন।

বাজেট ও অডিট অধিশাখা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ও সংস্থাসমূহের বাজেট বরাদ্দ ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম করে থাকে। বাজেট ও অডিট অধিশাখার দায়িত্বে নিয়োজিত ০১ জন যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে ০১ জন উপ-সচিব ও ০১ জন সহকারী সচিব কাজ করছেন।

২০১০ সালে অনুমোদিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রাম

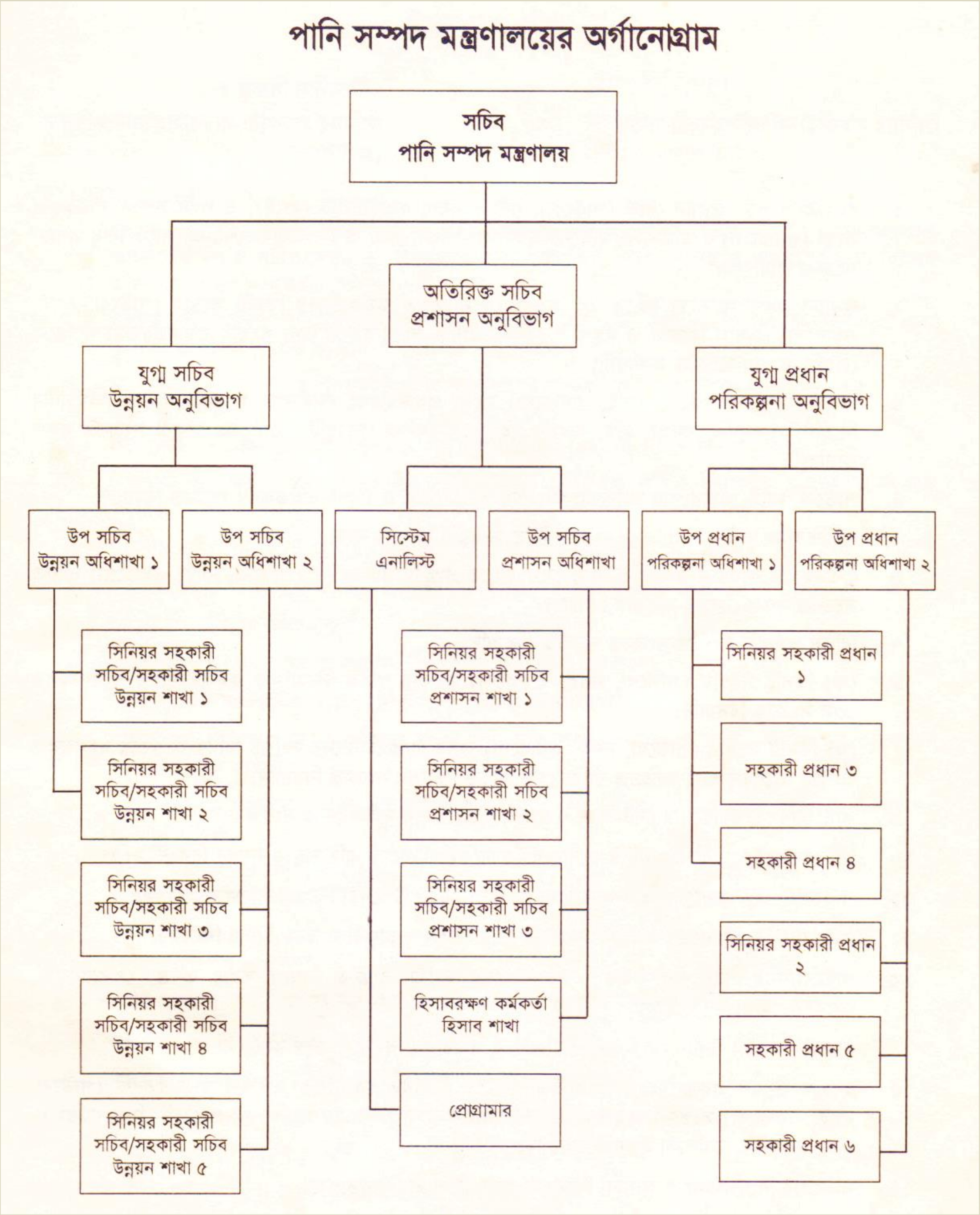
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রাম
সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
অতিরিক্ত সচিব
প্রশাসন অনুবিভাগ
যুগ্ম সচিব
উন্নয়ন অনুবিভাগ
যুগ্ম প্রধান
পরিকল্পনা অনুবিভাগ
উপ সচিব
উন্নয়ন অধিশাখা ১
উপ সচিব
উন্নয়ন অধিশাখা ২
সিস্টেম
এনালিস্ট
উপ সচিব
প্রশাসন অধিশাখা
উপ প্রধান
পরিকল্পনা অধিশাখা ১
উপ প্রধান
পরিকল্পনা অধিশাখা ২
সিনিয়র সহকারী
সচিব/সহকারী সচিব
উন্নয়ন শাখা ১
সিনিয়র সহকারী
সচিব/সহকারী সচিব
উন্নয়ন শাখা ২
সিনিয়র সহকারী
সচিব/সহকারী সচিব
উন্নয়ন শাখা ৩
সিনিয়র সহকারী
সচিব/সহকারী সচিব
উন্নয়ন শাখা ৪
সিনিয়র সহকারী
সচিব/সহকারী সচিব
উন্নয়ন শাখা ৫
সিনিয়র সহকারী
সচিব/সহকারী সচিব
প্রশাসন শাখা ১
সিনিয়র সহকারী
সচিব/সহকারী সচিব
প্রশাসন শাখা ২
সিনিয়র সহকারী
সচিব/সহকারী সচিব
প্রশাসন শাখা ৩
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
হিসাব শাখা
প্রোগ্রামার
সিনিয়র সহকারী প্রধান
১
সহকারী প্রধান ৩
সহকারী প্রধান ৪
সিনিয়র সহকারী প্রধান
২
সহকারী প্রধান ৫
সহকারী প্রধান ৬

জনবল

অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল হলো ১০১ জন। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা পদ ৩০, দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার ২২ এবং তৃতীয় শ্রেণির ২৩ ও চতুর্থ শ্রেণির ২৬ টি পদ রয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণ

ক্রমিক সংখ্যা	পদবী	অনুমোদিত পদসংখ্যা	কর্মরত পদসংখ্যা	শুন্য পদসংখ্যা
১.	সিনিয়র সচিব	১	১	-
২.	অতিরিক্ত সচিব	১	২ (১ টি পদ সুপারনিউমারারি)	-
৩.	যুগ্ম-সচিব	২	৪ (২টি পদ সুপারনিউমারারি)	-
৪.	যুগ্ম-প্রধান	১	১	-
৫.	উপ-সচিব	৪	৮ (৪টি পদ সুপারনিউমারারি)	-
৬.	উপ-প্রধান	২	২	-
৭.	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১০	৪	৬
৮.	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	৬	৪	২
৯.	সিস্টেম এনালিস্ট	১	১	-
১০.	প্রোগ্রামার	১	১	-
১১.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	-
১২.	দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা	২২	২১	১
১৩.	তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী	২৩	২১	২
১৪.	চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী	২৬	২৬	-
মোট		১০১	৯৭	১১

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম (২০১৬-২০১৭)

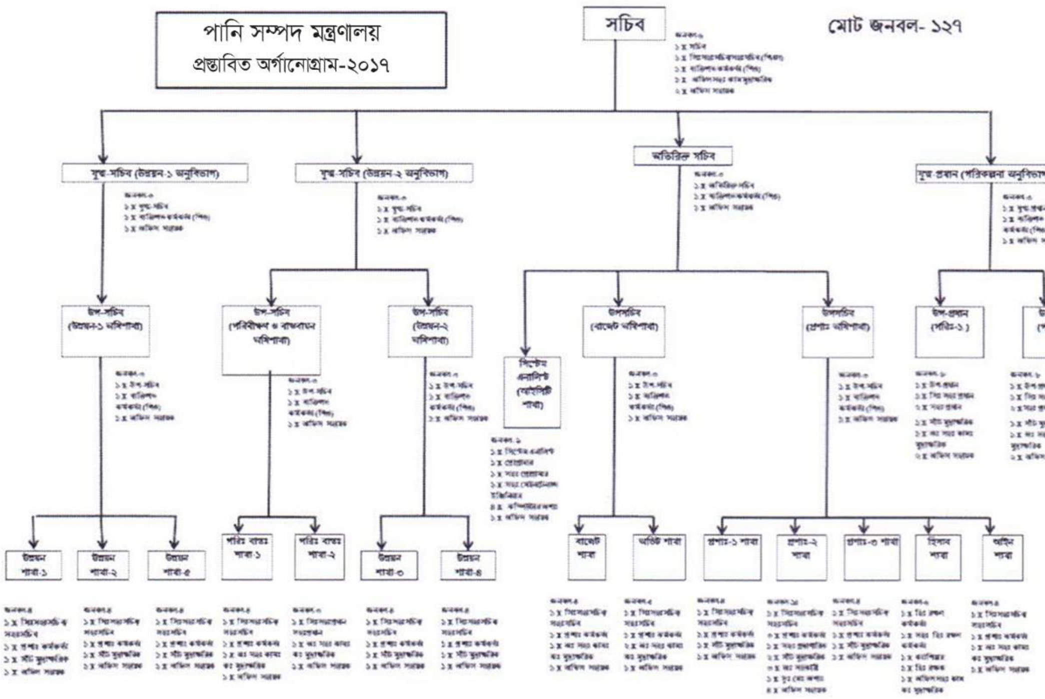
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম-২০১৭
সচিব
মোট জনবল- ১২৭
যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-১ অনুবিভাগ)
যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-২ অনুবিভাগ)
অতিরিক্ত সচিব
যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা অনুবিভাগ)
উপ-সচিব (উন্নয়ন-১ অধিশাখা)
উপ-সচিব (পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন অধিশাখা)
উপ-সচিব (উন্নয়ন-২ অধিশাখা)
সিস্টেম এনালিস্ট (আইসিটি শাখা)
উপসচিব (বাজেট অধিশাখা)
উপসচিব (প্রশাঃ অধিশাখা)
উপ-প্রধান (পরিঃ-১)
উপ-প্রধান (পরিঃ-২)
উন্নয়ন শাখা-১
উন্নয়ন শাখা-২
উন্নয়ন শাখা-৫
পরিঃ বাস্তঃ শাখা-১
পরিঃ বাস্তঃ শাখা-২
উন্নয়ন শাখা-৩
উন্নয়ন শাখা-৪
বাজেট শাখা
অডিট শাখা
প্রশাঃ-১ শাখা
প্রশাঃ-২ শাখা
প্রশাঃ-৩ শাখা
হিসাব শাখা
আইন শাখা

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয়

ক্রমিক সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/সংস্থা	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		২০১৬-১৭ অর্থবছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)		মন্তব্য
		অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	
১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৯৬৬৩৪.৯৩	৩৭৮৯২৩.০০	৯৫৫০৪.৬৭	৩৪০৫১৭.৫২	
	সর্বমোট	৯৬৬৩৪.৯৩	৩৭৮৯২৩.০০	৯৫৫০৪.৬৭	৩৪০৫১৭.৫২	

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক অগ্রগতি ৯৫.৩৫%

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

দেশে ঃ ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে স্থানীয় প্রশিক্ষণঃ ৮৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি স্থানীয় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

বিদেশেঃ ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে বিদেশে প্রশিক্ষণঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১৯জন কর্মকর্তা/কর্মচারি বিদেশে সেমিনার/কর্মশালা/সিম্পোজিয়াম/শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন।

SDG-6 বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা

HPM Sheikh Hasina
becomes member of
UN High-level
Panel on Water

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (Millennium Development Goal -MDG) উল্লেখযোগ্য অর্জনের প্রেক্ষিতে ২০১৫ এর সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সভায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একটি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ (Sustainable Development Goals -2030) ঘোষণা করেন। মোট ১৭ (সতের) টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে **সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা** তথা SDG-6 এর বাস্তবায়ন তরান্বিত করতে কার্যকর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে বিগত ২১ এপ্রিল, ২০১৬ জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাংক একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন পানি বিষয়ক প্যানেল (High Level Panel on Water -HLPW) গঠন করে। MDG তে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহোদয়কে উক্ত HLPW এর অন্যতম সদস্য এবং এশিয়ার অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করা হয়, বাংলাদেশের জন্য যা একটি বিরল সম্মান। প্রধানমন্ত্রীর তৎকালীন মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ (বর্তমানে SDG বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে HLPW সংক্রান্ত কর্মকান্ডে সহায়তার জন্য 'শেরপা' (Sherpa) বা সাহায্যকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় 'বিকল্প শেরপা' হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

SDG-6 তথা পানি বিষয়ক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে ০৮ মে, ২০১৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত SDG-6 বিষয়ক ২য় সভায় পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে পানি বিষয়ক একটি জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে SDG-6 এর ৬ (ছয়) টি সুনির্দিষ্ট Target এর উপর ৬ (ছয়) টি ধারণাপত্র (Concept Paper) প্রস্তুতির মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এপ্রেক্ষিতে ২০ জুলাই, ২০১৬ তারিখে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় Department of Public Health Engineering (DPHE), Department of Environment (DoE), Water Resources Planning Organization (WARPO), Bangladesh Water Development Board (BWDB), Department of Bangladesh Haor and Wetlands Development (DBHWD) কে মূখ্য সংস্থা (Coordinating Agency) হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করে ৬ (ছয়) টি Sub-Group গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় ধারণাপত্রের কারিগরী দিক পর্যালোচনাসহ এর সার্বিক পরিমার্জনের লক্ষ্যে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ প্যানেল (Panel of Experts-PoEs) মনোনয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মূখ্য সংস্থা এবং সহায়ক সংস্থা (Associated Agency) সমূহের প্রস্তাব অনুসারে SDG-6 এর সার্বিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত জ্ঞানে অভিজ্ঞ দেশের প্রতিথযশা ১৩ জন শিক্ষক, গবেষক ও বিজ্ঞজনকে PoEs হিসেবে মনোনীত করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উপদেশ, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দিক-নির্দেশনা ও PoE বৃন্দের পরামর্শ মোতাবেক Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) জুলাই-অক্টোবর ৪ (চার) মাসে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, CEGIS এবং সংশ্লিষ্ট Coordinating Agency সমূহের দপ্তরে ৩ (তিন) পর্যায়ে প্রায় ২৫ (পঁচিশ) টি প্রস্তুতিমূলক, অগ্রগতি পর্যালোচনামূলক, প্রাক কর্মশালা এবং Stakeholder কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে উক্ত কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করে। ২০ নভেম্বর, ২০১৬ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ২(দুই) টি Parallel Technical Session সহ দিনব্যাপী জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অসুস্থতাজনিত অনুপস্থিতিহেতু তাঁর পক্ষে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে উদ্বোধনী পর্ব সুসম্পন্ন হয়। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও সচিবগণের উপস্থিতিতে Technical Session সমূহে ভিন্ন ভিন্ন Target ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। জাতীয় কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট Coordinating Agency ভুক্ত সকল পরিকল্পনা প্রণেতাবৃন্দকে কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত পরামর্শ ও মতামতের ভিত্তিতে স্ব-স্ব কর্ম-পরিকল্পনাকে আরো অর্থবহ ও সুনির্দিষ্ট ভাবে তৈরী করার দিক নির্দেশনা দেয়া হয়।

পরবর্তিতে উল্লেখিত ৬ (ছয়) টি কর্ম-পরিকল্পনাকে পরিমার্জিত ও সুসমন্বিত করে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট ২২ মার্চ, ২০১৭ বিশ্ব পানি দিবসে উপস্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, HLPW তে বিশ্ব পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দিকনির্দেশনামূলক কর্মসূচী উপস্থাপনসহ প্রয়োজনীয় Advocacy'র মাধ্যমে SDG-6 অর্জনে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে পানি বিষয়ক এই সামগ্রিক কর্ম-পরিকল্পনাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বিশ্ব পানি দিবস - ২০১৭ উদযাপন

১৯৯২ এর সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত 'বিশ্ব পানি দিবস' প্রতিবছর ২২ মার্চ বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে উদযাপিত হয়। "নদী খাল খনন কর – বাংলাদেশ রক্ষা কর" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় জাতীয় ভাবে রাজধানী ঢাকায় এবং মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড জেলা-উপজেলায় সচেতনতামূলক শোভাযাত্রা, প্রচারণা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিশ্ব পানি দিবসের এবছরের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "Waste water" (বর্জ্য পানি)।

নদী খাল খনন কর, বাংলাদেশ রক্ষা কর
বিশ্ব পানি দিবস ২০১৭
প্রধান অতিথি
বিশেষ অতিথি
সভাপতি
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
22.03.2017

দিবস ২০১৭
মন্ত্রণালয়

২২ মার্চ ২০১৭ সকালে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নের্তৃত্বে ঢাকার রাজপথে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শেষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'পানি সংরক্ষণ, বর্জ্য পানি পরিশোধন ও পরিবেশ উন্নয়ন' বিষয়ে এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সিনিয়র সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর SDG বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়ক ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক সহ পানিসম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি দপ্তর, অধিদপ্তর ও বিভাগের প্রধান ও কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে 'Water Governance' এবং 'National Action Plan for Achieving SDG-6: Clean Water and Sanitation' পুস্তকদ্বয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

http://bwdb.gov.bd

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এ কারণে কৃষিজ সম্পদ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন্যা, অতিবৃষ্টিজনিত আগাম বন্যা, জলাবদ্ধতা, ফসলি জমিতে লোনা পানি প্রবেশ, খরা, সেচ সুবিধার অভাব, ইত্যাদি কৃষি উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। কৃষি উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্যা প্রতিরোধ, সেচ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন, আবাদযোগ্য জমি লবণাক্ততা থেকে রক্ষা, সমুদ্র হতে নতুন নতুন জমি উদ্ধার কাজে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া দেশের শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র, শহর বন্দর, কৃষিযোগ্য জমি সীমান্ত বরাবর প্রবাহমান নদীসমূহ ভাঙ্গনের কবল থেকে বাংলাদেশের ভূখন্ড নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা কাজেও পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বদা নিয়োজিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি

১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালের উপর্যুপরি ভয়াবহ বন্যায় দেশের জানমাল এবং অবকাঠামো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন সরকারের আমন্ত্রণে জনাব জে, এ, ক্রুগের নেতৃত্বে ক্রুগ মিশন নামে জাতিসংঘের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের জটিল পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর সমীক্ষা পরিচালনা করেন। ক্রুগ মিশনের সমীক্ষার সুপারিশক্রমে বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ পানি সম্পদের উন্নয়ন, আহরণ, ব্যবহার এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সনের অর্ডিন্যান্স নং-১ এর মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ইপিওয়াপদা) সৃষ্টি করা হয়। তৎকালীন সেচ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারিকে ইপিওয়াপদার পানি উইং এ আত্মীকরণসহ প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, কারিগরি ও অ-কারিগরি বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ বিপুল সংখ্যক কর্মচারি নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং- ৫৯ এ তদানীন্তন ইপিওয়াপদার “পানি উইং” নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা সৃষ্টি করা হয়।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এর অনুসরণে সমন্বিত ও জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১১ জুলাই, ২০০০ এ “বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০” জারী করা হয়। অনুমোদিত জাতীয় পানি নীতি অনুসরণপূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পানি সম্পদ সেক্টরের অন্যতম প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী মহাপরিচালক। মহাপরিচালক এবং তাঁর অধীনস্ত ৫ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক সমন্বয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনা করে আসছে। পানি সেক্টরের মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প/প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য সারাদেশকে ৮টি জোনে (উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল) বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জোনের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রয়েছেন।

পরিচালনা পরিষদ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ অনুসারে বোর্ডের সার্বিক নীতি নির্ধারণের জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ৪ (চার) জন সচিবসহ সরকারি/বেসরকারি সেক্টরের বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধি এবং মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিসহ ১২ (বারো) জন সদস্য সমন্বয়ে এ পরিচালনা পরিষদ গঠিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী

(ক) কাঠামোগত কার্যাবলী

১. নদী ও অববাহিকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, সেচ ও খরা প্রতিরোধের লক্ষ্যে জলাধার, ব্যারেজ, বাঁধ, রেগুলেটর বা অন্য যে কোন অবকাঠামো নির্মাণ;

২. সেচ, মৎস্য চাষ, নৌপরিবহন, বনায়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পরিবেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানি প্রবাহের উন্নয়ন কিংবা পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য জলপথ, খালবিল ইত্যাদি পুনঃখনন;

৩. ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি পরিবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধার এবং নদীর মোহনা নিয়ন্ত্রণ;

৪. নদীতীর সংরক্ষণ এবং নদীভাঙ্গন হতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শহর, বাজার, হাট এবং ঐতিহাসিক ও জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ সংরক্ষণ;

৫. উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও সংরক্ষণ;

৬. লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ রোধ এবং মরুকরণ প্রশমণ;

৭. সেচ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পানীয় জল আহরণের লক্ষ্যে বৃষ্টির পানি ধারণ।

(খ) অকাঠামোগত ও সহায়ক কার্যাবলী

১. বন্যা ও খরা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ;

২. পানিবিজ্ঞান সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা এবং এতদ্‌সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত গ্রহণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ;

৩. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহযোগিতায় এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক সৃষ্ট অবকাঠামোভুক্ত নিজস্ব জমিতে বনায়ন, মৎস্য চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং বাঁধের উপর রাস্তা নির্মাণ;

৪. বোর্ডের কার্যাবলীর উপর মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা;

৫. বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুফল সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের মধ্যে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সুবিধাভোগীদের সংগঠিতকরণ, প্রকল্পে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং প্রকল্প ব্যয় পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন।

সাংগঠনিক কাঠামো

প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত-প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ পানি সেক্টরের সকল কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে মাঠ পর্যায়ে ৮টি জোন, ২০টি সার্কেল, ৭৮টি বিভাগ, ২০১টি উপ-বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী দপ্তর রয়েছে যা বিস্তারিত সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রদর্শিত হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো

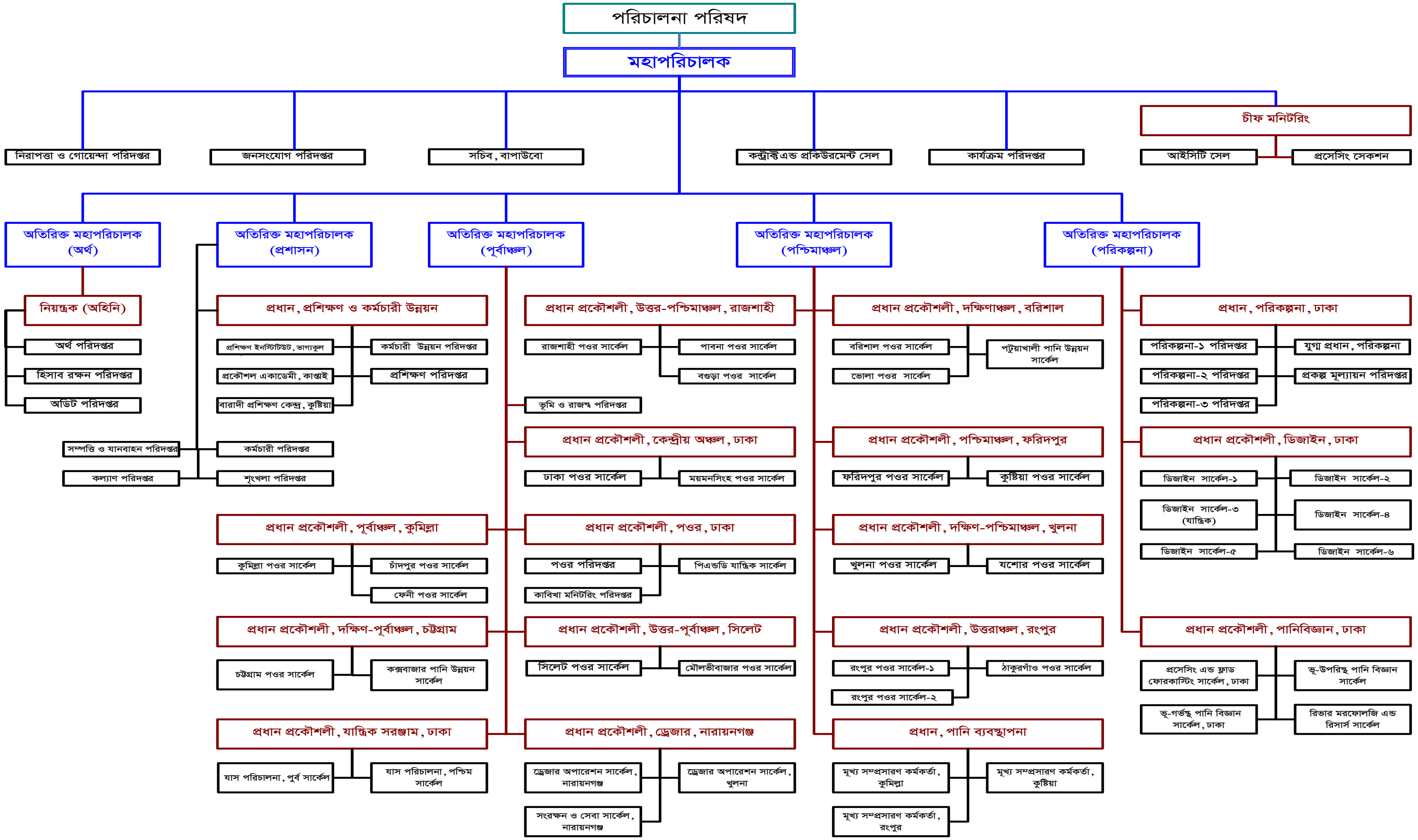
পরিচালনা পরিষদ
মহাপরিচালক
নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা পরিদপ্তর
জনসংযোগ পরিদপ্তর
সচিব, বাপাউবো
কন্ট্রাক্টএন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল
কার্যক্রম পরিদপ্তর
চীফ মনিটরিং
আইসিটি সেল
প্রসেসিং সেকশন
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ)
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন)
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্বাঞ্চল)
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিমাঞ্চল)
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা)
নিয়ন্ত্রক (অহিনি)
অর্থ পরিদপ্তর
হিসাব রক্ষন পরিদপ্তর
অডিট পরিদপ্তর
প্রধান, প্রশিক্ষণ ও কর্মচারী উন্নয়ন
প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ভাগ্যকুল
প্রকৌশল একাডেমী, কাপ্তাই
বারাদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কুষ্টিয়া
কর্মচারী উন্নয়ন পরিদপ্তর
প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর
সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর
কল্যাণ পরিদপ্তর
কর্মচারী পরিদপ্তর
শৃংখলা পরিদপ্তর
প্রধান প্রকৌশলী, পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা
কুমিল্লা পওর সার্কেল
চাঁদপুর পওর সার্কেল
ফেনী পওর সার্কেল
প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম পওর সার্কেল
কক্সবাজার পানি উন্নয়ন সার্কেল
প্রধান প্রকৌশলী, যান্ত্রিক সরঞ্জাম, ঢাকা
যাস পরিচালনা, পূর্ব সার্কেল
যাস পরিচালনা, পশ্চিম সার্কেল
প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী
রাজশাহী পওর সার্কেল
পাবনা পওর সার্কেল
বগুড়া পওর সার্কেল
ভূমি ও রাজস্ব পরিদপ্তর
প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা
ঢাকা পওর সার্কেল
ময়মনসিংহ পওর সার্কেল
প্রধান প্রকৌশলী, পওর, ঢাকা
পওর পরিদপ্তর
পিএন্ডডি যান্ত্রিক সার্কেল
কাবিখা মনিটরিং পরিদপ্তর
প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট
সিলেট পওর সার্কেল
মৌলভীবাজার পওর সার্কেল
প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার, নারায়নগঞ্জ
ড্রেজার অপারেশন সার্কেল, নারায়নগঞ্জ
ড্রেজার অপারেশন সার্কেল, খুলনা
সংরক্ষন ও সেবা সার্কেল, নারায়নগঞ্জ
প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল
বরিশাল পওর সার্কেল
ভোলা পওর সার্কেল
পটুয়াখালী পানি উন্নয়ন সার্কেল
প্রধান প্রকৌশলী, পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর
ফরিদপুর পওর সার্কেল
কুষ্টিয়া পওর সার্কেল
প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা
খুলনা পওর সার্কেল
যশোর পওর সার্কেল
প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল, রংপুর
রংপুর পওর সার্কেল-১
রংপুর পওর সার্কেল-২
ঠাকুরগাঁও পওর সার্কেল
প্রধান, পানি ব্যবস্থাপনা
মূখ্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, কুমিল্লা
মূখ্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, রংপুর
মূখ্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, কুষ্টিয়া
প্রধান, পরিকল্পনা, ঢাকা
পরিকল্পনা-১ পরিদপ্তর
পরিকল্পনা-২ পরিদপ্তর
পরিকল্পনা-৩ পরিদপ্তর
যুগ্ম প্রধান, পরিকল্পনা
প্রকল্প মূল্যায়ন পরিদপ্তর
প্রধান প্রকৌশলী, ডিজাইন, ঢাকা
ডিজাইন সার্কেল-১
ডিজাইন সার্কেল-২
ডিজাইন সার্কেল-৩ (যান্ত্রিক)
ডিজাইন সার্কেল-৪
ডিজাইন সার্কেল-৫
ডিজাইন সার্কেল-৬
প্রধান প্রকৌশলী, পানিবিজ্ঞান, ঢাকা
প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, ঢাকা
ভূ-উপরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল
ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল, ঢাকা
রিভার মরফোলজি এন্ড রিসার্স সার্কেল

জনবল

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। ১৯৭২ সালের প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ৫৯ মোতাবেক তদানীন্তন ইপিওয়াপদার "পানি উইং" নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) একটি স্বতন্ত্র সংস্থা হিসেবে সৃষ্টি হয়। শুরুতে এর অনুমোদিত জনসংখ্যা ছিল ২৪,৩৬৮ জন। সৃষ্টির পর থেকে বিভিন্ন সময় সংস্থাটির জনবল হ্রাস করা হয়। ১৯৮৫ সালে সংস্থার জনবল এনাম কমিটির মাধ্যমে ১৮০৩২ জনে অবনমন করা হয়। অতঃপর ১৯৯৮ সালে এর জনবল ১৮০৩২ থেকে কমিয়ে ৮৯৩৫ জন করা হয়। তন্মধ্যে গ্রেড-১ হতে গ্রেড-৯ এর পদ ৯৮৬টি, গ্রেড-১০ এর পদ ৮২০টি, গ্রেড-১১ হতে গ্রেড-১৬ এর পদ ৩১২৩টি এবং গ্রেড-১৭ হতে গ্রেড-২০ এর পদ ৪০০৬টি। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জনবল উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করায় পানি সম্পদ সেক্টরে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হয়েছে।

পদ সৃজন

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বৃহৎ নদীসমূহে ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং, নদী ব্যবস্থাপনা এবং গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের ন্যায় মেগা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। আগামী মধ্য-মেয়াদী বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের পরিধিও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে জনবল হ্রাস ও বর্তমানে বাপাউবোর কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় জনবল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে মোতাবেক ২০১০ সালে সর্বমোট ১৫০৬৭ পদের জন্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে Need Based জনবল কাঠামোর প্রস্তাবনা দেয়া হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পর্যালোচনা পূর্বক ৬৪৫৯টি নতুন পদ (যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর ও ড্রেজার পরিদপ্তর নতুনভাবে অন্তর্ভূক্তকরণ পূর্বক) অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজন এবং বাপাউবো'র অনুমোদিত ৮৯৩৫টি পদ হতে ১৮০০টি পদ বিলুপ্তিসহ সর্বমোট ১৩৫৯৪ পদ এর সম্মতি জ্ঞাপন করে। এরই ধারাবাহিকতায় অর্থ মন্ত্রণালয় ৫৪৯৯টি পদ সৃজন এবং ১৮০০টি পদ বিলুপ্ত করে মোট ১২৬৩৪টি পদের সুপারিশ করে। এছাড়াও ৫৯৫টি আর্মড গার্ড (আনসার) এর পদ অঙ্গীভূতকরণের (Embodiment) মাধ্যমে পূরণ করার সুপারিশ থাকায় মোট পদ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩২২৯টি। বর্তমানে Need Based জনবল কাঠামো চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	সংস্থা/পরিদপ্তরের নাম	এনাম সেট-আপ ১৯৮৪ অনুসারে জনবল	গেজেট '৯৮ অনুসারে জনবল	প্রক্রিয়াধীন **Need Based** সেট-আপ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	
				জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	অর্থ মন্ত্রণালয়
১।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (যান্ত্রিক সরঞ্জাম ও ড্রেজার পরিদপ্তর বাদে)	১৪১২৫	৮৯৩৫	১২০২৮	১১৮৭০
২।	যান্ত্রিক সরঞ্জাম (এমই) পরিদপ্তর	২১৪৫	-	৪২৫	৩৬০
৩।	ড্রেজার পরিদপ্তর	১৪০৫	-	১১৪১	৯৯৯
৪।	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৯০	-	-	-
৫।	যৌথ নদী কমিশন	১৬৭	-	-	-
	মোট	১৮০৩২	৮৯৩৫	১৩৫৯৪	১৩২২৯

জনবল নিয়োগ

পানি সম্পদ সেক্টরে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গতিশীল রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে শূন্য পদের বিপরীতে নিয়মিতভাবে জনবল নিয়োগের কাজ চলমান আছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে নিয়োগের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	গ্রেড	গেজেট'৯৮ সেট-আপভূক্ত পদের সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত সংখ্যা	২০১৬-২০১৭ সালে সরাসরি নিয়োগকৃত পদসংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	ডিসেম্বর' ১৭ এর মধ্যে সরাসরি নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন পদসংখ্যা
১	১ হতে ৯	৯৮৬	৭৭৫	১১৮	২১১	৬২
২	১০	৮২০	৫৮৬	০	২৩৪	১৩৫
৩	১১ হতে ১৬	৩,১২৩	১,৯৪৫	৫১৯	১,১৭৮	৮৪
৪	১৭ হতে ২০	৪,০০৬	৩,২১৭	২৯৬	৭৮৯	৯৪
মোট		৮,৯৩৫	৬,৫২৩	৯৩৩	২,৪১২	৩৭৫

মানব সম্পদ উন্নয়ন

পেশাগত মানের উৎকর্ষ সাধনে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত জনবলের দক্ষতা ও পেশাগত জ্ঞান সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৬-১৭ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডের বিস্তারিত নিম্নরূপ ঃ

অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ

ক্রমিক	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
১।	২০১৬-১৭	৩৪	৮৩৬	১২৩৮০

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

ক্রমিক	দেশের নাম	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
১।	ভারত	০১	০১	০৩
২।	জাপান	০২	০৩	৬৫
৩।	নেদারল্যান্ড	০৫	৩১	৬২৪
৪।	চীন	০৩	১৭	১৩০
৫।	থাইল্যান্ড	০৭	২২	১১৪
৬।	ভিয়েতনাম	০১	০১	০৫
৭।	নেপাল	০৩	০৪	১১
৮।	আমেরিকা	০৪	০৪	২৯
৯।	দক্ষিণ কোরিয়া	০৩	০৭	১২৯
১০।	অস্ট্রেলিয়া	০৪	২২	১৬৯
১১।	সুইডেন	০১	০১	১৯
১২।	শ্রীলংকা	০১	০১	০৩
১৩।	ইন্দোনেশিয়া	০৫	২২	১১৩
১৪।	জর্জিয়া	০১	০১	০৫
১৫।	পর্তুগাল	০১	০৭	৪২
১৬।	উগান্ডা	০১	০১	১২
১৭।	বেলজিয়াম	০২	০২	৯৬
১৮।	ব্রাজিল	০১	০৭	৫৬
১৯।	সিঙ্গাপুর	০১	০১	১৩
মোট		৪৭	১৫৫	১৬৩৮

বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) সরকারের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে ঋণ ও অনুদান সহায়তা পেয়ে থাকে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইফাদ, নেদারল্যান্ড সরকার, জাইকা ইত্যাদি উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে পানি সম্পদ খাতে সহায়তা পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে দাতা সংস্থাসমূহ কর্তৃক আরোপিত শর্ত সংক্রান্ত কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে বিগত বছরসমূহে এ সাহায্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে এসেছে। ফলে সম্ভাবনাময় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ হাতে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে বাপাউবো'র উন্নয়ন বাজেটের সিংহভাগই সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে নির্বাহ করা হচ্ছে। সংস্থাপন ব্যয় ও সমাপ্ত প্রকল্পের বিদ্যমান অবকাঠামোগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সরকারের অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট থেকে আসে। বিগত কয়েক বছরে অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সমাপ্তকৃত প্রকল্পগুলো হতে ঈপ্সিত সুফল অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) তে বাস্তবায়নাধীন মোট প্রকল্প ছিল ৮৯টি (আরডিপিতে ২৯টি নতুন প্রকল্পের অন্তর্ভূক্তিসহ) (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১)। তন্মধ্যে ৮৭টিই বিনিয়োগ প্রকল্প (৭৮টি জিওবি ও ৯টি বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট) এবং ২টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের সংশোধিত এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ৩৭৬০.৯০ কোটি

টাকা। সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৮৯.৭১% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯০.৩৪%। ২৪টি প্রকল্প সমাপ্ত (৪টি সেচ উপ-খাতভুক্ত প্রকল্পসহ) হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১)। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (বরাদ্দের%)
স্থানীয়	৩০২৬.০০	২৭২৮.৪	৯০.১৬%
প্রকল্প সাহায্য	৭৩৪.৯০	৬৬৯.৩০	৯১.০৭%
মোট	৩৭৬০.৯০	৩৩৯৭.৫৪	৯০.৩৪%

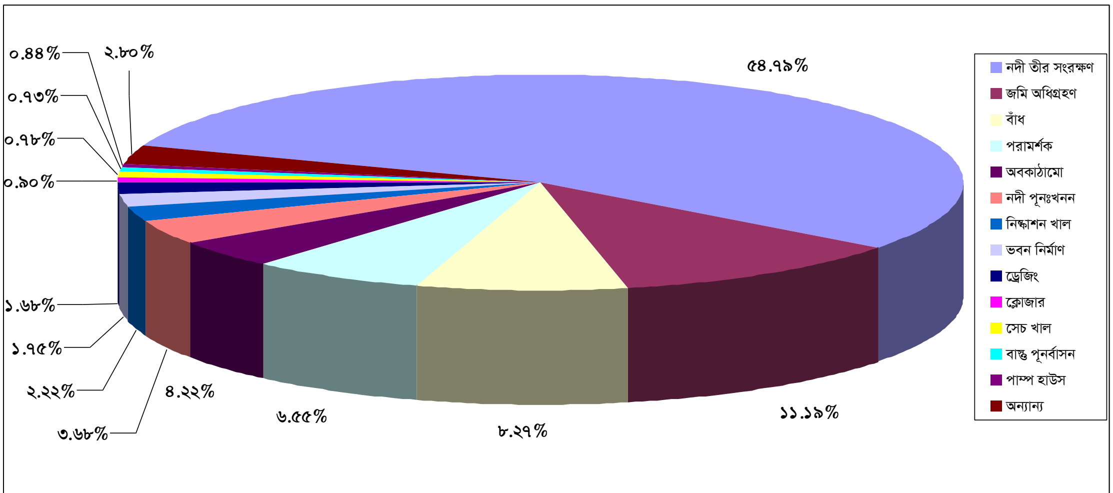

খাতওয়ারী উন্নয়ন ব্যয় (কোটি টাকায়)

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ ৯৭২.৩৫ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৯৬৪.৭৬ কোটি টাকা। অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপ ঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক	অর্থনৈতিক কোড	গৌণ খাত	বরাদ্দ	ব্যয়
১	৫৯০১	সংস্থাপন	৫২১.৬৬	৫১৪.৫৩
২	৪৮১০	পৌরকর	২.২৫	২.২৪
৩	৪৮১১	ভূমিকর	১৪.৬৮	১৪.৪৮
৪	৪৮৮৬	জরিপ	৯.১১	৯.০৪
৫	৫৯৬১	বিদ্যুৎ মঞ্জুরী	৩০.০০	২৯.৯৮
৬	৫৯৭৪	মেরামত মঞ্জুরী	৩৭২.৬৫	৩৭২.৫৩
৭	৫৯৭৭	অন্যান্য মঞ্জুরী	২২.০০	২১.৯৬
মোট			৯৭২.৩৫	৯৬৪.৭৬

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের আরএডিপি বরাদ্দ হতে ১২৩৩.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৪টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা হয়। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা বিস্তারিত নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
১	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদূরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	২০০৯-১০ হতে জুন, ২০১৭	৪৮৯৪৯.৪০	৪৫৫৯৩.১০
২	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (৫ম সংশোধিত)	২০০৩-০৪ হতে	২৮০৫২.৩৮	২৬৮৯৬.৫৭

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
		জুন'২০১৭		
৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	নভেম্বর,২০১০ হতে জুন'২০১৭	৪৯৭৪.১৮	৪৪৯৪.৮৯
৪	চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালীখাল এবং এর বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ	জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭	৭১৭৮.৬১	৫৬৬৪.৭৬
৫	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন মালিয়ারা-বাকখাইন-ভান্ডারগাঁও সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন'২০১৭	২৪৭৭.৩৩	২২৭১.০৩
৬	কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনারহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাংগন হতে ভূরুঙ্গামারী মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭	৫৪৮০.২৭	৫১৬৮.১১
৭	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (১ম সংশোধিত)	নভেম্বর,২০১২ হতে জুন, ২০১৭	২৫৬৯১.৭৯	২৪৪৬৩.১২
৮	কিশোরগঞ্জ, তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ উপজেলার যমুনেশ্বরী, চিকলি ও চারালকাটা নদী তীর সংরক্ষণ	জানুয়ারী,২০১৫ হতে জুন'২০১৭	৮৩৫৫.০০	৬৭৩৭.১৬
৯	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	অক্টোবর,২০১০ হতে জুন'২০১৭	৪২০৮১.৭৩	৩৯৯১২.৩২
১০	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলাধীন নাগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন রোধ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২০১০-১১ হতে জুন, ২০১৭	২১৯০৬.৬৩	১৮৫৯৮.৪৩
১১	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে সারা ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারী,২০১৩ হতে জুন, ২০১৭	২২৬০৪.৯১	১৯৭৬৫.৫১
১২	তারাইল-পাঁচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)	মার্চ, ২০১০ হতে জুন'২০১৭	৩২২০১.২০	৩০৫৯৯.৮০
১৩	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই, ২০১৪ হতে জুন'২০১৭	১৩৪১০.৮২	১০৪১১.৬৬
১৪	ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্প	জানুয়ারী,২০১৪ হতে জুন, ১৭	৭৩৮২.৮৪	৬৩৬৮.১০
১৫	কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলাধীন ফিলিপনগর, আবেদের ঘাট ও ইসলামপুর এলাকায় পদ্মা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ প্রকল্প	মে, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭	৮৬৮০.৭৬	৮৪৫০.৫১
১৬	চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন'২০১৭	১৬৮০৪.৫৯	১৬৩২৩.৫৭
১৭	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২)	মার্চ, ২০১০ হতে জুন'২০১৭	২১৬৮৭.০৯	১৮৪০২.৫০
১৮	ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ অংশে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	জুলাই, ২০১৩ হতে জুন'২০১৭	১৩৪২২.৫১	১২৯১৯.৭০
১৯	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	জুলাই, ২০১১ হতে জুন'২০১৭	২৮৬১১.৫০	২৬৬০১.৪৫
২০	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (WMIP)	জুলাই, ২০০৪	৮১৫৯৫.১১	৭৬৮৬২.৮৪

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
		হতে ডিসেম্বর,২০১৬		
২১	Strengthening of Hydrological Information Services and Early Warning Systems (Compound-B)	জানুয়ারী,২০১৬ হতে জুন, ২০১৭	৫০৫.০০	০.০০
২২	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, ফেজ-২	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন'২০১৭	৬৫৪৯৬.৩১	৬৪৩১৮.৪৫
২৩	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ	মার্চ, ২০১০ হতে জুন'২০১৭	১০২২১১.৪৪	৯৯৩৩৭.৫৮
২৪	Development of Smart Project Monitoring & Management Information System (SPMMIS)	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন'২০১৭	১৯৬.০০	১৮৯.৫০

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সমাপ্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য

➢ ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ [মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প]

বাস্তবায়নকাল ঃ মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকা ঃ টাঙ্গাইল, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ১০২২.১১ কোটি টাকা

প্রকৃত ব্যয় ঃ ৯৯৩.৩৭ কোটি টাকা

অবকাঠামো ঃ

যমুনা নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিং (নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা)	৭.৬০	কিঃমি
যমুনা নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিং (আউট সোর্সিং)	২২.০০	কিঃমিঃ
যমুনা নদীর মেইনটেনেন্স ড্রেজিং	১৩.৫০	কিঃমিঃ
ক্রসবার নির্মাণ	৪	টি
পুনরুদ্ধারকৃত ভুমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ	৬.২৬৬	কিঃমিঃ

প্রকল্পের সুফল ঃ

- যমুনা নদীতে অত্র প্রকল্পের আওতায় ২২.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ক্যাপিটাল ও পরবর্তী বৎসর সমূহে প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্যে রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়নের ফলে সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট ও বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতুর নদী ভাঙ্গনের হুমকী কবলিত ডান পাশের “গাইড বাঁধ” বহুলাংশে ঝুঁকিমুক্ত হয়েছে। এছাড়াও যমুনা সার করাখানা এবং দেশের অন্যান্য জেলার সাথে সংযোগকারী একমাত্র সড়ক ভূয়াপুর-তারাকান্দি রাস্তাকে ভাঙ্গনের ঝুঁকি হতে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।
- যমুনা নদীতে ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়নের সময় প্রাপ্ত ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল্স দ্বারা ০৪ (চার) টি ক্রস বার নির্মাণের ফলে তদসংলগ্ন নদী ভাঙ্গন ও বন্যার ঝুঁকি হতে রক্ষা পাওয়া ভূমি ও এর ভাটিতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমিতে প্রতি বছর প্রায় ৮৫ কোটি টাকার ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে যা স্থানীয় কৃষকগণের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাসের সূত্রপাত করেছে এবং দেশীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক সুফল বয়ে এনেছে।
- ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল্স দ্বারা নির্মিত এ ০৪ (চার) টি ক্রস বার এর প্রয়োজনীয় সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়ন করার ফলে নদীগর্ভ হতে প্রায় ১৬ বর্গ কিঃ মিঃ ভূমি পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে এবং পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তদসংলগ্ন স্থানের সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়ন করে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে, যার বাজার মূল্য প্রায় ৩০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকা।
- নদী ভাঙ্গন, নদী ভরাট, লবণাক্ততা এবং জলবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে বৃহৎ নদীসমূহের নাব্যতা ও ধারণক্ষমতা পুনরুদ্ধারে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৪টি নদ-নদীতে ড্রেজিং বিষয়ে সমীক্ষা প্রকল্পটির আওতায় সম্পাদিত হয়েছে। উক্ত সমীক্ষার আলোকে অন্যান্য নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিংসহ নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্রসবার স্পার, সিরাজগঞ্জ

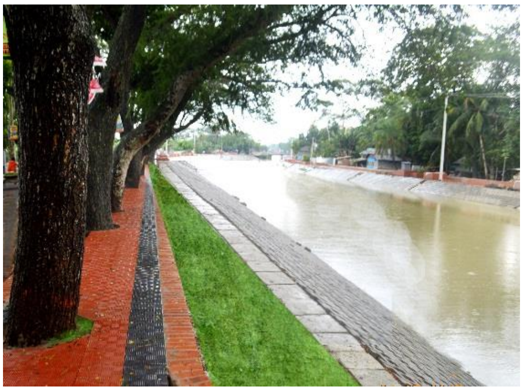
প্রতিরক্ষা বাঁধ, টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ

➢ তারাইল-পাঁচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়)

বাস্তবায়নকাল ঃ মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ গোপালগঞ্জ
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৩২২.০১ কোটি টাকা
প্রকৃত ব্যয় ঃ ৩০৫.৯৯ কোটি টাকা
অবকাঠামো ঃ

জমি অধিগ্রহণ	১৬২.৭৩	হেঃ
নদী তীর সংরক্ষণ	৬.০৭	কিঃমিঃ
খাল পুনঃখনন	২৪৩.৪৫২	কিঃমিঃ
বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ	৩৫	টি
বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ	৮৫.০৬	কিঃমিঃ
বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ	১৫.৩৬৫	কিঃমিঃ
পাইপ ইনলেট	৯৩	টি
বোটপাস রেগুলেটর মেরামত	১৩	টি
রেগুলেটর মেরামত	৯	টি
বক্স স্লুইস মেরামত	১	টি
সারফেস ড্রেইনেজ স্লুইস নির্মাণ	৯	টি
র‌্যাম্প নির্মাণ	১০০	টি
এ্যাপ্রোচ নির্মাণ	৪৪	টি
কালভার্ট	২	টি
ইন্সপেকশন ডাইক নির্মাণ কাজ	৪.৫০	কিঃমিঃ
বিউটিফিকেশন ও ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ	১.৫০	কিঃমিঃ
নদী ড্রেজিং	২৯.৭০	কিঃমিঃ

প্রকল্পের সুফল ঃ

- প্রকল্পটির বাস্তবায়নের ফলে গ্রস ২১৩০০ হেক্টর, নীট ১৬০১৯ হেক্টর এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ফসল হানী রোধ করা হয়েছে।
- জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য নিষ্কাশন ও সীমিত সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- লবণাক্ততা দূরীকরণসহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

➢ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল ঃ নভেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৪৯.৭৪ কোটি টাকা

প্রকৃত ব্যয় ঃ ৪৪.৯৫ কোটি টাকা

অবকাঠামো ঃ

বেমালিয়া নদী ড্রেজিং	২৩.৪০ কিঃমিঃ
লংগন নদী ড্রেজিং	৬.৩০ কিঃমিঃ
বলভদ্র নদী ড্রেজিং	৫.০০ কিঃমিঃ (আংশিক)

প্রকল্পের সুফল ঃ

- লংগন, বেমালিয়া ও বলভদ্র নদীর ড্রেজিং এর ফলে ১৬,৩০০ হেক্টর এলাকায় বন্যার প্রকোপ হ্রাস, সেচ সুবিধা প্রদান, নাব্যতা পুনরুদ্ধার, এবং নিষ্কাশন প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ হয়েছে।
- শুষ্ক মৌসুমে নীট ৯৬৮৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে জেলে সমপ্রদায়ের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

➢ পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে সারা ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

[মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প]

বাস্তবায়নকাল ঃ জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭

প্রকল্প এলাকা ঃ পাবনা, নাটোর

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ২২৬.০৪ কোটি টাকা

প্রকৃত ব্যয় ঃ ১৯৭.৬৫ কোটি টাকা

অবকাঠামো ঃ নদী তীর সংরক্ষণ ৭.৫৮৫ কিঃমিঃ

প্রকল্পের সুফল ঃ

- পদ্মা নদীর ভাংগন হতে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার কোমরপুর হতে সাড়া-ঝাউদিয়া এলাকা ও নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার তিলকপুর হতে গৌরীপুর এলাকাকে রক্ষা করা হয়েছে।
- পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এর বাঁধসহ বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষি জমি এবং আরামবাড়ীয়া হাইস্কুল, বাজার, ঈশ্বরদী- লালপুর- রাজশাহী সড়ক, রেলওয়ে ডিভিশনাল স্থাপনা, হার্ডিঞ্জ ব্রীজ, লালন শাহ সেতু, পাকশী পেপার মিল, ঈশ্বরদী ইপিজেড, ঈশ্বরদী বিমান বন্দর, মিলিটারী ডেইরী ফার্ম এর মূল্যবান এলাকা পদ্মা নদীর ভাংগন হতে রক্ষা করা হয়েছে।
- নদীর ভাংগনের ফলে পরিবেশের বিপর্যয় হতে রক্ষা পেয়েছে।
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় অনেক স্থাপনা তৈরী হয়েছে। সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে, বেকার পুরুষ ও কর্মহীন দুস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে।
- প্রায় ৮৬৫২৯.০০ লক্ষ টাকা মূল্যমানের সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তি নদীর ভাংগন হতে রক্ষা করা হয়েছে।

➢ ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্প

[মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প]

বাস্তবায়নকাল ঃ জানুয়ারী, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকা ঃ মেহেরপুর

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৭৩.৮৩ কোটি টাকা

প্রকৃত ব্যয় ঃ ৬৪.৬০ কোটি টাকা

অবকাঠামো ঃ

ভৈরব নদী পুনঃ খনন	২৯.০০০ কিঃমিঃ
পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো মেরামত	১ টি

প্রকল্পের সুফল ঃ

- মেহেরপুর জেলায় নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় বর্ষা মৌসুম থেকে আমন মৌসুম পর্যন্ত নদীতে পানি মজুদ থাকে।
- জলাধার সৃষ্টির মাধ্যমে বর্ষার পানিকে মজুদ রাখায় শুষ্ক মৌসুমে সেচের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল শস্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং গৃহস্থালী কাজে পানির ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে।
- পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করে বন্যার প্রভাব কমিয়ে আনা হয়েছে এবং কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ।
- মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নৌ চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- প্রকল্প এলাকার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় বৃদ্ধি পেয়ে দারিদ্র নির্মূল হয়ে তাদের অর্থ-সামাজিক অবস্থার সার্বিক উন্নয়ন ও মানুষের জীবনমানের উন্নতি হয়েছে।

➢ চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন মালিয়ারা-বাকখাইন-ভান্ডারগাঁও সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ চট্টগ্রাম
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ২৪.৭৭ কোটি টাকা
প্রকৃত ব্যয় ঃ ২২.৭০ কোটি টাকা
অবকাঠামো ঃ

জমি অধিগ্রহণ	২০.৬১	হেঃ
বাঁধ নির্মাণ	৫.৩৮	কিঃমিঃ
ইনলেট নির্মাণ	৭	টি
আউটলেট নির্মাণ	৬	টি
ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ	১	টি

প্রকল্পের সুফল ঃ

- প্রকল্প এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে।
- জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা রোধ করা সম্ভব হয়েছে।
- সরকারী-বেসরকারী মূল্যবান স্থাপনা বন্যার প্রকোপ হতে রক্ষা পেয়েছে।

➢ যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদূরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) [মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প]

বাস্তবায়নকাল ঃ ২০০৯-১০ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ জামালপুর
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৪৮৯.৪৯ কোটি টাকা
প্রকৃত ব্যয় ঃ ৪৫৫.৯৩ কোটি টাকা
অবকাঠামো ঃ নদী তীর সংরক্ষণ ১৬.৫৫০ কিঃমিঃ

প্রকল্পের সুফল ঃ

- গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সরকারি স্থাপনা, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক স্থান, ঘরবাড়ি, চিনিকল ও ভূয়াপুর তারাকান্দি বাঁধ প্রভৃতি যমুনা নদীর প্রবল ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করা হয়েছে যাতে জামালপুর জেলা ও যমুনা সার কারখানার সাথে দেশের উত্তরাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে।
- প্রকল্প এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে।
- দারিদ্র দুরীকরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

➢ কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) [মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প]

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকা ঃ যশোর

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ২৮৬.১১ কোটি টাকা

প্রকৃত ব্যয় ঃ ২৬৬.০১ কোটি টাকা

অবকাঠামো ঃ

জমি অধিগ্রহণ	৫.০০	হেঃ
কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন	৮৫.০০	কিঃমিঃ
সংযোগ খাল পুনঃখনন	৮৪.৮০	কিঃমিঃ
বাঁধ নির্মাণ	২১.৫	কিঃমিঃ
বেইলী ব্রীজ নির্মাণ	১	টি
রেগুলেটর মেরামত	১০	টি
বুড়ি ভদ্রা নদী পুনঃখনন	১৮.১৬	কিঃমিঃ
পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ	১২.৮৭	কিঃমিঃ
বক্স আউটলেট নির্মাণ (বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ)	১৪	টি
পাইপ আউটলেট নির্মাণ (পেরিফেরিয়াল বাঁধ)	২১	টি
লিংক চ্যানেল পুনঃখনন	১.৫	কিঃমিঃ
প্রতিরক্ষা কাজ	৬.০০	কিঃমিঃ

প্রকল্পের সুফল ঃ

- নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ করা সম্ভব হয়েছে।
- বন্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়েছে।
- সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং মৎস্য উন্নয়ন করা হয়েছে।
- টিআরএম পরিচালনার মাধ্যমে টেকসই নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন হয়েছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প

➢ ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP)

বাস্তবায়নকাল ঃ ২০০৮-০৯ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকা ঃ বরগুনা, পটুয়াখালী, পিরোপুর

প্রকল্প ব্যয় ঃ ৭৫০.৫০ কোটি টাকা

বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৮৯.৯০%

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- ঘূর্ণিঝড় সিডর এবং আইলাতে ক্ষতিগ্রস্থ উপকূলীয় ৩টি জেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২৯টি ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডার এর পুনর্বাসন।
- উপকূলীয় ৩টি জেলার ১২টি উপজেলার ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামো পুনর্বাসন পূর্বক জনজীবন পূর্বাবস্থায় পুনরুদ্ধার এবং উপ-প্রকল্পের কাঙ্খিত সুবিধা নিশ্চিত করণ।

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

জমি অধিগ্রহণ	৫১.৬৮	হেঃ
বাঁধ নির্মাণ	৩০.৬২	কিঃমিঃ
বাঁধ মেরামত	৪৬২.৭৯	কিঃমিঃ
নদী তীর সংরক্ষণ	১৬.৯৯	কিঃমিঃ
হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	১৫৮	টি
হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত	১৮৫	টি

➢ তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১)

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৭-২০০৬ হতে ৩০-০৬-২০১৮
প্রকল্প এলাকা ঃ দিনাজপুর, নীলফামারী, রংপুর
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৪১৩.৩২ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৮১.৩০%

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- সম্পূরক সেচের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- নিস্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নদী শাসনের সুবিধাও প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত আছে। এছাড়া শুষ্ক মৌসুমে প্রাপ্ত পানি (available water) Rotation পদ্ধতিতে সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উন্নত জাতের ফসল উৎপাদনে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পুর্ণ করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখবে।

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

সেচ খাল খনন	৭.৮৭৫ কিঃমিঃ (আংশিক)
	২.৫০৫ কিঃমিঃ (আংশিক-২৫%)
	৩.১৩ কিঃমিঃ (আংশিক-৩০%)
	৭.৫০ কিঃমিঃ (আংশিক-৮০%)
হাইড্রলিক স্ট্রাকচার	১০ টি (আংশিক-২০%)
কালভার্ট	১৬ টি (আংশিক-৩০%)
ইনস্পেকশন রোড	৩৪.৫০ কিঃমিঃ
ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন লাইন	১২.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ)
	১৩.০০ কিঃমিঃ (আংশিক-৮০%)

➢ মেঘনা নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ ভোলা
প্রকল্প ব্যয় ঃ ২৭৯.৪২ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ২৭.০০%

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষা।
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নদীগর্ভে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা।
- ইলিশা ফেরীঘাট নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা।

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

নদী তীর সংরক্ষণ	৩.৫০ কিঃমিঃ (আংশিক-২৫%)

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে অনুমোদিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

➢ ঢাকা- নারায়নগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (২য় পর্যায়)

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ ঢাকা, নারায়নগঞ্জ
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৫৫৮.২০ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ০.৫৫%

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- প্রস্তাবিত ডিপিপিতে অন্তর্ভূক্ত কাজসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিএনডি প্রকল্প এলাকার ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

- অতি জনগুরুত্বপূর্ণ স্পর্শকাতর জনবহুল এলাকার জনগণের স্বাভাবিক জীবনমান নিশ্চিতকরণ; সর্বোপরি আর্থ-সামজিক ও পরিবেশগত মান উন্নয়ন
- প্রকল্প এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- ডিএনডি এলাকার প্রায় বিশ লক্ষ মানুষের জলাবদ্ধতার দূর্ভোগ লাঘব

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ ঃ

জমি অধিগ্রহণ	১০	হেঃ
পাম্প স্টেশন নির্মাণ	২	টি
পাম্পিং প্ল্যান্ট নির্মাণ	৩	টি
আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ	৭৯	টি
আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ	১২	টি
ক্রস ড্রেইন নির্মাণ	২	টি
নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন	৯৩.৯৮	কিঃমিঃ
বিদ্যমান ব্রীজ ও কালভাট মেরামত	৫২	টি
অতিরিক্ত সংযোগ খাল পূনঃখনন	৩২৫০০	ঘনমিঃ
পুনঃখননকৃত স্পয়েল দ্বারা খালের তীর উন্নয়ন	৯৩.৯৮	কিঃমিঃ
হেরিংবোন ওয়াকওয়ে নির্মাণ	১৩.৫০	কিঃমিঃ
পরিদর্শন বাংলো এবং পরীক্ষাগার নির্মাণ		

➢ চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯ (সম্ভাব্য সমাপ্তিকাল ঃ জুন, ২০১৯)
প্রকল্প এলাকা ঃ চট্টগ্রাম
প্রকল্প ব্যয় ঃ ১১৬২.৭৭ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ০.০৫%

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- প্রকল্প এলাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাকে প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের কারণে উপকূলীয় বাঁধের ভাঙ্গনরোধ করা।
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চলের অবকাঠামো ও অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান রাখা।
- প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে জনগণের জানমাল, সম্পদ এবং অর্থনৈতিক এবং কার্যকলাপের মানোন্নয়ন।

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ ঃ

ল্যাবরেটরি নির্মাণ	১	টি
মোটরেবল পেভমেন্ট	১৮.৪৮৮	কিঃমিঃ
স্লুইস নির্মাণ	৯	টি
খাল পুনঃ খনন	৩০.০০	কিঃমিঃ
উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ	১৭.৮৭২	কিঃমিঃ
বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ	১৭.৮৭২	কিঃমিঃ
ক্লোজার নির্মাণ	০.৬১৬	কিঃমিঃ

➢ বাগেরহাট জেলায় ৮৩টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ ডিসেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১
প্রকল্প এলাকা ঃ বাগেরহাট
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৭০৬.৪০ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ০.০৫%

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- ইন্দো-বাংলাদেশ নৌরুট সচল রাখার স্বার্থে মংলা ঘষিয়াখালী চ্যানেলের উচ্চহারে পলি পতন হ্রাস করা।
- নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও মৎস উৎপাদন রক্ষা করা।
- মংলা বন্দরের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা।
- আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সাধন,দারিদ্র বিমোচন,কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।
- টিআরএম এর মাধ্যমে নদীর নাব্যতা বজায় রাখা।
- কৃষি উৎপাদন ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ত্বরান্বিতকরণ।

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ ঃ

জমি অধিগ্রহণ	৬৫৪.৭৯	হেঃ
৮৩ টি নদী/খাল ড্রেজিং/পুনঃখনন	৩০৯.৬৮	কিঃমিঃ
টিআরএম এর জন্য পেরিফেরিয়াল বাঁধ	১৬.৫০০	কিঃমিঃ
বেইলী ব্রীজ নির্মাণ	২	টি
আউটলেট নির্মাণ	৪	টি
বনায়ন	১৬.০০	কিঃমিঃ

হাওর এলাকার আগাম বন্যা

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকায় একমাত্র বোরো ফসল পাহাড়ী ঢল সৃষ্ট আগাম বন্যায় প্রায়শই বিনষ্ট হয়। যা রক্ষাকল্পে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে হাওর এলাকার ডুবন্ত বাঁধসমূহ নির্মাণ করে আসছে। এর ফলে প্রতিবছর হাওরের প্রায় ১৪.৫০ লক্ষ মেঃ টন বোরো ফসল আগাম বন্যা হতে রক্ষা পাচ্ছে যার বাজার মূল্য প্রায় ২০০০ কোটি টাকা। দেশের হাওর বিধৌত ৬টি জেলায় (সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ) বাপাউবো ব্যবস্থাপনাধীন হাওর ৫৫টি। দীর্ঘদিন যাবত ডুবন্ত বাঁধসমূহ বন্যার ঢেউয়ের আঘাত ও স্রোতে অধিকাংশ দৈর্ঘ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নিচু হয়ে গিয়েছে এবং হাওর এলাকার নদীসমূহ পলি পড়ে ভরাট হয়ে নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। চলতি বছরের মার্চ মাসের শেষ ভাগে অতি বৃষ্টির দরুণ সৃষ্ট পাহাড়ী ঢলের পানি হাওরের নদীসমূহের মাধ্যমে দ্রুত নিষ্কাশন হতে না পারায় এপ্রিল মাসের শুরুতেই ডুবন্ত বাঁধ উপচিয়ে হাওর এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এতে হাওর এলাকায় বন্যা দেখা দেয়। বন্যায় ব্যাপক ফসল এবং সম্পদহানি হয় এবং জনজীবনে দূর্ভোগ নেমে আসে। বন্যায় বাপাউবো'র অবকাঠামোও ক্ষতিগ্রস্হ হয়। এই দূর্যোগ থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ লব্ধ করে হাওর এলাকার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাপাউবো বিভিন্ন কার্যক্রম/ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বাপাউবো তথা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের একার পক্ষে হাওর এলাকার সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। হাওর এলাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য জেলা প্রশাসন ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতা আন্তরিকভাবে কাম্য। হাওর এলাকার ডুবন্ত বাঁধসমূহ কেবল বোরো ধানের আবাদের কথা চিন্তা করে নির্মাণ করা হলেও বর্তমানে হাওর এলাকায় উচ্চফলনশীল হাইব্রীড ধানের আবাদ বেশি করা হচ্ছে, যার উৎপাদনকাল স্থানীয় বোরো জাত অপেক্ষা ৪০-৫০ দিন বেশি। এত উচ্চ উৎপাদনকালের ধানকে আগাম বন্যা হতে এপ্রিল মাসের পর সুরক্ষা প্রদান বর্তমান ডুবন্ত বাঁধসমূহ দ্বারা নিশ্চিত করা সম্ভব নয় বিধায় উচ্চফলনশীল হাইব্রীড ধানের আবাদ হাওর এলাকার জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এমতাবস্থায়, স্বল্প সময়ে উৎপাদনশীল জাতের ধানের আবাদে হাওরবাসীকে উদ্বুদ্ধকরা প্রয়োজন। দরকার হলে হাওর এলাকায় cropping pattern পরিবর্তন বা crop zoning করা যেতে পারে। কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহকে এ বিষয়ে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।

শুধুমাত্র আবাদকৃত শস্যকে বন্যার প্রকোপ থেকে মুক্ত রাখার জন্য হাওরের ডুবন্ত বাঁধসমূহকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে উন্নীত করা হলে হাওর হতে মৎস্য সম্পদের প্রাপ্যতা একেবারেই কমে যাবে। আবার, হাওর অঞ্চল হতে দেশের মৎস্য চাহিদার একটি বড় অংশের যোগান আসে বিধায় হাওরের ডুবন্ত বাঁধসমূহকে পূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে উন্নীত করাও সমীচীন হবে না। বর্তমানে হাওর ও জলাভূমির সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা এবং হাওর এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাপাউবো কর্তৃক (ক) ৪২৪.৭৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত “কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প”, (খ) ৭০৪.০৭ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত “হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন” ও (গ) ৯৯৩.৩৭ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত “হাওর বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পত্রয় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পসমূহের আওতায় বিদ্যামান ডুবন্ত বাঁধসমূহের সামান্য উচ্চতা বৃদ্ধিসহ হাওর এলাকার নদ-নদীসমূহের ড্রেজিং এবং অভ্যন্তরীণ খালসমূহ পুনঃখননের কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। বাঁধের যে সকল স্থানে স্থানীয়রা নৌ-চলাচলের জন্য কেটে দেয়, সেখানে কজওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। জাইকার অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় হাওর এলাকায়

বন্যার পানির স্রোত ও ঢেউ হতে ডুবন্ত বাঁধসমূহকে অতিরিক্ত সুরক্ষা প্রদানের জন্য সিসি ব্লক দ্বারা আর্মার্ডকরণের বিষয়টিও সমীক্ষাধীন আছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্প

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বে অনন্য নজির স্থাপন করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগর কারণে সমুদ্র ও নদী অববাহিকার পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোসমূহ বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বিধায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প গ্রহণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষা এবং টেকসই করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ হতে ১৬-১৭ অর্থ-বছর পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাপাউবোর ১২৯টি প্রকল্পের জন্য অনুমোদন আদেশ জারি করা হয় যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৭৯.৭৩ কোটি টাকা। এ প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরাঞ্চলে পোল্ডার নির্মাণ, পুরাতন পোল্ডারসমূহ পুনর্বাসন, ভূমি পুনরুদ্ধারে ক্রসড্যাম নির্মাণ, নদী তীর সংরক্ষণ এবং নদী/খাল পুনঃখনন ইত্যাদি।

বাপাউবোতে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় ৫৯১.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৭ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চলমান ছিল। বাপাউবোতে অনুমোদন আদেশ জারিকৃত প্রকল্পের মধ্যে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৫০৪.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৫ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমান ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫৭৫.৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৪ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলমান আছে। এছাড়া বৈদেশিত অর্থায়নে গঠিত ‘বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেন্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড’ (BCCRF) এর আওতায় বাপাউবোতে একটি সমীক্ষা প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৩)।

বাপাউবো’র ২৫ বছর মেয়াদী খস্ড়া পরিকল্পনা

পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) দেশের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদী ড্রেজিং, ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন করে সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদী তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদীর নাব্যতা ও বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের Vision (Sustainable water security for better livelihood acknowledging the effects of climate change) Ges mission (ensure fulfilling the requirements of water for the people and sustainable development through balanced and integrated management of water resources) বাস্তবায়নে আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাপাউবোতে কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন সে বিষয়ে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। এ প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়ের বর্তমান রূপকল্প, উদ্দেশ্য, দেশের বর্তমান পানি নীতি ও কৌশল, প্ল্যান (National Water Policy (NWP) (1999), BWDB Act (2000), National Water Management Plan (NWMP) (2004), Coastal Zone Policy (2005), Coastal Zone Strategy (2006), Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (2009), Perspective Plan of Bangladesh (2010-2021), National Sustainable Development Strategy (2010-21), Seventh Five-Year Plan (2016-20) ইত্যাদি পর্যালোচনা করে আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাপাউবোতে কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন সেগুলোর শ্রেণীবিভক্ত করে (সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা, সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধার, নদী তীর সংরক্ষণ ও নদী ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় এলাকায় অবকাঠামোসমূহ উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) একটি অগ্রাধিকার তালিকা নিম্নে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিভিন্ন র‌্যাংকিং-এ বিন্যস্ত করা হয়েছে। তালিকার র‌্যাংকিং-১ অন্তর্ভূক্ত কার্যক্রমকে আগামী আট বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। অনুরূপ ভাবে র‌্যাংকিং-২ ও ৩ এর আওতার কার্যক্রমসমূহ পর্যায়ক্রমে ১৫ বছর ও ২৫ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমসমূহ সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করে তালিকা হালনাগাদ করা যেতে পারে। যে সমস্ত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি অথবা দীর্ঘ দিন আগে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদিত হয়েছে সেগুলো বৈদেশিক অর্থায়নের সুবিধার্থে নতুন করে সমীক্ষা করা যেতে পারে।

Sl.	Project Name	Priority (Termwise)		
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)
A	**Irrigation Project (New & Rehabilitation)**			
1	Kurigram Irrigation Project (North Unit).	√		
2	Kurigram Irrigation Project (South Unit).	√		
3	North Rajshahi Irrigation Project.	√		
4	Irrigation Projects in Eastern hill.		√	
5	Karnafuli Irrigation Project (Halda & Ishamati Unit).	√		
6	Fatikchari FCDI Project.	√		
7	Dhurang Irrigation Project.	√		
8	Rehabilitation and modernisation of Irrigation Project	√	√	√
9	Mandakini Irrigation Project.	√		
10	Nishchintapur Irrigation Project.	√		
11	Halda Irrigation Project.	√		
12	Boalkhali Irrigation Project.		√	
13	Rehabilitation of Barisal Irrigation Project.	√		
14	Renovation and Rehabilitation of mechanical & electrical infrastructure of Chadpur Irrigation Project.	√		
15	Rehabilitation of Tangon Barrage, Buri Dam & Bhulli Dam Irrigation Project, river bank protective work and construction of Rubber Dam inThakurgaon District.	√		
16	Flood Control Drainage and Irrigation Project of Madargonj and Islampur Upazila under Jamalpur District.	√		
17	Irrigation and drainage Project of old Dakatia-new Dakatia river under Comilla District.	√		
18	Rehabilition of Karnafuli Irrigation Project (Halda unit, part-1) in Fatikchari & Hathazari Upazila under Chittagong District.	√		
19	Integrated irrigation Project through Rubber Dam across to Tangon River in Pirgonj Upazila under Thakurgaon district.	√		
20	Rehabilitation of Manu Irrigation and Flood Control Embankment Project.	√		
21	South Comilla - North Noakhali Irrigation Project (including south Chadpur).	√		
22	Buri Titas Irrigation and drainage Project in Nabinogor upazila under Brahmonbaria District and Muradnogor upazila under Comilla District.	√		
23	Chadpur-Comilla Integrated Flood Control, Drainage and Irrigation Project.	√		
24	Irrigation through construction of Hydraulic Elevated Dam in Maynee River (80m) of Dighinala Upazila under Khagrachori	√		

Sl.	Project Name	Priority (Termwise)		
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)
	district and Sreemai Khal in Patiya upazila under Chittagoan district.			
B	**Integrated Development Project**			
25	Integrated Water Resources Management in Chalan Bill area including Beel Halti Development Project	√		
26	Utilisation of Ganges water for Ganges depended area.			√
27	Integrated Water Resources Development & Management in Boral Basin		√	
28	Brahmaputra Barrage Project		√	
29	Feasibility Study and Detailed Design of Meghna Barrage.			√
30	Meghna Barrage Project			√
31	Dharla Barrage and ancillary works		√	
32	Dudhkumar Barrage and ancillary works			√
33	Mahananda Barrage and ancillary works			√
34	Kangsa Barrage and ancillary works			√
35	Kushiyara Barrage and ancillary works			√
36	Khowai River Barrage and ancillary works			√
37	Dhaka Integrated Flood Control Embankment cum Eastern Bypass Road Multipurpose Project	√		
38	Old Brahmaputra Integrated River Management Project	√		
39	Basin wise Integrated Water Resource Assesment in Major Rivers.		√	
40	Drainage Improvement and Sustainable Water Management of the Bhairab River Basin.	√		
41	Flood Control & Drainage Improvement Project for Removal of Drainage Congestion in Noakhali Area	√		
42	Conservation of Sweet Water in the Canals for Irrigation in Coastal Polders in Barguna District by Re- excavation of Canals & Maintenance of Regulators	√		
43	Development Study on formulating Master Plan for Promoting Integrated Water and Natural Resource Management and improving Disaster Resilience in Greater Chittagong area	√		
44	West Gopalganj Integrated Water Management Project (phase-II)	√		
45	Improved Drainage in the Bhabadha Area	√		
46	Rehabilitation of Water Management Infrastructure in Bhola District	√		

Sl.	Project Name	Priority (Termwise)		
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)
47	Managed Aquifer Recharge for Artificial Storage (MARAS) of Water to Improve Groundwater Table	√	√	
48	Rehabilitation of Marashi River sub-Project in Jhinaigati upazila under Sherpur District.	√		
49	Gonggaijuri Haor Integrated Water Management Project.	√		
50	Improvement of Drainage System and Water Logging Mitigation of Chittagong Cantonment & Adjacent Area	√		
51	Meghna-Titas FCD in sadar upazila, Bijoynagar and Sorail upazila under Brahmmanbaria district.	√		
52	Removal of water congestion in Upper Vodra river, Horihor river, Burivodra river & adjacent khals in Monirampur upazila and Keshobpur upazila under Jessore district.	√		
53	Improvement of integrated water management of Arial Beel and drainage system of Ishamati river.	√		
54	Development of Korotoa River.	√		
55	Improvement of flood control and drainage system from Hazimara to Char Mohon polder 59/2 in Sadar & Raipur upazila under Lakshmipur district.	√		
C	**Climate Change Adaptation and Ecosystem Restoration Project**			
56	Bhairab River Restoration Project.		√	
57	Ghaghot River Restoration Project.		√	
58	Nabaganga River Restoration Project.		√	
59	Restoration of four rivers around Dhaka city.	√		
60	Restoration of Dhaleshwari River (New).	√		
61	Hisna River Restoration Project.		√	
62	Mathabhanga River Restoration Project.		√	
63	Arial Khan River Restoration Project.			√
64	Lower Boral River Restoration Project.		√	
65	Upgradation and Modernization of National Hydrological services in Bangladesh for integrated water resources management in the context of climate changes.	√		
66	Impact of Climate Change on Groundwater Resources of Bangladesh.		√	
67	Revitalization and Restoration of Hurasagar and Atrai rivers.	√		
68	Re-excavation of Arial Khan river, Haridoya river, Bromhaputra river, Meghna Branch river and old Bromhaputra branch river under Narshindi district.	√		
69	Re-excavation of Tulshi Ganga, Small Jamuna, Chiri river and Haraboti river under Joydebpur district.	√		

Sl.	Project Name	Priority (Termwise)		
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)
70	Restoration and protection of environmental balance by rehabilitation of Madhumati-Nobogonga sub-Project and re-excavation/dredging of Nobogonga river.	√		
71	Re-excavation of Gojaria River		√	
72	Restoration of Gorai river (phase-III).	√		
73	Dredging of Bhola river and re-excavation of Bishkhali khal under Bagerhat district.	√		
74	Re-excavation of Titas river under Brahmanbaria district.	√		
75	Re-excavation of Titas river and construction of embankment from Gouripur-Homna road to Lalpur in Titas and Homna upazila under Comilla district.	√		
76	Re-excavation of Khapravanga-Chaplirdon River (Mahipur Channel) by dredger in Kolapara upazila under Patuakhali district.	√		
D	**Land Reclamation and Development Projects**			
77	Urirchar - Noakhali Cross Dam Project	√		
78	Hatiya–Dhamarchar-Nijhumdwip Integrated Development Project		√	
79	Bhola - Kukrimukri - Char Montaz Integrated Development Project		√	
80	Sandwip-Jahaizar char cross dam Project			√
81	Estuary Development Study and Pilot Program for land reclamation	√		
82	Sandwip-Urirchar Cross Dam Project			√
83	Char Development and Settlement Project-V (CDSP-V)	√		
84	Land beyond Land, Efforts to Reclaim lands at near Coast; Preparatory Surveys and Studies	√	√	
85	Development of Climate Smart Integrated Coastal Resources Database (CSICRD)		√	
86	Development of Chandona-Barasia River Basin System	√	√	
87	Development Catchment and Sub-catchment Management Plans			√
88	Kaptai Lake Rehabilitation Study and Pilot Project		√	
89	Flow control and water storage structures for water availability in the dry season			√
90	Integrated Jamuna-Padma Rivers Stabilization, Land Reclamation and development Project.		√	√
91	Integrated Coastal Zone Landuse Planning in Bangladesh using GIS and RS Technology.	√	√	

Sl.	Project Name	Priority (Termwise)		
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)
92	Structural interventions for managing sea level rise: preparatory surveys & studies.		√	√
93	Construction of experimental cross dam to protect from Jamuna right bank in Islampur upzila under Jamalpur district.	√		
94	Dredging of Mohanonda river and rubber dam Project in Sadar upazila under Chapainawabgonj district.	√		
95	Construction of cross dam on Maskata river to protect erosion and establish a direct connection with Mehendigonj Sadar upazila road under Barisal district.	√		
96	Excavation of Loop cut of Ghorauttra river located at Gopalpur and Nagiyar Dhair in Mithamain upazila under Kishoregonj district.	√		
97	River excavation and settlement improvement Project.			√
E	**River Management Project and River Bank Protection**			
98	Preparation of Master Plan for River Dredging	√		
99	Stabilization of Left and Right Embankment of Jamuna River.	√	√	
100	Stabilization of Left & Right Bank of Padma River		√	
101	Stabilization of Left & Right Bank of Lower Meghna River		√	
102	Rehabilitation of Water Management Infrastructure in Bhola District	√		
103	Re-excavation of Madaripur Beel Route			√
104	Re-excavation of Kumar River		√	
105	Re-excavation of Lower Kangsha (Ghulamkhali & Updakhali) River			√
106	Re-excavation of Bhogai River			√
107	Re-excavation of Modhumati River			√
108	River /Channel / Char Dredging Projects in Bangladesh		√	
109	Bank Protective work of Sangu River, Dalu, Tankabati, Hungar, Katakhali, Haad and Sukchari Khal in Satkania and Lohagara upazila in Chittagong District	√		
110	River Bank Protection Work for Protection of Tajumuddin Upazila Sadar in Bhola District from the erosion of the Meghna River	√		
111	Tidal River Management		√	√
112	Pre-Feasibility Study on Integrated River System Management and Protection of Accreted Land	√	√	
113	Study for harnessing the waters of the Brahmaputra River	√	√	
114	River Bank Improvement Program1		√	√

Sl.	Project Name	Priority (Termwise)		
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)
115	Revitalization of Khals all Over the Country under BWDB project.		√	√
116	Protection of Bhuyapur-Tarakandi road by left bank protection of Jamuna river in Sarishbari upazila under Jamalpur district.	√		
117	Protection from erosion of Jamuna river located the area between Kulkandi and Guthail hardpoint in Islampur upazila under Jamalpur district.	√		
118	Protection of proposed economic zone from erosion of Jamuna river and development of relcaimed land in Sirajgonj district.	√		
119	Protection of Harina Ferighat and Char Bhoirovi area from erosion of Meghna river in Chadpur district.	√		
120	Revetment work of Sanggu and Dalu river in Lohagara and Satkaniya upazila under Chittagaon district.	√		
121	Revetment work of Jamuna left bank from Kaulibari bridge to Shakharia (Bhuruya-Bottola) in Gopalpur and Bhuyapur upazila under Tangail district.	√		
122	Rajbari town protection Project.	√		
123	Strengthening of vulnerable area of Haizda Dam's sub-Project in Mohongonj upazila under Netrokona district.	√		
124	Protection of Charbaria area from erosion of Kirtonkhola river in Sadar upazlia under Barisal district.	√		
125	Protection of Khudbandi, Singrabari and Shuvogacha area from Jamuna river in Kazipur upazila under Sirajgonj district.	√		
126	Protection and development of transboundary river (phase-II).	√		
127	Protection of Kobutorkhola and Josodiya area from left bank erosion of Padma River in Shreenagar and Louhojong upazila under Munsigonj district.	√		
128	Revetment and development Project of embankment connected Fisherighat to Reserve Bazar (old bus stand) from erosion of Karnafuli river in Sadar upazila under Rangamati district.	√		
129	River bank revetment work to protect important structures of Bangladesh Army from erosion of Meghna river by Geobags at Srornodip area (jahaijya char) in Hatiya and Subornochar upazila in Noakhali district.	√		
130	Protection from erosion of Jamuna river of Gobindi & Holdia area in Saghata upazila and Katlamari in Fulchori upazila under Gaibandha district.	√		
131	Protection of important infrastructures in Khagrachori town and adajcent area from river bank erosion and Feni river dredging Project.	√		

Sl.	Project Name	Priority (Termwise)		
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)
132	Left Bank Revetment work from erosion of Ganges River in Charghat and Bagha upazila of Rajshahi district.	√		
133	Bank protection of Arjuna area in Bhuapurapur upazila of Tangail district from erosion of Jamuna River.	√		
134	River Bank protection of Ulania-Govindpur Bazar from erosion of Megna River in Mehendigongj upazila under Barisal district.	√		
135	Bank Portection of Tetulia River from Bakshi Launchghat to Baburhat Launchghat in Charfashion Upazila and Dredging and Cookrie-Mukri Island Flood Control Project.	√		
136	Protection of Lordhardinge and Dholigournagar bazar from erosion of Meghna river in Lalmohon upazila under Bhola district.	√		
137	Dredging and revetment work of the rivers for protection of the affected areas on both sides of Karnaphuli and Ichhamati River and connected canals in Rangunia and Boalkhali upazilas of Chittagong district and Rangamati Hill districts.	√		
138	Left bank protection of Rajapur from erosion of Meghna River in Sarail upazila of Brahmanbaria district.	√		
139	Left bank protection of the shore’s area from Dashani to Shatla in Matlab Upazila from wave action of Meghna River of Chadpur district.	√		
140	Restoration and Bank protection of Tungipara Khal Project.	√		
141	Coxbazar town protection Project.	√		
142	Padma right bank protection and dredging in Charvodra upazila under Faridpur district.	√		
143	Bank revetment work of Jamuneshwari river, Ghaghot river & Korkota river in Mithapukur, Pirgacha, Pirgonj & Rangpur Sadar under Rangpur district.	√		
144	Right bank revetment work of Jamuna river at Munshiganj to khanpur & Kazirhat to Rajdhordia in Bera upazila under Pabna district.	√		
145	Protection of Rustompur and Noluya adjacent to proposed cantonment area from erosion of Surma River in Sadar & Gopalgonj upazila under Sylhet district.	√		
146	Padma left bank revetment work of Majhirchar-Narish bazar-Moksedpur in Dohar upazila under Dhaka district.	√		
147	Protection of different areas from erosion of Atrai and Nagar River in Pourashova under Natore district.	√		
148	River bank protection and dredging of Arial Khan under Faridpur district.	√		
149	Protection and development of Kuakata sea beach.	√		

Sl.	Project Name	Priority (Termwise)		
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)
150	River bank protection of different area from continuous erosion of Atrai River in Khansama upazila under Dinajpur district.	√		
151	River bank protection of office of Mongla Port authority in Khulna town, residential area, Rujvelt Jetty and House of Khulna Divisional Commission, District Commissioner, Police Super & District Judge from erosion of Bhoirov/Rupsha River.	√		
152	Flood control Project in Kazirhat & Satbaria area including Padma left river bank protection of different area in Sujanagar upazila under Pabna district.	√		
153	Jamuna left bank protection of upstream & downstream of Paturia Ghat as well adjacent areas.	√		
154	Revetment work for protection of Bir Shrestha Munshi Abdur Rouf Memorial Museum’s connecting road from erosion of Madhumoti River and dredging Project.	√		
155	Renovation and rehabilitation of damaged river bank protective work along left bank of Meghna River in Sadar and Haimchar upazila under Chadpur district.	√		
156	River bank protection at 27 different places of Old Dhaleshwari and Kaligonga River and total 38.00km dredging work of Old Dhaleshwari river under Manikgonj district.	√		
157	Revetment work from KM 35.420 to KM 36.095 = 675.00 m of Burigonga Left bank for protection of Postogola Cantonment in Dhaka South City Corporation under Dhaka district.	√		
158	Jamuna right bank protection with rehabilitation of Crossbar, Spur & Revetment work located at Jamuna right bank in Sonatola, Sariakandi & Dhanut upazila under Bogra district.	√		
159	Right bank protection of Nanggolmora & Jogotjibonpur area from erosion of Feni River in Sadar & Chagolnaiya upazila under Feni district.	√		
160	Protection of Rajshahi City from erosion of Padma River with improvement of flood control & drainage system.	√		
161	Rehabilitation of damaged BWDB’s infrastructure by hit of cyclone Aila in coastal area.	√		
162	Revetment work of Kalirchar & Mollarhat adjacent area from erosion of Rohmotkhali Khal & Dakatiya River in Sadar & Raipur upazilas under Lakshmipur district.	√		
F	**Rehabilitation of Coastal Polders**			
163	Rehabilitation of Polder 59/3C in Noakhali district.	√		
164	Rehabilitation of Polder 63/1A Anowara and 63/1B Anowara & Patiaya).	√		
165	Rehabilitation of Polder 64 in Bashkhali upazila.	√		

Sl.	Project Name	Priority (Termwise)		
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)
166	Rehabilitation of Polder 64/2A in Puichori union and drainage in Bashkhali upazila under Chittagaon district.	√		
167	Imprvement of Polder 65 in Cox's Bazar district.		√	
168	Rehabilitation and climate proofing Polders in coastal area.	√	√	√
169	Rehabilitation of Polder 66 Cox's Bazar district.		√	
170	Rehabilitation of Polder 67/A, 67, 67/B & 68 along Naf river of Ukhiya and Teknaf upazila under Coxbazar district for security improvement of Bangladesh-Myanmer Border.		√	
171	Rehabilitation of Polder 61/1 in Sitakundu upazila.	√		
172	Rehabilitation of Polder 61/2 in Miresarai upazila.	√		
173	Rehabilitation of Polder 62 in Patenga upazila.	√		
174	Disaster Risk reduction enhencement Project.	√		
175	Improvement of Water Management Infrastructure of Damaged Polders under Chittagong-Cox's Bazar District Project.	√		
176	Conservation of Sweet Water in the Canals for Irrigation in Coastal Polders in Barguna District by Re- excavation of Canals & Maintenance of Reguletors.	√		
177	Rehabilitation of Polder 72 in Sandwip upazila by slope protection work for protecting erosion area under Chittagaon district.	√		
178	Construction of polder around Char Algi Union of Goforgao upazila under Mymensingh district.	√		
179	Rehabilitation of polder 1, 2 & 3 of Satla Bagda Project under Barisal district.	√		
180	Construction of flood control embankment and infrastructure under polder 55/2G in Baufol upazila of Patuakhali district.	√		
181	Rehabilitation of Polder-3 of Satkhira district.	√		
182	Rehabilitation of polder 73/1 & 73/2 in Haitya upazila under Noakhali district damaged by occurred cyclone/high tide due to climate change in different times.	√		
183	Sea Dyke protection of polder 46 near Kuyakata in Kolapara upazila under Patuakhali district.	√		
184	Drainage system improvement Project of polder 1, 2, 6-8 & 6-8(ext.) in Satkhira district.	√		
185	Construction of Regulators over Mohesh khal and Kumar khal in Chittagong to prevent tidal flood and to eliminate drainage congestion in Polder-62.	√		
186	Super dyke Construction Project at Gohira of Anowara under Chittagong District in connection with Bangladesh Economic zone (EZ).	√		

Sl.	Project Name	Priority (Termwise)		
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)
G	**Haor Rehabilitation Projects**			
187	Pre-monsoon Flood Protection and Drainage Rehabilitation in Haor Areas.	√		
188	Flood Management in Haor Areas.			√
189	Village Protection against Wave Action in Haor Area and Improved Water Management in Haor Basins.	√	√	
190	River Dredging and Development of Settlement in Haor Areas.		√	√
191	Development of Early Warning System for Flash Flood Prone Areas in Haor and Dissemination to Community Level.	√	√	
192	Monitoring of Rivers in Haor Area.	√	√	
193	Expansion of irrigation through utilization of surface water by double lifting in haor area.	√	√	
194	Minor Irrigation by low lift pumps Project.	√	√	
195	Investigation and expansion of ground water irrigation.	√		
196	Development and Construction of Innovative Fishpass/Fish Friendly Structures.	√	√	
197	Elevated Village Platforms for the Haor Areas.	√	√	
198	Sustainable Haor Wetland/Rivers and Fish Habitat Management.		√	√
199	Borni Baor Development Project (phase-II).	√		
H	**Others Projects**			
200	ICT Based Institutional Development and Capacity Building of Agencies under MoWR	√		
201	Connecting all working field divisions including training Institute with central data network of BWDB for online monitoring and management	√		
202	Development of consiolidated MIS reporting and online monitoring of BWDB's programmes	√		
203	Strengthening of Hydrological Monitoring and Forecasting and Institutional Capacity	√		
204	Impact study of the interventions of transboundary river system	√		
205	Morphological Dynamics of Meghna Estuary for Sustainable Char Development	√	√	√
206	Development of WMOs and Participatory Scheme Management Model, with Cost Recovery for Operation and Maintanence.	√		
207	Dynamic Climate Smart Knowledge Portal and Hydro-geological Database for MoWR and BWDB	√		
208	Expansion and Modernization of Netwrok & Tools for Groundwater Monitoring Including National Coordination Mechanism	√		

Sl.	Project Name	Priority (Termwise)		
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)
209	Procurement of land based and Barge Directorate of Mechanical Equipment Project.	√		
210	Procurement of 25 Nos. Dredgers with Ancillary Equipment and Accessories for Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh.	√		
211	Procurement of 10 Dredgers with Ancillary Equipment and Accessories for Capital Dredging and Sustainable River Management of Small Rivers and Canals in Bangladesh.	√		
212	Construction of residential buildings with other structures of BWDB's own compound in Dhaka.	√		

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রুটিন কার্যক্রম

সেচ, সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম

২০১৬-২০১৭ সালের সেচ কার্যক্রম ও অগ্রগতি

২০১৬-১৭ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি মৌসুমে ২৩.৬২ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল ও ১০.৫৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জুন ২০১৭, পর্যন্ত ২২.৯৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল আবাদ ও ৯.৫৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

২০১৬-২০১৭ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপ

(হেক্টর)

ক্রঃ	জোন	প্রকল্পের সংখ্যা	আওতাভুক্ত এলাকা	সেচযোগ্য এলাকা	ফসল		সেচ		নীট সেচকৃত জমি	
					লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	১৮	১৭১৩৯৩	১১৯৩৩২	৩৫৬৫৯১	৩৫৩৪৬৪	২২৮৫১১	১৩৮৫৪৯	১১০৩৬৫	৯৮৩৫৭
২।	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	৯	১৫৮২৫২	১০১৩৪১	২৬০৭১৭	২৫৩৮৩৩	১৫৮০২৬	১৬২২৯৮	৮২০৩৯	৮৭৮৭০
৩।	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৬	১৩৩০১৮	১০২৬২৭	২৭২৭৩৭	২৪৯১৬৩	৯০৬৪২	৯১১৬৭	৬১০৭১	৭০০৬৪
৪।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৪	১৫৩৪৩৫	১০৪৪৩৭	২৮৯৮৭৪	২৭৪৭১৫	১৭৭৮২৪	১৬৬৬০০	১০৩৮৭০	৯৯৫২৫
৫।	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	৬	৪৯৩০১১	১৫৪৬৬৪	৪৭৩৮২০	৪৭২১৫০	১০১৩১০	১০১৪১০	৮১৯১০	৮২০১০
৬।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	৫০	২৪২৪৯৮	১৭১৪২৭	৩৫২৬৩২	৩৫১৫৫১	১৬৮৫৪০	১৭০৭২৫	১৬৭৯৭৮	১৭০৩৯৫
৭।	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৬	১৪২৫০৮	৬৩৯৯৪	১৬০৬৮৫	১৪৬৯৪৭	৭২৫৭০	৬৬৭৭৬	৫১১২০	৪৫৬৭০
৮।	উত্তর-পুর্বাঞ্চাল, সিলেট	১	৬২৬৭২	৩৬৬৪৬	৭৮৬০৪	৭৮৫৫২	২৬৫৯১	২৬৫৮৯	২৬৫৯১	২৬৫৮৯
৯।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	১৭	৬৯৯৪৪	৪৩৭০৮	১১৬৬২৫	১১৪৩৪৮	৩৫৩৫০	৩৩৬১৩	৩৫৩৫০	৩৩৬১৩
	সর্বমোট	১১৯	১৬২৬৭২৮	৮৯৮১৭৬	২৩৬২২৮৫	২২৯৪৭২৩	১০৫৯৩৬৪	৯৫৭৭২৭	৭২০২৯৪	৭১৪০৯৩

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় অগ্রগতি

বাপাউবোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প সমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে । সেচ প্রকল্পসমূহে আধুনিক কৃষি ও শস্য উৎপাদনে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (পানি ব্যবস্থাপনা দল, পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন, পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন) এর মাধ্যমে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও

যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতঃ কৃষকের জমিতে সেচ প্রদান করা হয়। সেচের পানি সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সাপেক্ষ্যে সরকার সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কৃষি জমির উপর সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্যকরণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এতদুদ্দেশ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৩ সালে 'সেচ সার্ভিস চার্জ আরোপ ও আদায় প্রবিধানমালা, ২০০৩ (৩১ মে ২০০৫ পর্যন্ত সংশোধিত) [(এস, আর, ও নং-২৮৪ আইন/২০০৩) (এস, আর, ও নং-১২৮/আইন/২০০৫)]' নামে একটি প্রবিধানমালা জারী করা হয়। উক্ত প্রবিধানমালা অনুযায়ী বাপাউবো'র সেচ প্রকল্পের ভৌগলিক অবস্থান, বৈশিষ্ট্য এবং ফসল ভিত্তিক সেচের পানির চাহিদা ইত্যাদি বিবেচনা করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ফসলের বিভিন্ন মৌসুমে (খরিফ-২, রবি ও খরিফ-১) সেচ সার্ভিস চার্জ এর হার অনুমোদন করা হয়। তদানুযায়ী সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় করা হচ্ছে । এ প্রবিধানে সেচ প্রকল্পের উপকৃত কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের দায়িত্বসহ আদায়কৃত অর্থ সুবিধাভোগী সংগঠনের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় নির্বাহ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । এর ফলে সরকার কর্তৃক বিপুল অর্থে সমাপ্ত প্রকল্পের নিজস্ব মালিকানাবোধ সৃষ্টি, সেচের পানির অপচয়রোধ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুষম বন্টনের মাধ্যমে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য সমুন্নত এবং সুষ্ঠু পরিচালনা ও টেকসই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে । বাপাউবো'র সেচ প্রকল্পসমূহে ২০০১-২০০২ হতে সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্যের পরিমাণ ৩৬.১০ লক্ষ টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ৩১.৮১ লক্ষ টাকা।

২০১৬-২০১৭ সালের সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়
১।	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প	৮.০০০	৫.৭৯০
		চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৪.৫০০	৩.৭৩০
		সুন্দলপুর সেচ প্রকল্প	০.২০০	০.০০০
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প	২.৩০০	১.৫২০
৩।	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	২.০০০	১.০১০
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১২.০০০	১২.৫৬৫
		টাঙ্গন বাঁধ প্রকল্প	০.১০০	০.১৫৮
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্জল, ঢাকা	এন. এন. আই. পি. (ব্লক এ-১)	০.০০০	০.০২০
৬।	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	জি-কে সেচ প্রকল্প	৭.০০০	৭.০২০
মোট		**১২ টি প্রকল্প**	**৩৬.১০০**	**৩১.৮১৩**

জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম

নদীমাতৃক বাংলাদেশের জীবনধারা পানির ভিত্তিতেই গঠিত। পরিবেশগত ও গুণগত মানে পানির সহজপ্রাপ্যতা একটি মৌলিক নাগরিক অধিকার এবং তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা। এ উপলব্ধি থেকেই ১৯৯৯ সালের জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক "জাতীয় পানি নীতি" ঘোষণা করা হয়। পানি ব্যবস্থাপনায় স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ, উন্নয়ন, পরিবেশ সর্ম্পকে সচেতনতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি, পানি ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে স্থানীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের কার্যকর সিদ্ধান্ত প্রদানের সুযোগ সৃষ্টিসহ অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের পর্যায়ক্রমে মালিকানা প্রদান করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা (GPWM) ২০০১ সালে প্রকাশ করা হয় । পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহ গঠন, উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবীক্ষণ ও নিবন্ধন এর কাজগুলো যৌক্তিকভাবে ও ফলপ্রসূ করণের লক্ষ্যে "অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৪" সরকার কর্তৃক জারী করা হয়।

বোর্ডের প্রকল্পসমূহে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য সকল প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন করা হচ্ছে এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্থ বিভিন্ন বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG), পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA) ও পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন (WMF) নামে তিন স্তরভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (WMO) গঠন করা হচ্ছে।

উল্লিখিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহ বাপাউবো এর বিভিন্ন প্রকল্পে সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা সহ সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অবদান রাখছে। বাপাউবো কর্তৃক গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহকে সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে সংগঠনের সদস্যদেরকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে তাদেরকে টেকসই অবস্থানে নেয়ার লক্ষ্যে বাপাউবো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। "অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৪"এর আলোকে বাপাউবোর্ডের অধীনে বাস্তবায়িত প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/স্কীম ও পোল্ডারসমূহে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহের উন্নয়ন ও নিবন্ধনের প্রক্রিয়া চলমান।

পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন-নিবন্ধনের তথ্যাদি (জুন-২০১৭ পর্যন্ত)

প্রকল্পের সংখ্যা	আওতাভুক্ত এলাকা (হেঃ)	পানি ব্যবস্থাপনা দল		পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন		পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন	
		গঠন	নিবন্ধন	গঠন	নিবন্ধন	গঠন	নিবন্ধন
১৪৮	২০১২৭১৩	২২৪৩	১৮৯০	১৬২	১২২	১	-

পানি বিজ্ঞান (Hydrology) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম

পানি সম্পদ সেক্টরের সমন্বিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ভরযোগ্য পানি বিজ্ঞান উপাত্তের প্রাপ্যতা অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী. পানি বিজ্ঞান এর আওতায় ৪টি সার্কেল- ভূ-পরিষ্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল, গ্রাউন্ড ওয়াটার হাইড্রোলজি সার্কেল, রিভার মরফোলজি ও গবেষণা সার্কেল এবং প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল সমূহের মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী পানি বিজ্ঞান নেটওয়ার্কের সাহায্যে ৪০ বৎসরের অধিককাল পানি বিজ্ঞান উপাত্ত সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর সমুহ সারাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত নিম্নবর্ণিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পানি বিজ্ঞান উপাত্ত সমুহ সংগ্রহ করছে।

ক্রমিক	উপাত্তের নাম	স্টেশন সংখ্যা	মন্তব্য
১.	টাইডাল/ননটাইডাল পানি সমতল	৩৪৩	দিনে ৫ বার
২.	টাইডাল/ননটাইডাল প্রবাহ	১১৮	দৈনিক/সাপ্তহিক/পাক্ষিক
৩.	ভূ-পরিষ্থ পানির গুণাগুণ	১৮	মাসিক
৪.	লবণাক্ততা	১০০	দৈনিক/সাপ্তহিক/পাক্ষিক
৫.	পলি প্রবাহ	২৬	সাপ্তহিক/পাক্ষিক
৬.	বারিপাত	২৬৯	দৈনিক
৭.	আবহাওয়া	৩	দৈনিক
৮.	বাষ্পায়ন	৩৯	দৈনিক
৯.	মরফোলজিক্যাল ক্রস সেকশন	১৮৫২	বাৎসরিক
১০.	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল	১৯২৮	সাপ্তাহিক
১১.	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল	২০	দৈনিক
১২.	ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ	৭৫০	বাৎসরিক (শুষ্ক ও বর্ষা মৌসুমে)
১৩.	এক্যুইফার বৈশিষ্ট্য	৩১৭	
১৪.	বোরহোল লিথলজি	১১৬৬	

ভূ-পরিষ্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রমের মধ্যে ভূ-পরিষ্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের আওতায় উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভূ-পরিষ্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের অধীনে মাঠ পর্যায়ে ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর ও পাবনায় অবস্থিত ৪টি পরিমাপ বিভাগের মাধ্যমে ভূ-পরিষ্থ পানি বিজ্ঞানের সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিভাগসমূহের আওতায় ১৩টি উপ-বিভাগ এবং ৩৯টি শাখা অফিসের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন নদ-নদীর পানি সমতল, প্রবাহ পরিমাপ, পলল/পলি নমুনা, পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ, বারিপাত, বাষ্পায়ন এবং আবহাওয়া-তত্ত্ব বিষয়ক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরে বর্ণিত পরিমাপ বিভাগগুলোর মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত প্রায় ১৬০টি নদীতে ৩৪৪টি পানি সমতল গেজ স্টেশন, ১১২টি নদীর ১১৯টি প্রবাহ পরিমাপ স্টেশনের মাধ্যমে ২৯৮৮টি প্রবাহ পরিমাপ কাজ, ২টি ঘন-প্রবাহ পরিমাপ স্টেশন, ১৬টি পলল/পলি নমুনা সংগ্রহ স্টেশন, ১৮টি পানির গুণাগুণ পরিমাপ স্টেশন, ১০০টি স্থির এবং ৬৬টি গতিশীল স্টেশনের মাধ্যমে পানির লবণাক্ততা পরিমাপ, ২৬৯টি বারিপাত পরিমাপ স্টেশন, ৩৯টি বাষ্পায়ন পরিমাপ স্টেশন এবং ৩টি আবহাওয়া তত্ত্ব স্টেশনের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

এ ছাড়া গঙ্গা সমীক্ষা জরীপ কাজের আওতায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মধুমতি, নবগঙ্গা ও রূপসা-পশুর নদীতে ৩টি স্টেশনে নভেম্বর হইতে জুন পর্যন্ত ৮ মাস প্রতি মাসে ০২ (দুই) দিন প্রতি ঘন্টা অন্তর (সকাল ৬ঃ০০ ঘটিকা হতে রাত ৮ঃ০০ ঘটিকা পর্যন্ত) টাইডাল প্রবাহ পরিমাপ করা হয়। কুমিল্লা ও ফরিদপুর পরিমাপ বিভাগের আওতায় দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীসমূহের ১০০টি স্থির স্টেশনের মাধ্যমে নভেম্বর হতে জুন পর্যন্ত ৮ মাস, প্রতিমাসে ০৪ (চার) দিন, দিনে ০২ বার এবং ফরিদপুর পরিমাপ বিভাগের আওতায় ৬৬টি গতিশীল স্টেশনে (বরদিয়া থেকে খুলনার হিরণ পয়েন্ট পর্যন্ত) জানুয়ারী মাসে লবণাক্ততা পরিমাপ করা হয়। শুষ্ক মৌসুমে যৌথ নদী কমিশনের চাহিদানুযায়ী গঙ্গা নদীতে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে ৬ মাস ও তিস্তা নদীর ডালিয়াতে ৮ মাস দৈনিক প্রবাহ পরিমাপ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। গঙ্গা নদীর হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ পর্যবেক্ষণ কমিটি কর্তৃক

জানুয়ারী হতে মে পর্যন্ত ৫ মাস যৌথভাবে প্রবাহ পরিমাপ করা হয়। ৫৭টি সীমান্ত নদীর মধ্যে ৪৮টি নদীতে ৭৩টি স্টেশনে প্রবাহ পরিমাপ করা হয়।

এ দপ্তরের আওতাধীন মোট ৩৪৪টি পানি সমতল স্টেশনের মধ্যে ৯০টি পানি সমতল স্টেশনে সকাল ৬ঃ০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৬ঃ০০ ঘটিকা পর্যন্ত মোট ৫ (পাঁচ) বারের সংগৃহীত উপাত্ত দৈনিক ০২ (দুই) বার (সকাল ৯ঃ০০ ঘটিকা ও বিকাল ৩ঃ০০ ঘটিকা) এবং ৫৯টি বারিপাত স্টেশনের ২৪ ঘন্টায় বারিপাতের পরিমাণ সকাল ৯ঃ০০ ঘটিকার সময় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হয়। উক্ত কার্যক্রম রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব বহন করে বিধায় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে সঠিকভাবে বন্যা তথ্য ও উপাত্ত প্রেরণের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মনিটরিং করতে হয়।

এক নজরে ভূ-পরিষ্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের আওতায় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের বিবরণ

ক্রমিক	উপাত্তের নাম	স্টেশন সংখ্যা	মন্তব্য
১।	পানি সমতল (Water Level)	৩৪৪	দিনে ৫ বার
২।	প্রবাহ (Discharge)	১১৯	দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৩।	ভূ-পরিষ্থ পানির গুণাগুণ (Quality)	১৮	মাসিক
৪।	লবণাক্ততা (Salinity)	১০০	দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৫।	ঘন প্রবাহ (Sediment)	২	সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৬।	বারিপাত (Rainfall)	২৬৯	দৈনিক
৭।	আবহাওয়া (Metrological)	৩	দৈনিক
৮।	বাষ্পায়ন (Evaporation)	৩৯	দৈনিক
৯।	পলল/পলি নমুনা সংগ্রহ (Float Sediment)	১৬	সাপ্তাহিক / পাক্ষিক

প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল

ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, দ্বিতীয় তলা, বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকায় একটি অত্যাধুনিক ডেটা সেন্টার/ হাইড্রোলোজিক্যাল নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে সম্পুর্ণ স্বয়ংক্রিয় ভাবে GSM পদ্ধতিতে (Mobile Network) real time data এবং মেনুয়াল data সমুহ raw data হিসেবে Acquisition server এ সংরক্ষণ করা হয় এবং পরবর্তীতে সফটওয়ার এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় ভাবে error checking করে প্রসেসকৃত ডেটা সমুহ Application server এ সংরক্ষণ করা হয়। ওয়েব সার্ভারের মাধ্যমে data availability, graphical view, user কর্তৃক data request এবং data download এর facility সমুহ সম্পূর্ণ করা হয়েছে । ডেটার নিরাপত্তার জন্য WAPDA Building এর 2nd Floor, মতিঝিলে একটি Backup server স্থাপন করা হয়েছে।

অত্র সার্কেলের অধীনস্থ নিম্নোক্ত তিনটি প্রসেসিং ব্রাঞ্চের মাধ্যমে ডাটা বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।

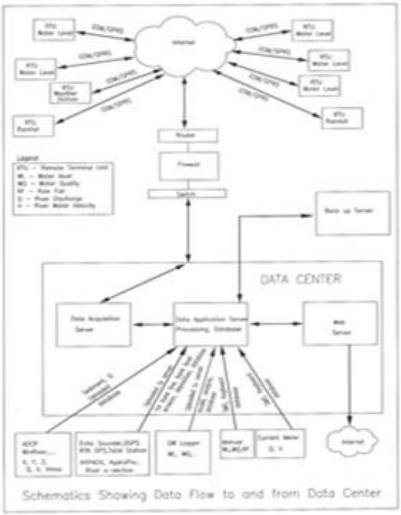
Internet
RTU Water Level
GSM/GPRS
RTU Weather Station
RTU Rainfall
Router
Firewall
Switch
Legend
Back up Server
DATA CENTER
Data Acquisition Server
Data Application Server Processing, Database
Web Server
Current Meter Q, V
Internet
Schematics Showing Data Flow to and from Data Center

হাইড্রোলোজিক্যাল নেটওয়ার্ক

ক) সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ

ভূ-পরিষ্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল কর্তৃক সংগৃহীত পানি সমতল, প্রবাহ, ভূ-পরিষ্থ পানির গুণাগুণ, লবণাক্ততা, পলি প্রবাহ, বারিপাত, আবহাওয়া এবং বাষ্পায়ন উপাত্ত সমূহের ডাটা সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চে প্রেরণ করা হয়। এ দপ্তরের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংগৃহীত সকল হাইড্রোলজিকাল তথ্য/উপাত্তগুলোর যথাযথভাবে গুণগতমান পরীক্ষা/নিরীক্ষা, মিসিং ডাটা নির্ণয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এ সকল উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়।

খ) গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ

ভূ-গর্ভষ্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল কর্তৃক সংগৃহীত ভূ-গর্ভষ্থ পানি সমতল (সাপ্তাহিক), ভূ-গর্ভষ্থ পানি সমতল (দৈনিক), ভূ-গর্ভষ্থ পানির গুণাগুণ (শুষ্ক ও বর্ষা মৌসুমে), একুইফার বৈশিষ্ট্য, বোরহোল লিথলজি উপাত্ত সমূহের ডাটা গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চে প্রেরণ

করা হয়। পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংগৃহীত সকল ভূ-গর্ভস্থ পানির তথ্য/উপাত্ত-এর যথাযথভাবে গুণগতমান পরীক্ষা/নিরীক্ষা, মিসিং ডাটা নির্ণয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এ সকল উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়।

গ) রিভার মরফোলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চ

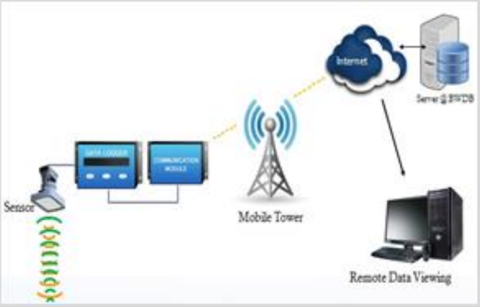
Internet
Server @ BWDB
DATA LOGGER
COMMUNICATION MODULE
Sensor
Mobile Tower
Remote Data Viewing

স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ডেটা কালেকশন

রিভার মরফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেল কর্তৃক সংগৃহীত মরফোলজিক্যাল ক্রস সেকশন (Bathymetric Survey) উপাত্ত এর ডাটা রিভার মরফলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চে প্রেরণ করা হয়। এ দপ্তরের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংগ্রহকৃত উক্ত হাইড্রোলজিকাল তথ্য/উপাত্ত এর যথাযথভাবে গুণগতমান পরীক্ষা/নিরীক্ষা, মিসিং ডাটা নির্ণয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এ সকল উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়।

বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়নের জন্য এ সকল তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে বৈশ্বিক জলবায়ু ও আবহাওয়া পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট উপাত্ত যথাযথভাবে প্রক্রিয়াকরণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এ সকল তথ্য বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাদের প্রকল্পের কাজে/দেশের উন্নয়নমূলক কাজে অথবা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করে থাকে এবং দেশী বিদেশী অনেক সংস্থা, গবেষণামূলক কাজে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের শিক্ষামূলক কাজে উক্ত তথ্য/উপাত্ত ব্যবহার করে থাকে। তদুপরি সংগ্রহকৃত সকল তথ্য/উপাত্ত সমূহ দেশের পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বর্তমানে বাংলাদেশের ১৯ টি জেলার বিভিন্ন স্থানে ২৯ টি Auto Real Time Data Acquisition System (ARTDAS) Station এবং ১ টি Automatic Weather Station স্থাপিত আছে। উক্ত স্টেশন সমূহের Real Time Data সরাসরি মোবাইল ডাটার মাধ্যমে প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর সার্ভারে গৃহীত হওয়ার পর প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। উপরোক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে বাপাউবো-র Hydrological Data collection পদ্ধতি আধুনিকায়ন হয়েছে যার মাধ্যমে বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস, সতর্কীকরণ ব্যবস্থা আরও উন্নত হয়েছে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কার্যক্রম

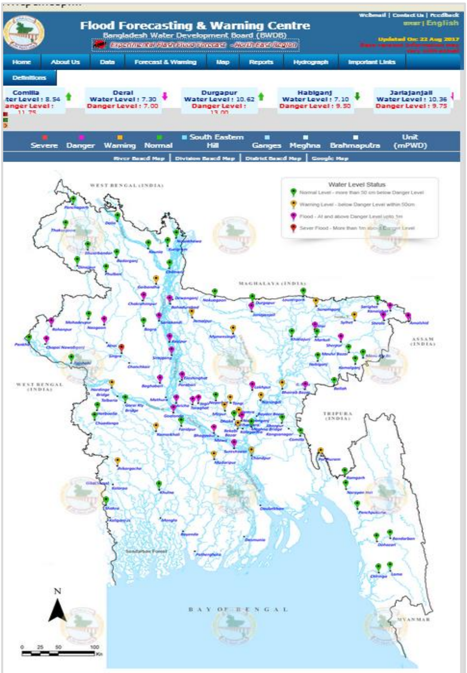
Flood Forecasting & Warning Centre
Bangladesh Water Development Board (BWDB)
Experimental Flash Flood Forecast - North East Region
Webmail | Contact Us | Feedback
English
Home
About Us
Data
Forecast & Warning
Map
Reports
Hydrograph
Important Links
Definitions
Comilla
Deral Water Level : 7.30 Danger Level : 7.00
Durgapur Water Level : 10.62 Danger Level :
Habiganj Water Level : 7.10 Danger Level : 9.50
Jarlajanjail Water Level : 10.36 Danger Level : 9.75
Severe
Danger
Warning
Normal
South Eastern Hill
Ganges
Meghna
Brahmaputra
Unit (mPWD)
River Based Map | Division Based Map | District Based Map | Google Map
Water Level Status
WEST BENGAL (INDIA)
MEGHALAYA (INDIA)
ASSAM (INDIA)
TRIPURA (INDIA)
BAY OF BENGAL
MYANMAR
N

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC) বন্যা বিষয়ক জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে নিয়োজিত। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে (মে–অক্টোবর) "বন্যা তথ্য কেন্দ্র" সাপ্তাহিক এবং সকল ছুটির দিনসহ প্রতিদিন খোলা থাকে এবং দেশের অভ্যন্তরের এবং উজানের বৃষ্টিপাত, নদ-নদী সমূহের পানি সমতল এবং গাণিতিক মডেল ভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস প্রণয়ন ও প্রচার করে থাকে।

গাণিতিক মডেল ভিত্তিক নির্ভরযোগ্য বন্যা পূর্বাভাস প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক টেলিফোন, ফ্যাক্স, লবি ডিসপ্লে, ই-মেইল, SMS, ভয়েস মেসেজ, বাংলা ও ইংরেজীতে ওয়েব সাইট (www.ffwc.gov.bd), Interactive Voice Response (IVR) পদ্ধতি ব্যবহার করে মোবাইল ফোন (১০৯০ নাম্বারে কল করে ৫ চেপে বাংলায় বন্যা বার্তা শোনা যায়) ইত্যাদির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রচার মাধ্যম, NGO, উন্নয়ন সহযোগী, স্থানীয় প্রশাসন, জেলা-উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইত্যাদি সকল পর্যায়ে নিয়মিত বিতরণ/প্রেরণ করা হয়।

উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে জুন/২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৯টি নদ-নদীর ৫৪টি স্থানে সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক ৫ (পাঁচ) দিনের আগাম পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রচলন করা হয়েছে।

২০০৫-০৭ খ্রিঃ মেয়াদে USAID-এর সহায়তায় ১৮টি স্থানে গাণিতিক মডেলভিত্তিক ১০ দিনের আগাম সম্ভাব্য বন্যা পূর্বাভাস পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয় এবং ২০১৪ খ্রিঃ হতে RIMES-এর কারিগরী সহায়তায় এ পদ্ধতি ৩৮টি স্থানে সম্প্রসারণ করা হয়। আগস্ট/২০১৩ হতে (ক) ঢাকা মাওয়া রাস্তা (খ) Brahmaputra Right Embankment (BRE) (গ) পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের বাঁধ এবং (ঘ) মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের বাঁধ বরাবর দৈনিক পানিসমতল এবং গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে পরবর্তী ৫(পাঁচ) দিন পর্যন্ত দৈনিক পানি সমতল পূর্বাভাস প্রোফাইল নির্ণয় করে তা প্রচার করা হয়। জুন/২০১৫ হতে ভয়েস কলের পরিবর্তে মোবাইল ফোনে SMS ভিত্তিক ডিজিটাল তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে গেজ পয়েন্ট হতে গেজ পাঠকগণ নির্দিষ্ট ফরমেটে SMS করে FFWC-তে নিয়মিত তথ্য প্রেরণ করেন এবং বন্যা তথ্য আদান-প্রদানে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হওয়ায় ভুল কম হচ্ছে, সময় কম লাগছে, খরচ হ্রাস পেয়েছে এবং সর্বোপরি তথ্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

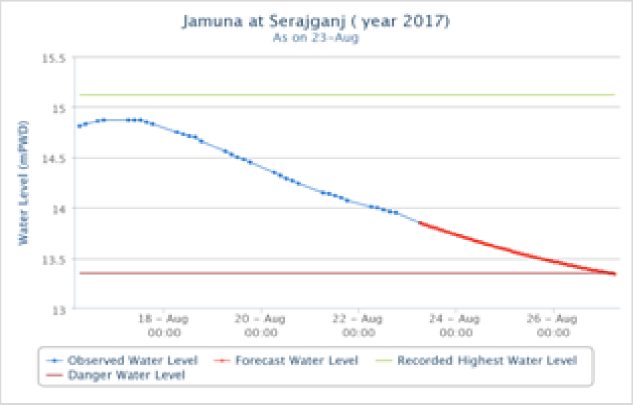

৫ দিনের বন্যা পূর্বাভাসের পানিসমতল লেখচিত্র
ষ্টেশন: যমুনা নদী সিরাজগঞ্জ পয়েন্ট

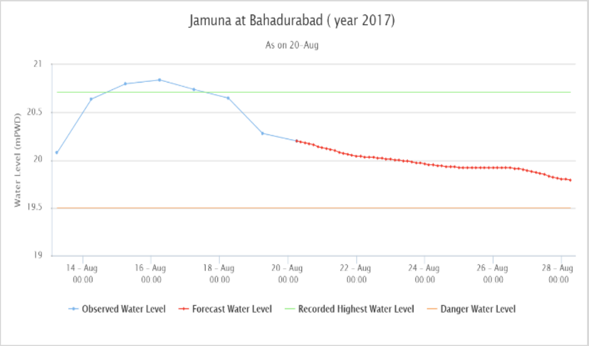

স্যাটেলাইট ভিত্তিক ৮ দিনের পূর্বাভাসের পানিসমতল
ষ্টেশন: যমুনা নদী জামালপুরের বাহাদুরাবাদ পয়েন্ট

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক মহাকাশ গবেষণা সংস্থা NASA হতে Jason স্যাটেলাইটের Altimeter Data বিনামূল্যে ডাউনলোড পূর্বক তা ব্যবহার করে জুলাই ২০১৪ খ্রিঃ হতে যমুনা ও পদ্মা নদীর ৯টি স্থানে ৮ দিনের আগাম বন্যা পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হয়েছে। তারই ধারা বাহিকতায় Jason-3 Jason স্যাটেলাইটের Altimeter Data ব্যবহার পূর্বের ন্যায় আগাম বন্যা পূর্বাভাস দেয়ার প্রচলন অব্যাহত আছে। এই গবেষণা কার্যক্রমে SERVIR programme NASA, University of Washington, Seattle, USA এবং IWM-ঢাকা কারিগরী সহায়তা প্রদান করেছে, এতে বাংলাদেশ সরকারের কোন আর্থিক সংশ্লিষ্টতা নেই। FFWC-র বিদ্যমান কারিগরী জনবল এই পদ্ধতিতে ৮-দিনের বন্যা পূর্বাভাস দেয়ার সক্ষমতা অর্জন করেছে। জুলাই ২০১৭ এ USAID-এর আর্থিক সহায়তায় University of Washington ও IWM-ঢাকা কারিগরী সহায়তায় দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় দেশের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার সাথে জড়িত Professional-দের নিয়ে "Regional Training Program for Scaling up of Satellite-Assisted Flood Forecasting Systems in South and Southeast Asian Nations” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, কম্বোডিয়ার বন্যা ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত Professional-দের বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থাসহ সার্বিক বন্যা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়।

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এপ্রিল-মে মাসের আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী/দাতা সংস্থা IFAD এর অনুদান সহায়তাপুষ্ট স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) অধীনে বাস্তবায়নাধীন Haor Infrastructure Livelihood Improvement Project (HILIP) প্রকল্পের Climate Adaptation and Livelihood Protection (CALIP) component-এর আওতায় Development of Early Warning System of Flash Flood in the North Eastern Region of Bangladesh শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে । বর্তমানের ১১ টি স্থানের আকস্মিক বন্যার পূর্বাভাসের সাথে আরো ১৩ টি স্থানের অর্থাৎ মোট ২৪ টি স্থানে আকস্মিক বন্যার পূর্বাভাস প্রদান করা হবে এবং এপ্রিল-মে মাসের নদ-নদীর অবস্থা ও আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করার জন্য একটি ওয়েভ বেইজড ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ।

দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বন্যা ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িতদের প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

রিভার মর্‌ফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেল

রিভার মর্‌ফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেলের অধিনে কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহ মর্‌ফলজি বিভাগ এবং ঢাকা ম্যাপিং সেল (বিভাগ) কর্তৃক দেশব্যাপী বর্তমানে বিদ্যমান মোট ৪০৫ টি নদীর মধ্যে প্রধান প্রধান এবং ঢাকার চতুর্দিকের সকল নদীসহ গুরুত্বপূর্ণ ১৭০ টি নদীর ১৯২৮ টি ক্রস সেকশনে পর্যায়ক্রমে ব্যাথিমেট্রিক সার্ভে (প্রস্থচ্ছেদ জরীপ) সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। প্রতি বছর ১১ টি নদী, দুই বছর পরপর ১৭ টি নদী, তিন বছর পরপর ৪২ টি নদী, চার বছর পরপর ৪১ টি নদী এবং পাঁচ বছর পরপর ৫৯ টি নদীর প্রস্থচ্ছেদ জরীপ করা হয়। নদীর প্রস্থচ্ছেদ জরীপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীর ইরোশন/ডিপোজিশন, নদীর ব্যাঙ্ক লাইন শিফটিং ও নদীর থলওয়েগ ও গতিপথ নির্ণয়ক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এ সকল জরীপ উপাত্তসমূহ জিওরেফারেন্সিং, ভেলিডেশন, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, সংরক্ষণ এবং ডিজাইন,প্ল্যানিং ও রিসার্চ এর চাহিদা মোতাবেক সরবরাহের জন্য প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, বাপাউবো, ৭২, গ্রীনরোড, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। রিভার মর্‌ফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেলের অধিন্যস্থ তিনটি বিভাগ কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মোট ৪৪ টি নদীর ৬০০ টি প্রস্থচ্ছেদ জরীপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের মাধ্যমে সুদীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশী সময় ধরে ভূ-গর্ভস্থ পানির অনুসন্ধান, সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কার্য্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের রয়েছে দেশব্যপী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক। দেশব্যাপী ১৯৫৮ টি পর্যবেক্ষণ কূপের সমন্বয়ে গড়ে উঠা নেটওয়ার্ক থেকে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ১২৫০ টি কূপ হতে পাঁচ দশকের অধিক সময় ধরে উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। তদুপরি ১১৭ টি পর্যবেক্ষণ কূপের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির নমুনা সংগ্রহ ও রাসায়নিক মান (আর্সেনিকের পরিমাণ, লবণাক্ততা ইত্যাদি) নির্ণয় করা হয়। উপকূলীয় অঞ্চলে সুপেয় ও নিরাপদ পানি প্রাপ্তির সংকট বিবেচনায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এর আর্থিক সহযোগীতায় উপকূলবর্তী এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণগত ও পরিমাণগত অনুসন্ধানসহ ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তরে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং এর বর্তমান ও ভবিষ্যত বিস্তৃতি মূল্যায়নে সম্প্রতি 'জলবায়ূ পরিবর্তন জনিত কারণে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তরে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণে স্থায়ী পর্য্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও গাণিতিক মডেল সমীক্ষা' প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

মাঠ পর্যায়ে ভূ-গর্ভস্থ পানি নমুনা সংগ্রহ ও এক্যুইফার পাম্প টেস্ট হতে উপাত্ত সংগ্রহের চিত্র

জানুয়ারী ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ সময়কালে বাস্তবায়িত উক্ত প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় ১৯টি জেলার প্রায় সকল উপজেলায় ভূগর্ভস্থ পানি তথা পানি সম্পদের পর্যবেক্ষণ ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারে পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে স্থায়ী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় সর্বোচ্চ ৩৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত ৬৩৩ টি পর্যবেক্ষণ কূপ স্থাপন করতঃ প্রকল্প মেয়াদে পানি সমতল উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে যা অব্যাহত রাখতে প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সিসিটিএফ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ১২৩ টি কূপ হতে পানি সংগ্রহ করতঃ পূর্ববর্তী ১১৭ টি কূপের ন্যায় প্রতি বৎসর শুষ্ক ও বর্ষা মৌসুমে এবং অবশিষ্ট ৫১০ টি কূপ হতে প্রতি দুই বৎসর অন্তর পানির রাসায়নিক মান নির্ণয়ে প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের অর্থায়নে এ দপ্তরের অধীনে পানির নমুনা সংগ্রহ এবং পানির গুণাগুণ বিশ্লেষণের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় সহ একটি ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তরসমূহের পানি ধারণ ও পরিবাহী গুণাগুণ নির্ণয়ের জন্য Aquifer Pump Test ও Slug Test সহ বিভিন্ন সমীক্ষা কার্যক্রমও পরিচালনা করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩০০ মিটার গভীরতায় সুপেয় ও নিরাপদ পানিস্তরে স্থাপিত ৪৩ টি পর্যবেক্ষণ কূপ সমীক্ষা শেষে এলাকাবাসীর ব্যবহারকল্পে উন্মুক্ত করা হয়েছে যেগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে ঐসকল এলাকার বিপুল জনগোষ্ঠী উপকৃত হচ্ছে।

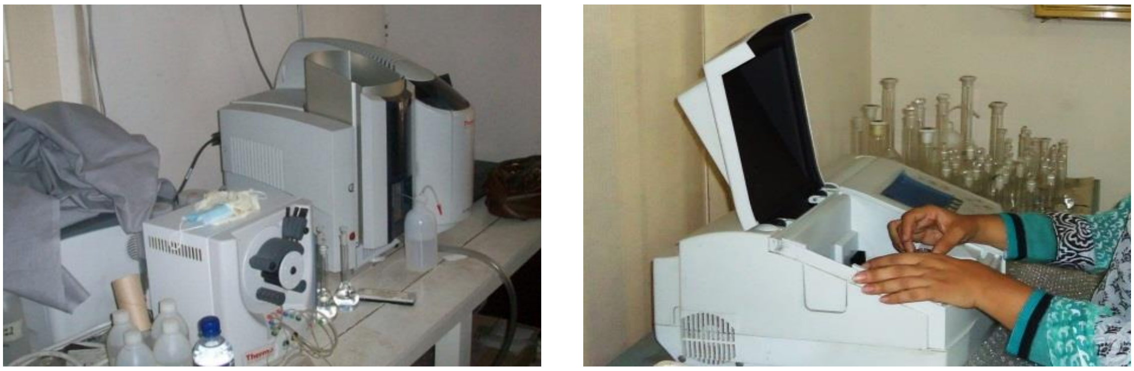

প্রকল্পের আওতায় পানি নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য সংগৃহীত Atomic Absorption Spectrometer এবং UV-VIS Spectro-Photometer

বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানির ক্রমবর্ধমান উত্তোলন ও চাহিদার প্রেক্ষিতে পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক ও বিজ্ঞান সম্মত ব্যবহারের বিষয়সমূহ বিবেচনা করতঃ পানিসম্পদের সম্পূরক (Conjunctive) উন্নয়নে সমীক্ষা, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ জরুরী। ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের আওতায় দেশব্যাপী স্থাপিত পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক হতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত পানীয়, গৃহস্থালী, শিল্প-কারখানা ও কৃষিজ সেচকাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির যথাযথ, সম্পূরক ও টেকসই ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনায় অধিকতর গুরুত্বের সাথে কাজে লাগানো যেতে পারে। তবে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যমান নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত কাঠামোর উন্নয়নও জরুরী।

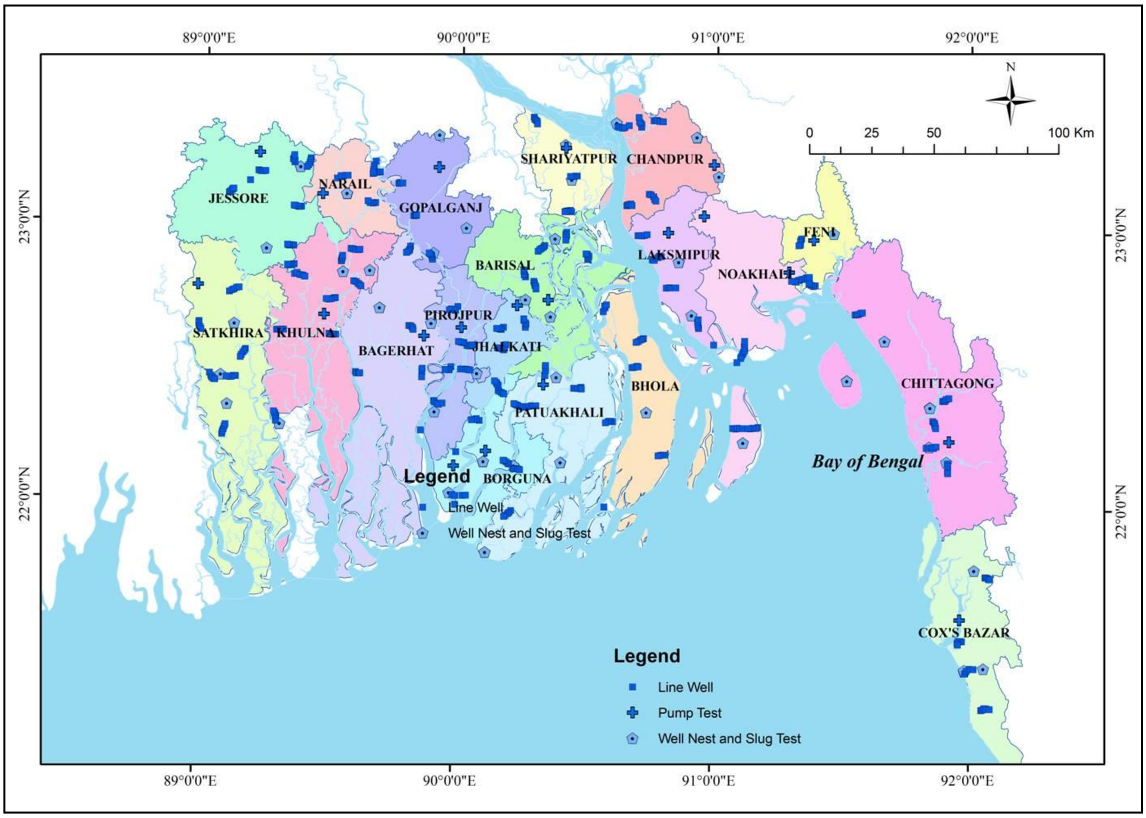
89°0'0"E
90°0'0"E
91°0'0"E
92°0'0"E
23°0'0"N
22°0'0"N
N
0 25 50 100 Km
JESSORE
NARAIL
GOPALGANJ
SHARIYATPUR
CHANDPUR
LAKSMIPUR
NOAKHALI
FENI
BARISAL
PIROJPUR
JHALKATI
SATKHIRA
KHULNA
BAGERHAT
BHOLA
PATUAKHALI
BORGUNA
CHITTAGONG
COX'S BAZAR
Bay of Bengal
Legend
Line Well
Pump Test
Well Nest and Slug Test

বিসিসিটি প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় ১৯টি জেলায় ৩৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত স্থাপিত ভূ-গর্ভস্থ পানির পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্কের মানচিত্র

ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের অনুসন্ধান, উন্নয়ন, সমীক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রমের পাশাপাশি পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিবিধ দপ্তরের আওতাধীনে গৃহীত হাইড্রোলিক/ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রাকচার নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ভূ-গর্ভস্থ মৃত্তিকা অনুসন্ধান কার্যক্রম এ পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ড বহির্ভূত বিবিধ প্রতিষ্ঠানকেও ডিপোজিট কার্যক্রমের আওতায় এ পরিদপ্তর প্রয়োজনীয় সেবা ও সহায়তা প্রদান করে থাকে।

ছক: ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের আওতায় অদ্যাবধি সম্পাদিত কর্মকান্ডের তালিকা

ক্রমিক নং	উপাত্তের নাম ও স্টেশন	সংখ্যা
১	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (সাপ্তাহিক)	১৯৩৮ টি কূপ
২	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (দৈনিক)	২০ টি কূপ
৩	ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ	৭৫৯ টি কূপ
৪	এক্যুইফার পাম্প টেস্ট	৩২৭ টি
৫	বোরহোল লিথলজি (খননকৃত পরীক্ষণীয় কূপ হতে)	১২৩৪ টি

ড্রেজার পরিদপ্তরের কার্যক্রম

নদ-নদীর নাব্যতা রক্ষাকল্পে বৃটিশ আমল হতেই এ উপমহাদেশে (বাংলাদেশ) ড্রেজার ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাপাউবো'র সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভূক্তির পর থেকে ড্রেজার পরিদপ্তর No profit No loss ভিত্তিতে স্ব-আয়ে পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৫৬.৬৭ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পাদন করে পরদিপ্তরের আয় হয় প্রায় ৬৩.৬৯ কোটি টাকা এবং ড্রেজিং কাজের জ্বালানী ও আনুষঙ্গিক ব্যয় সহ পরিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি পরিশোধে এ অর্থ ব্যয় করা হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনুমোদিত দরের ভিত্তিতে সম্পাদনকৃত ড্রেজিং কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত রাজস্ব ড্রেজার পরিদপ্তরের আয়ের প্রধান উৎস। এ আয় দ্বারা ড্রেজার পরিদপ্তরের সংস্থাপন, পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়সহ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হয়ে থাকে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ড্রেজার পরিদপ্তরের অধীনে বর্তমানে মোট ৩৫টি (৫টি ২৬", ২টি ২০", ১৫টি ১৮", ১২টি ১২" এবং ১টি ৬" ডিসচার্জ পাইপ ডায়ার) বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন কাটার সাকশান ড্রেজার রয়েছে। পরিদপ্তরের অধীনে বর্তমানে আরো রয়েছে ওয়ার্কবোট, টাগবোটসহ অন্যান্য ৪৩টি সহযোগী জলযান/যন্ত্রপাতি। এছাড়া পাউবো'র প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে ২টি (১২") এবং খুলনা-যশোর নিষ্কাশন ও পূনর্বাসন প্রকল্পে ২টি (১টি ১৮" ও ১টি ১২") কাটার সাকশান

ড্রেজার রয়েছে। ১২” ডায়ার কাটার সাকশান ড্রেজারগুলো ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৬ সালে সংগ্রহ করা হয়। এগুলোর অধিকাংশই বর্তমানে অকেজো হয়ে পড়েছে। নিয়মিত দক্ষ জনবলের অভাবে ড্রেজার পরিচালনা এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। নারায়ণগঞ্জ ড্রেজার বেইসে একটি বৃহদাকার ওয়ার্কশপ রয়েছে; কিন্তু দক্ষ লোকবলের অভাবে কারখানাটি অচল হয়ে পড়েছে।

বর্তমানে সচল ও কার্যক্ষম ড্রেজারগুলোর বাৎসরিক ড্রেজিং ক্ষমতা প্রায় ১৭৪.৯২ লক্ষ ঘনমিটার। ড্রেজার পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ড্রেজিং কাজ ছাড়াও অন্যান্য সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ড্রেজিং কাজ সম্পাদন করে থাকে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে পানি উন্নয়ন বের্ডের আওতাধীন ড্রেজার পরিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ড্রেজিং প্রকল্প গুলোর মধ্যে জি-কে ইনটেক চ্যানেল খনন, কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের অধিনে কালনী নদী ড্রেজিং (২য় কাট), আড়িয়াল খা নদী খনন, ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন পদ্মা নদী খনন, বেমালিয়া নদী ড্রেজিং ও গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের ড্রেজিং কাজ সাফল্যজনকভাবে সম্পাদন করা হয়। এ ছাড়া বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার ড্রেজিং প্রকল্প, কালনি কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের অধীন ধলেশ্বরি নদী ড্রেজিং, হাটুরিয়া নদী ড্রেজিং ও রক্তি নদী খনন প্রকল্পের ড্রেজিং কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীনে গৃহীত জামালপুর শহর রক্ষা বাঁধ রক্ষার্থে পুরাতন ব্রক্ষ্মপুত্র নদের ব্রক্ষ্মপুত্র নদে ডাইভারসন চ্যানেল খনন ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।

বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহ খননের মাধ্যমে নদ-নদীর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মেয়াদে সুষ্ঠু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবহিকতায় সরকার নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদ-নদী ড্রেজিংকল্পে ’Procurement of Dredger & Ancillary Equipment for River Dredging of Bangladesh’ শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের অধীনে ১১টি উচ্চ খনন ক্ষমতা সম্পন্ন ড্রেজারসহ অন্যান্য সহযোগী জলযান ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ নেয়ার কার্যক্রম চলছে, যার মধ্যে ২টি ২০” ও ৩টি ২৬” ড্রেজারের সরবরাহ পাওয়া গেছে এবং বাকি ৬টি ড্রেজার ও যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হলে ড্রেজার পরিদপ্তরের ড্রেজিং সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখিত নতুন ৫টি ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে, আরও ১০টি ১০” ড্রেজার দ্রুততম সময়ে ক্রয়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং শেষ হওয়ার পর নিয়মিত মেইন্টেনেন্স ড্রেজিং (অর্থাৎ নদীর নাব্যতা বর্জায় রাখার লক্ষ্যে) বাস্তবায়ন করার জন্য উপরোক্ত ড্রেজার ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হচ্ছে, যা দ্বারা সকল মেইন্টেনেন্স ড্রেজিং সম্পাদিত হবে।

চলমান ড্রেজিং প্রকল্পগুলোর ড্রেজিং কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এবং বোর্ডের দিক নির্দেশনা ও সার্বিক সহায়তায় ড্রেজার পরিদপ্তর এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ নিয়মিত বিশেষ তদারকিসহ নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের কার্যক্রম

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর বিভিন্ন প ও র বিভাগের চাহিদামত পানি কাঠামো (Regulator) এর গেট তৈরী, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। এছাড়া পদ্মাসেতু সহ দেশের উন্নয়ন কাজে খনন যন্ত্রসহ জলযান ভাড়ায় নিয়োজিত আছে। নিম্নে ২০১৬-২০১৭অর্থ বছরের আয় ব্যয়ের হিসেব দেয়া হলো ঃ

ক্রমিক নং	খাত	আয় (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১।	যন্ত্রপাতি ভাড়া হতে আয়	৪২৫.৮৭	
২।	জলযান ভাড়া হতে আয়	১৮০.৮০	
৩।	ফেব্রিকেশন কাজ হতে আয়	১১৪০.২৬	
৪।	বিবিধ আয়	৩৮.১০	
৫।	প্রশাসনিক ব্যয় (বেতন-ভাতাদিসহ)		৪৫৮.০৮
৬।	পরিচালন ব্যয়		১৩২৫.৮২
	মোট	১,৭৮৫.০৩	১,৭৮৩.৯০

অডিট পরিদপ্তরের কার্যক্রম

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই’ ২০১৬ থেকে ৩০ জুন’ ২০১৭ পর্যন্ত)ঃ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয় ও সংস্থার নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
পূর্ত ও ফাপাড অডিট অধিদপ্তর	১৬১	১৪৭৯.৮২	১৪৭	১৩৫	১০১৬.৮১	২৬	৪৬৩.০১

শৃংখলা পরিদপ্তরের কার্যক্রম

বাপাউবোর শৃঙ্খলা সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ (জুন-২০১৭)

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলা	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে নিষ্পত্তিকৃত			২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অনিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরীচ্যুতি/ বরখাস্ত	অন্যান্য দন্ড	অব্যাহতি		
৫৪	০৩	০৪	১৪	২১	৩৩

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম

বাপাউবোর মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ (জুন-২০১৭ পর্যন্ত)ঃ

সরকারী সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে সংস্থা কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ- এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
২৬	৬০	৫৫	১৪১	৮৭

জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম

২০১৬-১৭ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/ উপ-প্রকল্পের ১৩১৫.১০ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

২০১৫-১৬ সালের জের (Carried over) = ৪২৫.১৬ হেঃ
২০১৬-১৭ সালের কার্যক্রম = ৮৮৯.৯৪ হেঃ
মোট = ১৩১৫.১০ হেঃ

(ক) জুন’ ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	১২৮৫.২৬	৯৭.৭৩%
২।	ডিএলএসি/সিএলএসি কর্তৃক অনুমোদিত	১০৩৫.৩৭	৭৮.৭৩%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	৩০৫.৬৬	২৩.২৪%
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	৫৪৬.৬৬	৪১.৫৭%
৫।	তহবিল প্রদান	৩৬৯.৫৭	২৮.১০%
৬।	দখল প্রাপ্ত	১৬৩.৯৭	১২.৪৭%

(খ) জুন’ ২০১৭ পর্যন্ত পেন্ডিং কাজের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
১।	জেলা প্রশাসক	২৪৯.৮৯	১৯.০০%
২।	পানি উন্নয়ন বোর্ড	২৯.৮৩	২.২৭%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয়	৪৫.২৩	৩.৪৪%
	মোট	৩২৪.৯৫	

e-GP কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড- এ ২০১৬-১৭ অর্থ বছর হতে সকল প ও র এবং পানি উন্নয়ন বিভাগে সকল উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) এবং সীমিত দরপত্র (LTM) e-GP পদ্ধতিতে আহ্বান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাপাউবো কর্তৃক মোট ১৪৫১টি OTM এবং ৩৮৯টি LTM দরপত্র e-GP পদ্ধতিতে আহ্বান করা হয়। নিচের লেখচিত্রে ২০১২-১৩ অর্থ বছর হতে বাপাউবো এর e-GP ব্যবহার প্রবণতা বর্ণিত হলোঃ

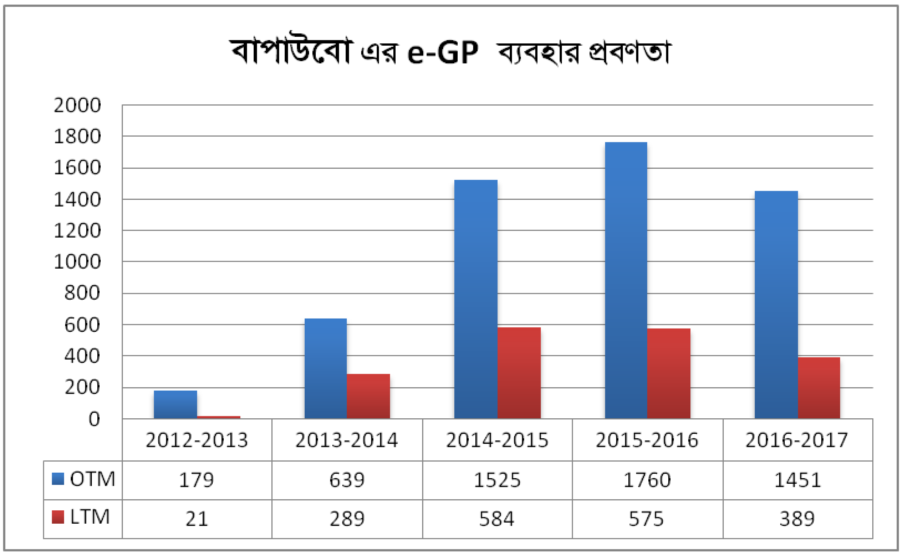

	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
🟦 OTM	179	639	1525	1760	1451
🟥 LTM	21	289	584	575	389

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এবং Central Procurement Technical Unit (CPTU) কর্তৃক বাস্তবায়িত এর Additional Financing of Public Procurement Reform Project II (PPRPIIAF) প্রকল্পের আওতায় এবং Dohatec পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কারিগরী সহায়তায় কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল, বাপাউবোতে e-GP Cell ও e-GP Helpdesk স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত e-GP Cell ও e-GP Helpdesk বাপাউবোর Procuring Entity এবং ঠিকাদারগণকে e-Tendering সংক্রান্ত বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

বাপাউবোর e-GP সংক্রান্ত কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনতে PPRPIIAF প্রকল্পের আওতায় কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল হতে মাঠ পর্যায়ের দপ্তর সমূহে ল্যাপটপ, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে এবং জোনাল/জেলা পর্যায়ে ০৯টি e-GP Training Lab-এ ৯৯ টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ০৫ টি ল্যাপটপ, ০৯ টি ফটোকপিয়ার এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও সাউন্ড সিস্টেম সরবারহ করা হয়েছে।

ব্যবহারকারীদের সক্ষমতা এবং e-GP কর্মকান্ডের কলেবর বৃদ্ধির জন্য PPRPIIAF প্রকল্পের আওতায় বাপাউবো এর কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল দপ্তরে স্থাপিত e-GP Training Lab-এ বাপাউবোর ক্রয়কারী/নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৮টি ব্যাচে ১২৭ জন (মোট ২৫ টি ব্যাচে ৩৯৪ জন) কর্মকর্তা কে e-GP এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বাপাউবোর জোনাল/জেলা পর্যায়ে স্থাপিত ০৯টি e-GP Training Lab-এ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১৬ টি ব্যাচে মোট ১০২ জন ঠিকাদারকে e-GP এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বাপাউবো এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের ৪০ জন কর্মকর্তাকে Electronic Government Procurement Management এর উপর বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

Closing
and
Certificate Giving Ceremony
03 23 2017

কর্মকর্তাগণের e-GP Training এর উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব

রাজশাহীতে ঠিকাদারগণের e-GP প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মকান্ড চলমান রয়েছে। এর ফলে বোর্ডের কর্মকান্ড অধিকতর গতিশীল হয়েছে। বর্তমানে Electronic Government Procurement (eGP), Auto Real Time Data Acquisition System (ARTDAS), MODFLOW-Hydro Geo Analyst System, RIVER Morphology System, GIS based MIS of Completed Project, Finger Print Based Online Attendance System এবং Online Hydrological Data Sale System বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং On-line Recuitment, Personnel Management Information System (PMIS) এর Upgradation, APR Automation, Discipline Management System, Law Management System, Geogaphic Information System (GIS) Based Digital Land Information System, Online Poject Monitoing System, Online Disaster Damage Reporting System এর কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি খাতকে আরো গতিশীল ও সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে বোর্ডের অনেক কর্মকান্ডে ভবিষ্যতে সুফল পাওয়া যাবে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা হয়েছেঃ

- রংপুর, রাজশাহী, সিলেট, চট্রগ্রাম, খুলনা ও কক্সবাজার শহরের বাপাউবোর সকল অফিসে কেন্দ্রীয়ভাবে ইন্টারনেট সেবা চালু করা হয়েছে।
- কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টারে স্টোরেজ এরিয়া নেটওয়াক এবং Disaster Recovery সেন্টারে স্টোরেজ এরিয়া নেটওয়ার্ক ও Disaster Recovery Server বসানো হয়েছে।
- ডিজিটাল মেলায় সফলভাবে অংশগ্রহণ করা হয়েছে এবং উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণের জন্য কন্টেন্ট তৈরি করা হয়েছে।
- রংপুর ও রাজশাহী শহরের বাপাউবোর সকল অফিসে Online Attendance System স্থাপন ও চালু করা হয়েছে।
- রংপুর, রাজশাহী, সিলেট, চট্রগ্রাম, খুলনা শহরে বাপাউবোর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কে Online Attendance System এর উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- বাপাউবোর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৬টি ব্যাচে ৫১ জনকে আইটি বিষয়ক উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
- বাপাউবোর ডিজাইন সার্কেল সমূহের প্রায় ১৮০০০ পুরানো নক্সা ডিজিটাল ফরমেটে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- বাপউবোর গ্রেজেট ৯৮ অনুসারে পদওয়ারী অর্গানোগ্রাম ও পদায়নের ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে।

এছাড়াও সংস্থার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কার্যক্রমে যেমন প্রশাসনিক, মানব সম্পদের তথ্য ব্যবস্থাপনা, তথ্য আদান-প্রদান, গবেষণা, পরিকল্পনা, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ও টেন্ডার প্রকাশ ইত্যাদি কাজে বহুদিন যাবৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে দেশের কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণ এ থেকে উপকার পেয়ে আসছে। বন্যা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ এর মাধ্যমে দেশ তথা জাতি বন্যার পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। আগামীতে ডিজাইন, প্রকিউরমেন্ট, পরিকল্পনা, প্রসেসিং এ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বোর্ড তথা দেশকে গুরুত্বপূর্ণ সেবা সুলভে ও দ্রুততার সাথে দেয়া সম্ভব হবে।

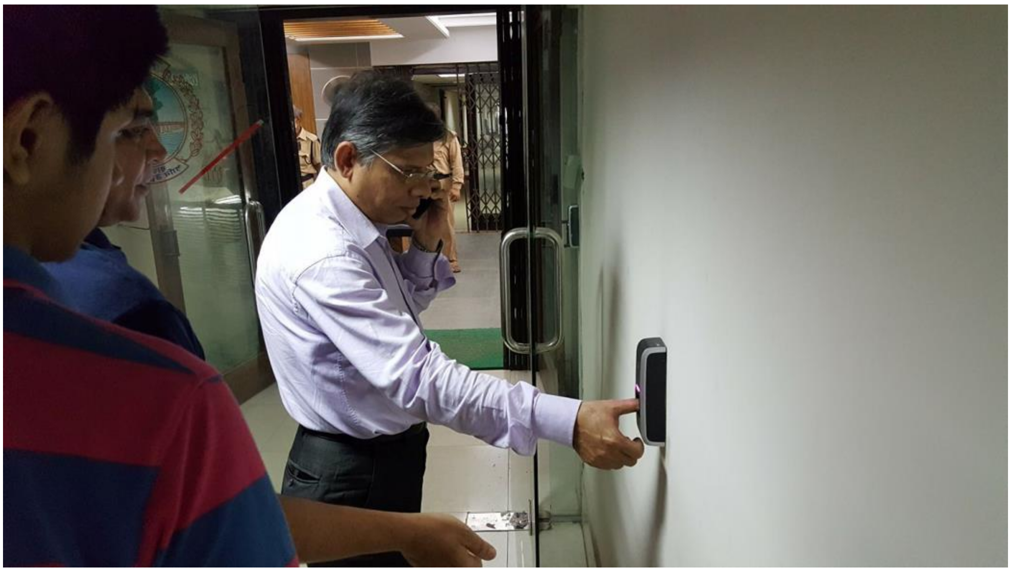

মহাপরিচালক, বাপাউবো, মহোদয় বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে ফিঙ্গার প্রিন্ট দিচ্ছেন

বাপাউবোর ই-জিপি ল্যাবে A+ এর উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বাপাউবোর ডাটা সেন্টার

ইনোভেশন কর্মকান্ড

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ইনোভেশন টিম এর সুপারিশক্রমে (ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে Geographic Information System (GIS) Based Digital Land Information System on BWDB Acquire Land in Dhaka City and its Surrounding নামে বাপাউবোর অধিগ্রহণকৃত জমির তথ্যাদি সংরক্ষণ, পরিমার্জন, পরিচালন ও রিপোর্টিং এর জন্যে একটি অটোমেশন সিস্টেম (খ) বাপাউবোর জন্য Online Recruitment Management System নামে আরেকটি অটোমেশন সিস্টেম উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাপাউবোর সার্ভিস সমূহকে ই-সার্ভিসে রূপান্তরের জন্যে ২০২১ সাল পর্যন্ত একটি ই-সার্ভিস রোড ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারের ইনোভেশন কর্মকান্ডের ধারাবাহিকতায় বাপাউবোতে ই-ফাইলিং সিস্টেম ব্যবহার শুরু করা হয়েছে এবং ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।।

এ ছাড়াও বাপাউবোর ইনোভেশন কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে ওয়াকিবহাল এবং উৎসাহিত করার জন্যে বাপাউবোর বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন সময়ে সভা ও ২ দিনের ইনোভেশন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রতিবেদন

সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফলাফলভিত্তিক (results-oriented) কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Performance Management System) চালু রয়েছে। সরকারের রূপকল্প (vision) যথাযথভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে বাংলাদেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে এবং নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (Government Performance Management System- GPMS) আওতায় প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব স্ব স্ব কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সঙ্গে একটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement- APA) স্বাক্ষর করবেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি এবং কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভাপতি হিসেবে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন।

প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার (development priorities), বিশেষত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১ ও সংশ্লিষ্ট পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং Allocation of Business ও মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোর আলোকে স্ব স্ব বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করবে। কর্মসম্পাদন চুক্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভিশন, মিশন, কৌশলগত উদ্দেশ্য, এগুলি অর্জনের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে করণীয় বিষয়সমূহ (Activities) এবং কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Performance Indicators) ও লক্ষ্যমাত্রা (Targets) বিধৃত হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুমোদন করবেন।

সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে মন্ত্রীপরিষদ সচিবের সঙ্গে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবগণের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় বিগত ২৮/০৬/২০১৬ তারিখে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের Vision “ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে পানি সম্পদের টেকসই নিরাপত্তা” কে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ২০১৬-২০১৭ সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ জোরদারকরণ; সেচ ব্যবস্থার সুষম, সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন; হাওর, জলাভূমি ও উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়নই প্রধান উদ্দেশ্য।

আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্যের উচ্চমূল্য এবং দেশের প্রায় ২০.০০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতির প্রেক্ষাপটে দেশের বন্যামুক্ত এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য শস্য উৎপাদনের কোন বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেশের দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বাড়তি খাদ্য চাহিদা যোগানসহ জীবনমান উন্নত করণের লক্ষ্যে পানি সম্পদের সুষম ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ মেরামত, নিষ্কাশন খাল খনন ও পুনঃখনন এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের ফলে মোট ১৫.৮৯ লক্ষ হেক্টর এলাকার মধ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ৯.৬৩ লক্ষ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন যোগ্য মোট ১১০ লক্ষ হেক্টর এলাকার মধ্যে ৬৪.২৭ লক্ষ হেক্টর এলাকাকে বন্যামুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। উপকূলীয় এলাকার বিদ্যমান বাঁধ মেরামত, নতুন বাঁধ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বনায়ন কর্মসূচির ফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ততার ঝুঁকিপূর্ণ ২৬.৩৭ লক্ষ হেক্টর এলাকার মধ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ১৩.৫৪ লক্ষ হেক্টর এলাকা রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের ফলে প্রতিবছর ৯৮.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে।

প্রকল্পের গুণগত মান উন্নয়নে টাস্কফোর্স এর কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে দেশের বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা, আন্তর্জাতিক নদীর প্রবাহ, লবণাক্ততা, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য, বন ইত্যাদি ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন সাধন করছে । এ উদ্দেশ্যে বাপাউবো নদী তীর সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, খাল খনন, বিভিন্ন হাইড্রোলিক কাঠামো নির্মাণ, সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি নির্মাণ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে রয়েছে প্রায় ২৩০ টি নদী যার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪,১৪০ কিলোমিটার। প্রায় প্রতি বছর উজান অর্থাৎ বাংলাদেশের উপরে অবস্থিত যমুনা, ব্রক্ষপুত্র ও মেঘনা বেসিন অংশ হতে নেমে আসা পানির প্রবাহের কারণে দেশের উত্তরাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল তথা মধ্যঞ্চলে প্রায়ই বন্যা হয়। বাপাউবো প্রায় সকল বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত মাটির তৈরি। আর বাপাউবো তা দক্ষতার সাথে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে দেশের তিন চতুর্থাংশেরও বেশি এলাকাকে বন্যা মুক্ত রাখছে। আর মাটি নির্মিত বাঁধ দিয়ে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা পৃথিবীতে বিরল। এক্ষেত্রে কাজের মান নিয়ন্ত্রণে কোয়ালিটি কন্ট্রোল সেল, টাস্কফোর্স অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে এবং বন্যা মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নদী ভাঙন এমনই একটি ঘটনা যা প্রতিনিয়ত ঘটে এবং যা নদীর পাড়ে বসবাসরত লোকজনের আবাস ভূমি নিয়ে খেলা করে। নদী ভাঙন রোধে বাপাউবো প্রতি বছর বিভিন্ন জেলার নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প হাতে নেয়। নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্পে জিও ব্যাগ ও সি.সি ব্লক ব্যবহার করে মেঘনা, যমুনা নদীর মতো প্রবল প্রবাহ বিশিষ্ট নদীর তীর সংরক্ষণ করে যাচ্ছে। আর এসব কাজের মান নিয়ন্ত্রণে কোয়ালিটি কন্ট্রোল সেল, টাস্কফোর্স এর আবির্ভাব যথেষ্ট ভূমিকা পালন করছে। নিম্নে টাস্কফোর্স, বাপাউবোর এর কিছু উল্ল্যেখযোগ্য কার্যপরিধি তুলে ধরা হলো ঃ

ক) মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রয়োজনবোধে নদী তীর সংরক্ষণের সকল কাজের সিসি ব্লক/ বোল্ডার/ হার্ডরক/জিও ব্যাগ এর গুণগত মান ও পরিমাণ পরীবিক্ষণ এবং যাচাই করণ;

খ) এস্কেভেটর/ ড্রেজারের সাহায্যে নদী/ খাল খনন ও পুনঃখনন/ বেড়ী বাঁধ মেরামত ও নতুন বাঁধ নির্মাণ কাজের প্রি-ওয়ার্ক এবং পোস্ট ওয়ার্ক যাচাই করণ;

গ) মাঠ দপ্তর ও টাস্কফোর্সের যৌথ স্বাক্ষরিত পরিমাপকৃত পরিমাণের রেকর্ড মাঠ দপ্তরকে সরবরাহ করণ;

ঘ) অনুমোদিত সময়সীমা পর্যন্ত ডাম্পিং ম্যাটেরিয়াল গণনা/ পরিমাণ যাচাই করণ;

ঙ) টাস্কফোর্সের আহ্বায়কের পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন চীফ মনিটরিং, বাপাউবো, ঢাকার নিকট দাখিল এবং প্রতিবেদনের কপি সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ।

টাস্কফোর্স কর্তৃক বাঁধের কম্পেকশন পরীক্ষাকরণ

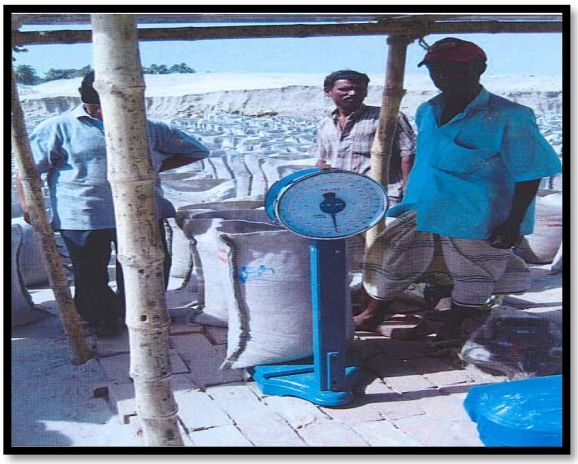

টাস্কফোর্স কর্তৃক জিওব্যাগে বালির ওজন যাচাইকরণ

টাস্কফোর্স কর্তৃক নমুনা সি.সি ব্লক সংগ্রহ

টাস্কফোর্স কর্তৃক নমুনা সি.সি ব্লক টেস্ট

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

- টেন্ডার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে বাপাউবোর মাঠ পর্যায়ের সকল টেন্ডার কার্যক্রম e-GP এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়।
- প্রতিটি কাজের সাইটে প্রকল্পের নাম, কাজের নাম, প্রাক্কলিত ব্যয়, চুক্তি মূল্য, কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ, ঠিকাদারের নাম, ঠিকানা, মোবাইল ফোন নম্বর, সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও শাখা কর্মকর্তার নাম ও মোবাইল ফোন নম্বর সম্বলিত সাইন বোর্ড দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন করা হচ্ছে।
- বাপাউবো'র বাস্তবায়নাধীন প্রতিটি প্রকল্পের কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি জোনে একটি করে ল্যাবরেটরি স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ সকল ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে বাপাউবোর নদী তীর সংরক্ষণসহ সকল অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত মালামালের গুণগত মান নিশ্চিত করা হবে।
- বাপাউবো'র কাজের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং পরিমাপ/ পরিমাণ গণনা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত টাস্কফোর্স কমিটি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ক্ষেত্রে টাস্কফোর্স প্রতিনিধির সার্বক্ষণিক সাইটে উপস্থিতিতে জিও ব্যাগের মান নিয়ন্ত্রণ করে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে জিও ব্যাগ ডাম্পিং করা হয়। সিসি ব্লক স্ট্যাকের পরে গণনা করে তা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতঃ ল্যাবরেটরীতে তার Strength পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে স্পেসিফাইড সিসি ব্লক ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়।
- বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, নদী/খাল খনন/পুনঃখনন/ডেজিং কাজের ক্ষেত্রে টাস্কফোর্স কমিটি কর্তৃক দৈবচয়ন পদ্ধতিতে পি-ওয়ার্ক ও পোস্ট ওয়ার্ক পরিমাপ গ্রহণ করা হয়।
- বাপাউবো'র পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট কমিটি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে দৈবচয়ন ভিত্তিতে বাপাউবো'র চলমান কাজের সাইট নিয়মিত পরিদর্শন করেন এবং পরিদর্শনের সুপারিশের ভিত্তিতে বাপাউবো প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

- বাপাউবো'র যে সকল কাজ "কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা)" প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়, সে সকল কাজে স্বচ্চতা, জবাবদিহীতা ও জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিতকল্পে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও জেলা প্রশাসনের সুপারিশকৃতদের সমন্বয়ে Project Implementation Committee (PIC) গঠন করে কাজের বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সময় পরিক্রমায় PIC এর গঠন প্রক্রিয়া, কার্য প্রক্রিয়া যুগোপযোগীকরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ মোতাবেক বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক আইনে নির্দেশিত উপায়ে বাপাউবো'র কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাওয়ার অধিকার রাখে এবং সে প্রেক্ষিতে বাপাউবো'র ফোকাল কর্মকর্তা নির্ধারণ করে উক্ত আইনের বাস্তবায়নের মাধ্যমে কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করছে।

এক নজরে বাপাউবো'র সাফল্যের খতিয়ান

পানি উন্নয়ন বোর্ডের সূচনালগ্ন থেকেই দেশের পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা এবং প্রণীত নীতিমালার আলোকে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন রোধ করে সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ, নদী খনন/ড্রেজিং প্রভৃতি কর্মসূচী সম্বলিত এ যাবৎ ৮২৫টি ছোট বড় প্রকল্প বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, জিকে সেচ প্রকল্প, মুহুরী সেচ প্রকল্প, বরিশাল সেচ প্রকল্প প্রভৃতি প্রকল্পের সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ করে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। অপরদিকে, দেশের নদী তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ জেলা শহরগুলোতে নদী তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর, ভোলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নরসিংদী, নওগাঁসহ মোট ২৩টি জেলা শহরকে নদী ভাঙ্গন হতে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে এবং আরও কয়েকটি শহরে এরূপ কার্যক্রম চলমান আছে। সাম্প্রতিককালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ড্রেজিং কার্যক্রমের জন্য দেশে গুরুত্বপূর্ণ ২৪টি নদ নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজিং করে সারা বছর নদীতে পানির প্রবাহ ধরে রাখার লক্ষ্যে ড্রেজিং মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর আলোকে নদী ড্রেজিং প্রকল্প গৃহীত হচ্ছে এবং ইতোমধ্যে কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নাধীনও রয়েছে। ড্রেজিং কাজের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড্রেজার ক্রয় করা হচ্ছে। বিভিন্ন দাতা সংস্থা/ উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে অংশীদারীত্বমূলক সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ধারণার আলোকে বর্তমানে প্রকল্প গৃহীত হচ্ছে এবং এরূপ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকাসমূহে সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়নের ফলে কৃষি ও মৎস্য সম্পদের বাম্পার ফলন অর্জনের মাধ্যমে সবুজ বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাপাউবো কর্তৃক বিগত ৫৮ বছরে দেশের প্রায় ১১০ লক্ষ হেক্টর বন্যা মুক্ত ও নিষ্কাশনযোগ্য এলাকার মধ্যে প্রায় ৬৩.৪০ লক্ষ হেক্টর এলাকা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন অথবা সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এ সব প্রকল্পের আওতায় ৪৭৫০ কিলোমিটার উপকূলীয় বাঁধসহ মোট ১৫,৬১৬ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত এ সকল সুবিধাদি দ্বারা বাপাউবো'র প্রকল্প এলাকায় ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রায় ৯৮.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য (প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলনায়) উৎপাদিত হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থ-বছর একাধারে বাপাউবো'র জন্য সাফল্য মন্ডিত এবং ঘটনাবহুল বছর। মার্চ, ২০১৭ হতে দেশের অধিকাংশ জায়গায় প্রাক-মৌসুম অতিবৃষ্টির দরুণ কাজের বাস্তবায়ন গতিতে ব্যাঘাত ঘটলেও বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এবং বোর্ড কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে নিবিড় মনিটরিং এর কারণে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বাপাউবো রেকর্ড ২৪টি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পের বাস্ততবায়ন সমাপ্ত হয়, যার মধ্যে ৫টিই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প। দেশের পানি সম্পদ খাতে সরকারের ক্রমবর্ধিত বিনিয়োগের প্রেক্ষিতে জনগুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বাপাউবো'র নতুন ৩৪টি প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে। বাস্তবায়নাধীন এবং নতুন গৃহীত প্রকল্পসমূহে চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় গড় অপেক্ষা অধিক এডিপির বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তায় ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৪৩টি জেলার ১১৯টি উপজেলায় ১২৮টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন/সেচ/শহর সংরক্ষণ স্কীমের বাস্তবায়ন করে ডিসেম্বর, ২০১৬ মাসে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়। এর মাধ্যমে পানি সম্পদের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সেচ ব্যবস্থার পাশাপাশি অংশীদারিত্বমূলক পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ঘটেছে।

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় বেমালিয়া এবং মেহেরপুর জেলায় ভৈরব নদী পুনঃখনন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এর ফলে উক্ত এলাকার নদীগুলো নাব্যতা ফিরে পাওয়ার পাশাপাশি তা সেচ কাজে সহায়ক হয়েছে। যশোর জেলায় কপোতাক্ষ নদের পুনঃখনন সম্পন্ন হওয়ায় এবং টিআরএম পরিচালনার মাধ্যমে কপোতাক্ষ নদ সংলগ্ন এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে জলাবদ্ধতার সমস্যা অনেকটাই দূরীভূত হয়েছে। গোপালগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়িত ২টি প্রকল্পের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ৩৮টি নদী তীর ও শহর রক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রায় ১৯০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ গ্রহণ করে ১১৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের কাজ সমাপ্ত করা হয়। এর ফলে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ, ইসলাপুর ও সরিষাবাড়ি উপজেলা, কুড়িগ্রামের চিলমারী, উলিপুর ও ভুরুঙ্গামারী উপজেলা, সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর ও চৌহালী উপজেলা, পাবনা জেলার সুজানগর, বেড়া ও ঈশ্বরদী উপজেলা, নাটোরের লালপুর উপজেলা, কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলা, ভোলা

জেলার বোরহানউদ্দিন, লালমোহন, চরফ্যাশন ও মনপুরা উপজেলা প্রভৃতি স্থানে নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে শত শত কোটি টাকার আর্থিক মূল্যমানের স্থাবর অস্থাবর সরকারি বেসরকারি সম্পত্তি রক্ষা করা হয়।

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে সমাপ্তকৃত "ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেমস অব বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৪টি নদ-নদীতে ড্রেজিং বিষয়ে সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়। এই সম্ভাব্যতা সমীক্ষার আলোকে নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিংসহ নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

এপ্রিল, ২০১৭ মাসের শুরুতেই দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে হাওর এলাকায় দেখা দেয়া আগাম বন্যার ফলে জনজীবনে দূর্ভোগের পাশাপাশি বাপাউবো'র ভাবমূর্তিগত দিক থেকেও দূর্যোগ নেমে আসে। বাপাউবো'র অনেক অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেই সাথে হাওর এলাকায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়নও ব্যহত হয়। এই দূর্যোগ থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ লব্ধ করে পরবর্তী বছরসমূহে তার সফল প্রয়োগের মাধ্যমে ভবিষ্যতে দূর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা হ্রাসকরণের মধ্যেই সাফল্য অন্তর্নিহিত রয়েছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সারাদেশব্যাপী বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামো উন্নয়ন করেছে যার তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০১৬-১৭ অর্থবছরে নির্মিত	
		পূর্ণ	আংশিক
১	বড় নিষ্কাশন হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (সংখ্যা)	৫৫	২৬
২	বড় সেচ হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (সংখ্যা)	২২	৭
৩	বড় নিষ্কাশন হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার মেরামত (সংখ্যা)	৬৭	১৮
৪	বড় সেচ হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার মেরামত (সংখ্যা)	২	
৫	ছোট নিষ্কাশন হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (সংখ্যা)	৬৭	১৩
৬	ছোট সেচ হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (সংখ্যা)	৬৬	
৭	ছোট নিষ্কাশন হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার মেরামত (সংখ্যা)	৮৯	৮০
৮	ছোট সেচ হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার মেরামত (সংখ্যা)	৫৬	২০
৯	বাঁধ নির্মাণ (কিলোমিটার)		
১০	উপকূলীয় বাঁধ	২৭.৯৫৮	৫৬.১৪৫
১১	ডুবন্ত বাঁধ	৩১.১০	
১২	অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	১২.৪৯১	১১.৯৮
১৩	বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/মেরামত/উন্নীতকরণ (কিলোমিটার)		
১৪	উপকূলীয় বাঁধ	২২৭.৬১৯	১৫৩.২৬৩
১৫	ডুবন্ত বাঁধ		৫০০.৭১৯
১৬	অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	৩২.২৯৯	১৭.৮৫৯
১৭	নিষ্কাশন খাল খনন (কিলোমিটার)	১৬.০০	৯.২৯
১৮	নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	৪৮৮.৩৫৮	১৩৪.১১৮
১৯	সেচ খাল খনন (কিলোমিটার)	১১.৪৪	১৬.৫৭
২০	সেচ খাল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	১৫১.২২১	৩৮.৪৯০
২১	জমি অধিগ্রহণ (হেঃ)	২৩৪.৩৯ (দখলপ্রাপ্ত)	১৯৯.৪১ (চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্ত)
২২	নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ (কিলোমিটার)	১১৫.৬৫৫	৭৪.২৪
২৩	নদ-নদী ড্রেজিং ও পুনঃখনন (কিলোমিটার)		
২৪	নদী ড্রেজিং	৩৭.৫৫	২৬.৭০
২৫	এক্সকাভেটর দ্বারা নদী খনন	৭৭.১০	৬৩.১৮
২৬	পাম্প হাউস নির্মাণ (সংখ্যা)		২ (তালিমনগর পাম্প হাউস, গোড়ানচাটবাড়ী ৩য় পাম্প হাউস)
২৭	পাম্প সরবরাহ প্রাপ্তি (সংখ্যা)	৩ (তালিমনগর, গোড়ানচাটবাড়ী পাম্প হাউস)	
২৮	ক্লোজার নির্মাণ (সংখ্যা)	১০	
২৯	ক্রসড্যাম (সংখ্যা)		২
৩০	ক্রস বার (সংখ্যা)	২	
৩১	ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ (সংখ্যা)	২	২
৩২	রাস্তা নির্মাণ (কিলোমিটার)	০.৩৫	২.০০
৩৩	স্পার নির্মাণ	১	
৩৪	গ্রোয়েন নির্মাণ	১	

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০১৬-১৭ অর্থবছরে নির্মিত	
		পূর্ণ	আংশিক
৩৫	সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ (হেঃ)		
৩৬	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ (হেঃ)		

এক নজরে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত অবকাঠামো/ কর্মকান্ডের বিবরণ

বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	৮২৫	টি
সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা	৬৩.৪০	লক্ষ হেক্টর
সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা (১২৪টি সেচ প্রকল্প)	১৫.৮৯	লক্ষ হেক্টর
ব্যারেজ (তিস্তা, মনু, বুড়ি তিস্তা ও ট্যাংগন)	৪	টি
ভূমি সৃজন/পুনরুদ্ধার	১০২০	বর্গ কিলোমিটার
শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের সংখ্যা	২৩	টি
নদী ভাঙ্গন রোধে তীর প্রতিরক্ষা কাজ	১০৯২	কিলোমিটার
স্পার নির্মাণ	২২১	টি
ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ	৯	কিলোমিটার
সমাপ্ত বাঁধের দৈর্ঘ্য	১৫৬১৫	কিলোমিটার
ক) উপকূলীয় বাঁধ (১৩৯টি পোল্ডার)	৪৭৫০	কিলোমিটার
খ) ডুবন্ত বাঁধ (৫২টি হাওর)	২৪৩৭	কিলোমিটার
গ) অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	৮৪২৯	কিলোমিটার
ঘ) সেচ খালের ডাইক	৩৬১২	কিলোমিটার
বাপাউবো'র বাঁধের উপর এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত রাস্তা	৪১৮৩	কিলোমিটার
বাপাউবো'র বাঁধের উপর সওজ কর্তৃক নির্মিত রাস্তা	১৩২৩	কিলোমিটার
সড়ক (পাকা ও কাঁচা)	১০৮১	কিলোমিটার
সেচ খালের দৈর্ঘ্য	৫৩৪৮	কিলোমিটার
নিষ্কাশন খালের দৈর্ঘ্য	৪৪৮১	কিলোমিটার
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার	১৫০৩৭	টি
পাম্প হাউজের সংখ্যা	২১	টি
ক্লোজার	১৩৯১	টি
ব্রীজ/কালভার্ট	৫৬৫৩	টি
রাবার ড্যাম (পেকুয়া, মহামায়া, পালাকাটা, কহুয়া, বাগগুজারা)	৫	টি
ড্রেজার সংখ্যা	৩৯	সেট
নদী পুনঃখনন	৬২১	কিলোমিটার
নদী ড্রেজিং	২৭৫	কিলোমিটার

উপসংহার

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ষাটের দশকের প্রথম থেকেই দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেশের দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। পদ্মা, মেঘনা ও যমুনাসহ ছোট-বড় ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদ-নদী এ দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। সুতরাং এসব নদীর পানি প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা অতি গুরুত্বপূর্ণ । বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টিজনিত কারণে নদীর দু'কূল উপচিয়ে দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কৃষি জমি বন্যা কবলিত হয়ে পড়ে এবং কোন কোন বছর খরাজনিত কারণে স্বল্প পানি প্রবাহের কারণে সেচ কার্যে পানির অভাব কৃষিকার্যে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে। এছাড়াও নদী ভাঙ্গন হতে শহর রক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ও বেসরকারী স্থাপনা রক্ষাসহ সার্বিকভাবে পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকান্ড, জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত অবকাঠামোসমূহ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টির পূর্বে দেশে বন্যার কারণে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশ যেখানে ৯৭.০০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল উৎপাদিত হয়েছে, সেখানে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে চালের উৎপাদন বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩৪৭.১০ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে বাপাউবো'র প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলনায় অতিরিক্ত প্রায় ৯৮.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য-শস্য উৎপাদিত হয়েছে। সুতরাং একটি সুষম

টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পানি সম্পদ খাতে সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদনসহ কাঙ্খিত মাত্রায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি হচ্ছে সে দেশের জিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) এবং তার বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যারেজ, রেগুলেটর, স্লুইস, ক্রস-ড্যাম, রাবার ড্যাম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বাঁধ, ডুবন্ত বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ তীর সংরক্ষণমূলক কাজ, নদ-নদী ড্রেজিং ও খাল খনন/ পুনঃখনন, ব-দ্বীপ উন্নয়ন এবং ভূমি পুনরূদ্ধার প্রভৃতি অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের জিডিপিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রাখছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহ যেমন কৃষি ও মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনীতিতে সরাসরি অবদান রাখে, ঠিক তেমনি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নির্মিত বাঁধের উপর এলজিইডি ও সওজ কর্তৃক নির্মিত রাস্তাও দেশের অর্থনীতিতে পরোক্ষভাবে অবদান রাখে। ভিন্ন আঙ্গিক থেকে দেখলে, ডিএনডি এলাকায় উন্নত পানি নিষ্কাশন সুবিধা নিশ্চিতকল্পে বাপাউবো'র বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/ কার্যক্রমসমূহপানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি ডিএনডি এলাকাকে পরিবেশ ও প্রতিবেশগত মানবিক দূর্যোগ হতেও রক্ষা করে, যার সুফল কোন অর্থনৈতিক সূচকে নির্ণয়যোগ্য বলে প্রতীয়মান হয় না। নদ-নদীর পানি সমতল সম্পর্কিত তথ্য এবং বন্যা সতর্কীকরণ পূর্বাভাস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ইতোমধ্যে জাতীয় নীতি-নির্ধারণী মহলে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে ও দূর্যোগের পূর্বাভাস সম্পর্কিত এ ধরণের সেবাকেও কোন নির্ণয় সূচকে সরাসরি পরিমাপ করা যায় না।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন এর সকল পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ও মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল প্রকল্পই দেশের মানুষের জন্য, দেশের জন্য। এমতাস্থায়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প বিষয়ে প্রকল্প সুবিধাভোগী, প্রশাসন এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণকেও সচেতন ও যত্নশীল হতে হবে। সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ম্যান্ডেটভুক্ত কার্যক্রম হলেও স্থানীয় জনগণ, বোর্ডের প্রশাসন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের একার পক্ষে সম্ভব নয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম আরো বেগবান এবং সফল বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে সকল স্তরের জনগণ, সুধী সমাজ, নীতি-নির্ধারকগণের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের যশোরের ভবদহ এলাকার কাজ পরিদর্শন

বাপাউবোর চীফ মনিটরিং মহোদয়ের প্রতিরক্ষা কাজের পরিদর্শন

হালদা সম্প্রসারণ সেচ প্রকল্পের সেচ কার্যক্রম
শুভ উদ্বোধন করেন
জনাব ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের চট্টগ্রামের হালদা সম্প্রসারণ সেচ প্রকল্পের সেচ কার্যক্রম উদ্বোধন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সাথে অধীনস্থ সংস্থা প্রধানদের ১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

পানি ও বিদ্যুৎ প্রকৌশলী সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে বাপাউবোর কর্মকর্তাদের সিরাজগঞ্জে বাপাউবোর কার্যক্রম পরিদর্শন

WARPO
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
http://warpo.gov.bd

তৃতীয় অধ্যায়

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

ভূমিকা

আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশের প্রকৃতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি নদ-নদীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বর্ষা মৌসুমে পর্যায়ক্রমিক বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, নদী ভাঙ্গন ও শুষ্ক মৌসুমে পানির দুষ্প্রাপ্যতায় নদ-নদী ভরাট, খরা, লবণাক্ততা, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া ও ভূ-পরিস্থ পানির মানের ক্রমাবনতির কারণে বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনা আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির বহুমাত্রিক চাহিদাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর্সেনিক দূষণ এ সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। বাংলাদেশের ভূ-খন্ডের বাইরে থেকে আগত নদ-নদীর প্রবাহের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় পানি ব্যবহারকারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো সামগ্রিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটাচ্ছে। এর প্রেক্ষিতেই সরকার পানি সম্পদের উন্নয়ন ও এর সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৯২ সনে ওয়ারপো সৃষ্টি করে। দেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো পানি সম্পদের সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রণয়নে একমাত্র সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৩ হতে ১৯৯১ সালে জাতীয় পানি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত মাস্টার প্ল্যান অরগানাইজেশন বা এমপিও এর উত্তরসূরী। ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সালে ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান (ফ্যাপ) কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য স্থাপিত ফ্ল্যাড প্ল্যান কো-অর্ডিনেশন অরগানাইজেশন বা এফপিসিও কে ১৯৯৬ সালে ওয়ারপোর সাথে একিভূত করা হয়। ২০০৫ সালে উপকূলীয় অঞ্চল নীতি এবং ২০০৬ সালে উপকূলীয় কৌশলের দ্বারা ওয়ারপোকে উপকূলীয় এলাকার সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর মাধ্যমে ওয়ারপোকে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ অনুযায়ী ওয়ারপোর কার্যপরিধি

১. পানি সম্পদের উন্নয়নকল্পে পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

২. পানি সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ করা;

৩. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান করা;

৪. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত যে কোন প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা করা;

৫. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা হতে উদ্ভূত বিষয়ের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা এবং উক্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা;

৬. পানি সম্পদের ব্যবহার সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নত করা;

৭. পানি সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা;

৮. পানি সম্পদ বিষয়ক জাতীয় এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন ও পরিচালনা করা;

৯. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পানি সম্পদ বিষয়ক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯ অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি)-এর নির্বাহী সচিবালয় হিসেবে ওয়ারপোর প্রধান দায়িত্বসমূহ

১. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি)-কে প্রশাসনিক, কারিগরি ও আইনগত সহায়তা প্রদান করা;

২. পানি সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট ভূমি ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নীতি, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয়ে ইসিএনডব্লিউআরসি -কে পরামর্শ প্রদান করা;

৩. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি)-এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইসিএনডব্লিউএমপি) প্রস্তুত এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে তা হালনাগাদকরণ করা;

৪. জাতীয় পানি সম্পদ তথ্যভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) ব্যবস্থাপনা ও হালনাগাদকরণ করা;

৫. বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অর্ন্তভূক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং বিবেচ্য প্রকল্প এনডব্লিউএমপি এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এ বিষয়ে ইসিএনডব্লিউআরসি এর নিকট প্রতিবেদন পেশ করা;

৬. জাতীয় পানি নীতি এবং বাংলাদেশ পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশলে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি পূরণের জন্য ইসিএনডব্লিউআরসি-র চাহিদা অনুসারে কোন বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা করা;

৭. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫ অনুযায়ী ওয়ারপোর দায়িত্বসমূহ

১. বাস্তবায়নের পর্যায়ে সমন্বয় সাধনের জন্য মূল সংস্থায় (WARPO) একটি কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (Program Co-ordination Unit-PCU) প্রতিষ্ঠা করা। সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা এর নির্ধারিত সূচকের আলোকে প্রকল্পের অগ্রগতি দেখাশোনা করা এর প্রধান দায়িত্ব;

২. আইসিজেডএম প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (পিসিইউ) বিভিন্ন সার্ভিস মন্ত্রণালয়, যেমন অর্থ, পরিকল্পনা ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;

৩. সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থায় Focal Point স্থাপন করা, যারা দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে নিজ নিজ সংস্থার পক্ষে আইসিজেডএম কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবেন এবং পিসিইউ এর সাথে কার্যকরী যোগাযোগ রক্ষা করবেন;

৪. স্থানীয় পর্যায়ে (জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত স্থানীয় সরকার কাঠামোকে কাজে লাগানো। স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা এবং জাতীয় পর্যায়ে পিসিইউ ও খাতভিত্তিক সংস্থাগুলোর সাথে সংযোগ সৃষ্টি করা।

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ওয়ারপোর দায়িত্বসমূহ

১. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সকল প্রকার প্রশাসনিক ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা;

২. পরিষদ ও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত নীতি ও কর্মপন্থা বাস্তবায়নে ও প্রয়োগে সহায়তা প্রদান করা;

৩. পরিষদ ও নির্বাহী কমিটির নির্দেশনার আলোকে সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত সকল প্রকার প্রস্তাব প্রস্তুত করা;

৪. সময় সময় আইন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট স্থান বা প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা;

৫. এ আইন সম্পর্কিত বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

৬. পরিষদ ও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক, সময় সময়, অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

জনবল

অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী ৪৪ জন কর্মকর্তা ও ৪৩ জন কর্মচারিসহ ওয়ারপোর মোট জনবল হলো ৮৭। যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

কর্মকর্তা ও কর্মচারি	অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারি সংখ্যা	শূন্য পদ
কর্মকর্তাঃ			
গ্রেড ১-৯	৪২	২৭	১৫
গ্রেড ১০	২	২	-
গ্রেড ১১-২০	৪৩	৪২	১
সর্বমোট =	৮৭	৭১	১৬

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নে ওয়ারপোকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক পর্যায়ে ওয়ারপোর সম্প্রসারণসহ সামগ্রিক জনবল বৃদ্ধির পরিকল্পনা বিবেচনাধীন রয়েছে। বর্তমান অনুমোদিত জনবল ৮৭।

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

সরকারের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের সহায়তায় ওয়ারপোর কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

২০১৬-১৭ সালের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট (লক্ষ্য টাকায়)

প্রকল্পের নাম	২০১৬-১৭ অর্থবছর	জুন ২০১৭ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত ব্যয়	উৎস
ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন অব ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজ	১০০.০০	০.০০	জিওবি
পানি আইন	১৪০.০০	২৫৫.০০	সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশন (এসডিসি)
অনুন্নয়ন			
বেতন ভাতাদি	৬০৮.০০	৪৯৪.০০	জিওবি
অন্যান্য	৩২৬.৫০	৩০৫.০০	
উপমোট	৯৩৪.৫০	৭৯৯.০০	
সর্বমোট	১১৭৪.৫০	১০৫৪.০০	

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর ২০১৬-২০১৭ বছরের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সমূহের সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক নং	কাজের নাম এবং বিগত বছরের অর্জন	মন্তব্য
১।	“সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তায়নে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ কার্যকর করা” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তায়ন। প্রকল্পটি শুরু হয়েছে নভেম্বর ২০১৩ এবং শেষ হবে ফেব্রুয়ারী ২০১৮। উক্ত প্রকল্পের আওতায় নিম্নে বর্ণিত রিপোর্ট সমূহের চূড়ান্ত (খসড়া) প্রণীত হয়েছে। ক. বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৭(খসড়া) প্রণয়ন খ. ওয়ারপোকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত (খসড়া) প্রতিবেদন প্রণয়ন গ. বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ প্রতিষ্ঠানিকীকরণে তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার ফ্রেমওয়ার্ক এর (খসড়া) প্রণয়ন ঘ. বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর আলোকে উপকূলীয় অঞ্চলে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত (খসড়া) গাইড লাইন প্রণয়ন ঙ. উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০১৭ (খসড়া) প্রণয়ন চ. ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০১৭ (খসড়া) প্রণয়ন	কার্যক্রম চলমান
২।	পানি সম্পদ খাতে ২৩ (তেইশটি) উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান	সম্পাদিত
৩।	জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) এর আওতায় বিগত অর্থ বছরে (জুলাই ,২০১৬-জুন ,২০১৭) পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা সহ মোট ২৩ টি প্রতিষ্ঠানে ডাটা ডেসিমিনেট করা হয়েছে।	সম্পাদিত
৪।	“ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন অব ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজ” শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি জানুয়ারী ২০১৭ থেকে শুরু হয়েছে এবং জুন ২০২০ এ শেষ হবে।	কার্যক্রম চলমান
৫।	বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টকে ডিজিটাল ফর্মেটে রূপান্তর এবং নতুন ভবনে লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্রের বিভিন্ন শাখাকে কার্যকর ভাবে সাজানোর মাধ্যমে ওয়ারপোর লাইব্রেরীকে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পানি সম্পদ লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্রে উন্নীত করণের কাজ চলমান রয়েছে।	কার্যক্রম চলমান
৬।	“জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা (এনডব্লিউআরপি)” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।	‘বাংলাদেশ ডেলটা প্ল্যান ২১০০’ এর খসড়া অনুমোদন হওয়ার পর NWRP প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া করণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সেচ অনুবিভাগ মতামত প্রদান করেছেন।

২০১৬-২০১৭ বছরের বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের বিবরণ

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তায়নে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা-২০১৭ (খসড়া প্রণয়ন)

পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, আহরণ, বিতরণ, ব্যবহার, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি আইন-২০১৩ প্রণীত হয়েছে। 'বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩' মূলত ৪৭টি ধারা সম্বলিত পানি খাতের একটি কাঠামোগত আইন। আইনটি বাস্তায়নে/প্রয়োগে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) এর আর্থিক সহায়তায় "Institutionalization of Integrated Water Resources Management (IWRM) Process in Compliance with Bangladesh Water Act, 2013" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা-২০১৭ (খসড়া) প্রণয়ন করেছে।

খসড়া বাংলাদেশ পানি বিধিমালা-২০১৭ প্রণয়নের সার-সংক্ষেপ

i) বাংলাদেশ পানি বিধিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় আইন বিশেষজ্ঞ এবং ওয়ারপো'র কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তে Bangladesh Water Rules, ২০১৫ নামে একটি সমন্বিত বিধিমালার খসড়া প্রণীত হয়। খসড়াটি ০৪ অক্টোবর, ২০১৫ তে প্রকল্পের আওতায় গঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) এর সভায় উপস্থাপন করা হয়। পিএসসি সভায় খসড়াটি পানি খাতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ সংস্থার মতামত সংগ্রহের জন্য বাংলায় প্রণয়নপূর্বক আঞ্চলিক পর্যায়ে বিশেষ করে বরেন্দ্র অঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল এবং হাওর অঞ্চলের স্থানীয় প্রশাসন, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের মতামত সংগ্রহের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পিএসসি সভার নির্দেশনা মোতাবেক খসড়াটি ১৬টি মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ সংস্থাসহ সর্বমোট ১২৫টি প্রতিষ্ঠানে মতামত সংগ্রহের নিমিত্তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে পত্রযোগে প্রেরণ করা হয়। একই সাথে ওয়ারপোর ওয়েবসাইটে আপলোডপূর্বক মতামত আহ্বান করা হয়। এ পর্যায়ে ৬টি মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান ৬টি জেলা পর্যায়ে কর্মশালার মাধ্যমে সুপারিশসহ সর্বমোট ৬৩টি মতামত/ সুপারিশ পাওয়া যায়। উক্ত মতামত/সুপারিশের আলোকে এবং প্রকল্পের আওতায় গঠিত প্যানেল অব এক্সপার্ট কমিটির ১ম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাপ্ত মতামত/ সুপারিশ অন্তর্ভূক্ত করে 'বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৬' নামে বিধিমালাটি পুনর্গঠন করা হয়।

ii) পুনর্গঠিত 'বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৬' পুনরায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ১৬টি মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ সংস্থাসহ সর্বমোট ১২৫টি প্রতিষ্ঠানে মতামত সংগ্রহের নিমিত্তে প্রেরণ করা হয়। একই সাথে ওয়ারপোর ওয়েবসাইটে আপলোডপূর্বক একটি বাংলা জাতীয় দৈনিক এবং একটি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে মতামত আহ্বান করা হয়। এ পর্যায়ে ১১টি মন্ত্রণালয় ও তাদের অধীনস্থ সংস্থা এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে ৩০টি এবং জেলা পর্যায়ে কর্মশালার মাধ্যমে ৪টি জেলার মতামত/সুপারিশ সহ সর্বমোট ৩৪টি মতামত/সুপারিশ পাওয়া যায়। এ পর্যায়ে প্রাপ্ত মতামত এবং প্যানেল অব এক্সপার্ট কমিটির ৩য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৭' নামে বিধিমালাটি পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত 'বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৭' জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রিঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে Bangladesh Water Multi-Stakeholder Partnership এর আওতায় গঠিত 'Water Governance and Sustainability' শীর্ষক Work stream-এর ৩য় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে খসড়া বিধিমালাটির উপর মতামত/ পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে ড. আইনুন নিশাত এর নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষজ্ঞ সাব-কমিটি গঠন করা হয়। বিশেষজ্ঞ সাব-কমিটি পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২, জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০০১ এবং বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ এর আলোকে ২০টি সভার মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর অধীনে প্রণীত খসড়া বিধিমালাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনান্তে মতামত/পরামর্শ বিধিমালায় অন্তর্ভূক্ত করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন। উক্ত বিধিমালাটি প্যানেল অব এক্সপার্ট কমিটির ৪র্থ সভায় আলোচনান্তে গৃহীত সিদ্ধান্তক্রমে খসড়া বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৭ (১২ জুন ২০১৭ সংস্করণ) নামে পুনর্গঠন করা হয় যা পরবর্তীতে আন্তমন্ত্রণালয় সভায় উপস্থাপনের জন্য বিবেচনা করা হয়।

জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ

জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করা ওয়ারপোর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" প্রকল্পের আওতায় ওয়ান স্টপ উপাত্ত সরবরাহের কেন্দ্র হিসেবে ১৯৯৮-২০০১ সালে ওয়ারপোতে "জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি)" স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে, "সমন্বিত উপকুলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" প্রকল্পের আওতায় ২০০৫ সালে 'সমন্বিত উপকুলীয় সম্পদ উপাত্তভান্ডার (আইসিআরডি)' স্থাপিত হয়েছে। মাল্টিডিসিপ্লিনারি উপাত্তভান্ডার এনডব্লিউআরডি ভূ-পরিস্থ পানি, ভূ-গর্ভস্থ পানি, মৃত্তিকা ও কৃষি, মৎস্য, বন, আর্থ-সামাজিক, আবহাওয়া ও পরিবেশ এবং আইসিআরডি প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ, মানুষ ও সামাজিক অবস্থা, পরিকাঠামো ও সার্ভিসেস, অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স, প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ হিসেবে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। ওয়ারপোর ওয়েবসাইটে (www.warpo.gov.bd) এনডব্লিউআরডি এবং আইসিআরডি-র 'উপাত্ত ক্যাটালগ' পোস্ট করা আছে। প্রতিটি উপাত্ত স্তর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য, উপাত্ত নমুনা এবং মেটাডাটা ক্যাটালগে অন্তর্ভুক্ত করা

হয়েছে। এই ওয়েবভিত্তিক উপাত্তভান্ডারসমূহ ওরাকল ১১ম এবং ASP.Net কাঠামো ব্যবহার করে আপগ্রেড করা হয়েছে । উভয় উপাত্তভান্ডার বাংলাদেশে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সারাদেশের প্রায় ৫০ টি সংস্থার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় ভ্যালু-এ্যাড ও গুণগতমান যাচাইপূর্বক উপাত্তভান্ডারে 'এনডব্লিউআরডি ফরম্যাটে' আর্কাইভ করা হয়েছে। এ যাবৎ, এনডব্লিউআরডিতে ৫৪৩ টি এবং আইসিআরডিতে ৫৫৯ টি জিআইএস, টাইম-সিরিজ ও টেব্যুলার উপাত্ত স্তর ডিজিটাল ফর্মে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং প্রতিটি উপাত্ত স্তরের জন্য মেটাডাটা ও বান্ডিল তথ্য প্রস্তুত করা হয়েছে । উপাত্ত ছাড়াও উভয় উপাত্তভান্ডারে গুরুত্বপূর্ণ ডাটা বিশ্লেষণ পদ্ধতি, মেটা-ডাটাবেজ, টুলস্ ও বিশ্লেষিত তথ্যাবলী সন্নিবেশিত করা আছে । এছাড়া, দেশের পানি খাত সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের বিভিন্ন প্রকল্প-উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে ব্যবহারের উদ্যোগ হিসেবে Coastal Embankment Rehabilitation Project (CERP) এবং Char Development and Settlement Project (CDSP) এর উপাত্তভান্ডার এনডব্লিউআরডিতে উপ-অংশ হিসেবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ ধারা ৭(ছ), জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ (ধারা ৫.ঘ.৪) অনুযায়ী “জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ এবং বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিকে চাহিদামাফিক উপাত্ত সরবরাহ করা ওয়ারপোর অন্যতম একটি প্রধান দায়িত্ব। বিভিন্ন পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, প্রকল্প বাস্তবায়ন, অধ্যয়ন ইত্যাদি কাজে দেশী বিদেশী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহ এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি এর উপাত্ত ব্যবহার করছেন।

২০১৬-১৭ অর্থবৎসরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট; ফরিদপুর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রভৃতিসহ মোট ২৩ (তেইশ) টি দেশী ও বিদেশী সংস্থাকে এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি হতে উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে এবং এতে ৪,৮৭,০২৭ (চার লক্ষ সাতাশি হাজার সাতাশ) টাকা আয় হয়েছে ।

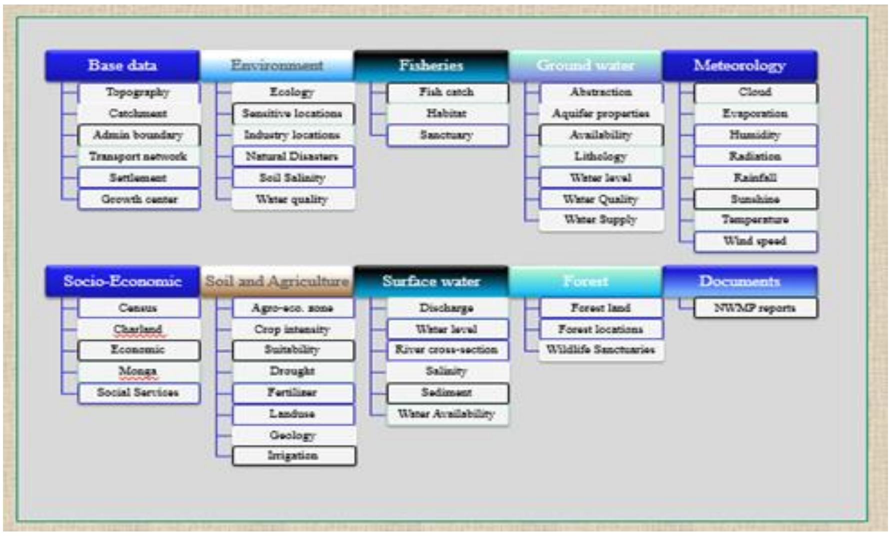
Base data
Topography
Catchment
Admin boundary
Transport network
Settlement
Growth center
Environment
Ecology
Sensitive locations
Industry locations
Natural Disasters
Soil Salinity
Water quality
Fisheries
Fish catch
Habitat
Sanctuary
Ground water
Abstraction
Aquifer properties
Availability
Lithology
Water level
Water Quality
Water Supply
Meteorology
Cloud
Evaporation
Humidity
Radiation
Rainfall
Sunshine
Temperature
Wind speed
Socio-Economic
Census
Charland
Economic
Monga
Social Services
Soil and Agriculture
Agro-eco. zone
Crop intensity
Suitability
Drought
Fertilizer
Landuse
Geology
Irrigation
Surface water
Discharge
Water level
River cross-section
Salinity
Sediment
Water Availability
Forest
Forest land
Forest locations
Wildlife Sanctuaries
Documents
NWMP reports

এনডব্লিউআরডি ডাটা গ্রুপ ও ডাটা টাইপসমূহের বিন্যাস

ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে ওয়ারপোর দায়িত্ব পালন

জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) ২০০১ অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প ও কর্মসূচির শুধুমাত্র কারিগরী বিষয় পর্যালোচনা করে পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি কে সহায়তা করে। এছাড়া জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (১৬ নং ধারা) অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান করবে। তাছাড়া ওয়ারপো জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি) এর নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসেবে পানি সেক্টরের সকল কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় আনয়নে সচেষ্ট থাকে। ক্লিয়ারিং হাউজ কার্যক্রমের মাধ্যমে ওয়ারপো পানি সম্পদ সেক্টরে চিহ্নিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণ, পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক প্রভাব, প্রকল্পের পুনরাবৃত্তি পরিহার, বিভিন্ন টুলস, টেকনিক ও মডেলিং এর ব্যবহার নিশ্চিত করে থাকে। সর্বোপরি বিবেচ্য প্রকল্প এনডব্লিউএমপি এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা যাচাই করে এনডব্লিউআরসি এর নির্বাহী কমিটির নিকট প্রতিবেদন পেশ করে। ২০০৭ সালে এ কার্যক্রম শুরুর পর হতে এ যাবৎ (জুন ২০১৭ পর্যন্ত) এই কর্মসূচীর আওতায় ওয়ারপো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এর মোট ২১০ (দুইশত দশটি) প্রকল্প প্রস্তাবের ছাড়পত্র প্রদান করেছে। বিগত অর্থবছর (২০১৬-১৭, জুলাই ২০১৬ হতে মে ২০১৭ পর্যন্ত) সময়ে ওয়ারপো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন

বোর্ডের ২৩ (তেইশ) টি প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনান্তে ছাড়পত্র প্রদান করেছে। এছাড়া ইতোপূর্বে ওয়ারপো স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৩ (তিন) টি, বরেন্দ্র বহুমুখি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২ (দুই) টি এবং বাংলাদেশ নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর ২ (দুই) টি প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনান্তে ছাড়পত্র প্রদান করেছে। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পসমুহের কারিগরী দিক পর্যালোচনা এবং পুনরাবৃত্তি পরিহারের জন্য মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অতীব প্রয়োজন। ওয়ারপো তার ক্ষুদ্র জনবল নিয়ে স্বল্প পরিসরে এ কার্যক্রম শুরু করেছে। উলেখ্য যে, ওয়াপোতে বিদ্যমান “ক্লিয়ারিং হাউজ” প্রক্রিয়া একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা যা আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। ওয়ারপো পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (ওয়ামিপ) এর আওতায় অতিরিক্ত কর্মসূচি হিসেবে ওয়ারপোর এই পরীক্ষামূলক প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনা ও ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়াটি প্রয়োজনীয় টুলস ও তথ্যভান্ডার স্থাপনের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুমোদনের ফলে সাম্প্রতিক যে কোন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ছাড়পত্র প্রদানের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত হয়েছে। সুতরাং আইন অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসেবে ওয়ারপো ক্লিয়ারিং হাউজ কার্যক্রম আরও বলিষ্ঠ ও শক্তিশালীভাবে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংস্থার লোকবল বৃদ্ধিসহ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী নেওয়া বর্তমান সময়ের দাবি।

জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা (এনডব্লিউআরপি) প্রণয়ন

ওয়ারপো পানি সম্পদ পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় পর্যায়ে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সামষ্টিক কাঠামোগত নির্দেশনা সম্বলিত প্রতিপালন প্রণয়ন করা সংস্থার অন্যতম প্রধান কাজ। গত ২০০১ সালে সর্বশেষ পানি সম্পদ পরিকল্পনা ব্যবস্থা প্রণীত হয় এবং প্রতি ৫ বৎসর অন্তর এই পরিকল্পনা হালনাগাদ হওয়া প্রয়োজন। জাতীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) অনুমোদনের পর নতুন নতুন বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ, গৃহীতব্য বিভিন্ন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকার নতুন করে নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এছাড়া এনডব্লিউএমপি প্রস্তুতিতে জলবায়ু পরিবর্তন, ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণসহ পার্শবর্তী দেশসমুহের সাথে সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক নীতি ও কৌশল, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ণ, প্রাকৃতিক সম্পদ, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও কৌশলগত পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়গুলো নতুন আঙ্গিকে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। তাই এনডব্লিউএমপি কে ভিত্তি ধরে জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ ১৫ এ বর্ণিত দিক নির্দেশনা অনুযায়ী এনডব্লিউআরপি প্রস্তুত করা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হলো নতুন দৃষ্টিকোণের আলোকে জাতীয় পানি সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ, বন্টন, ব্যবহার, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জসমুহ অন্তর্ভুক্ত করে এনডব্লিউআরপি প্রস্তুত করা। এনডব্লিউআরপি প্রস্তুতিতে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রোগ্রামগুলোকে পরিমার্জিত করে পরিকল্পনার চাহিদা, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা কৌশলকে বিবেচনা করা হবে। জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা (এনডব্লিউআরপি) প্রকল্পটির পিইসি সভা গত ২৭ জুন ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সেচ অনুবিভাগের মতামতের প্রেক্ষিতে ‘বাংলাদেশ ডেলটা প্ল্যান ২১০০’ এর খসড়া অনুমোদন হওয়ার পর NWRP প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল তিন বছর এবং প্রাথমিক প্রস্তাব অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৮.৬৩ কোটি টাকা।

বিগত বছরে গবেষণা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত সমাপ্ত প্রকল্প

Scenario Development in Integrated Water Resources Management: Coping with future challenges in Bangladesh প্রকল্প

“Scenario development in Integrated Water Resources Management: Coping with future challenges” শীর্ষক প্রকল্পটি নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক অনুকূলে (NICHE) এর অর্থায়নে এবং NUFFIC এর তত্ত্বাবধানে) বাস্তবায়িত হয়। এ প্রকল্পে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থাসহ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও সিইজিআইএস এবং নেদারল্যান্ডের UNESCO-IHE, Wageningen UR ও Deltares সম্পৃক্ত রয়েছে। চার বছর মেয়াদী এ প্রকল্পটি মার্চ ২০১৩ হতে শুরু হয় এবং ফেব্রুয়ারী ২০১৭ তে তা সমাপ্ত হয়।

বাংলাদেশকে দীর্ঘমেয়াদে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা, নগরায়ণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের মত কঠিন সমস্যাগুলোকে মোকাবেলা করতে হবে। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা ও কৌশলগত পরিবর্তনের মাধ্যমে এসব চ্যালেঞ্জ পরিস্থিতিকে সামাল দিতে হবে। এ প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হল সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা ক্রমান্বয়ে ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ সমূহ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করা। প্রকল্পের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে এই লক্ষ্যে গবেষণা, জ্ঞান চর্চা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠান সমূহের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ সমূহ মোকাবেলায় Scenario analysis এর মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনার কৌশল বিষয়ে নীতি নির্ধারণী সংক্রান্ত কর্মকান্ডে অবদান রাখার সক্ষমতা অর্জন করা। প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত www.warpo.gov.bd তে বর্ণিত আছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক চলমান প্রকল্প

ক) সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ কার্যকর করা।

প্রকল্পটি শুরু হয়েছে নভেম্বর ২০১৩ এবং শেষ হবে ফেব্রুয়ারী ২০১৮। প্রকল্পের ব্যয় ৩৭১ লক্ষ টাকা যার মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ৩৩৬ লক্ষ টাকা। উক্ত প্রকল্পের অধীনে নিম্ন বর্ণিত রিপোর্ট সমূহের চূড়ান্ত (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে।

i. বাংলাদেশ পানি বিধিমালা ২০১৭ এর চূড়ান্ত (খসড়া) প্রণয়ন।
ii. ওয়ারপোকে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত (খসড়া) প্রতিবেদন প্রণয়ন।
iii. বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ প্রতিষ্ঠানিকীকরণে তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার ফ্রেমওয়ার্কের (খসড়া) প্রণয়ন।
iv. বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর আলোকে উপকূলীয় অঞ্চলে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত (খসড়া) গাইড লাইন প্রণয়ন।
v. উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০১৭ (খসড়া) প্রণয়ন।
vi. ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০১৭ (খসড়া) প্রণয়ন ।

খ) ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিস্তারিত কারিগরী নকশা

ব্রহ্মপুত্র একটি প্রধান আন্তঃসীমান্ত নদী এবং বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এ নদী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুষ্ক মৌসুমে মোট প্রবাহের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ এ নদী দিয়ে প্রবাহিত হয় যা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। এ প্রেক্ষাপটে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পাশাপাশি উত্তর-মধ্যম অঞ্চলের পানি প্রবাহের বিষয়টি ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজের মাধ্যমে নিশ্চিত করা যাবে। এ ব্যারাজ নির্মাণ করা হলে সামগ্রিকভাবে শুষ্ক মৌসুমে ব্রহ্মপুত্র নদীর পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং ভূ-পরিস্থ পানি প্রবাহ নিশ্চিত করে ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, ভূ-গর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণ এবং এ পানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে। এ অঞ্চলের নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির ফলে নৌ-চলাচলের উপযোগিতা আনয়ন, পানি দূষণ হ্রাস করা, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও বহুবিদ উপকারসহ গ্রামীণ জনগণের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় (এনডব্লিউএমপি) ওয়ারপোকে ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজ নির্মাণের লক্ষ্যে সমীক্ষা পরিচালনা করার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া আছে। প্রকল্পের বিশদ সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় সামাজিক, পরিবেশ, অর্থনৈতিক, হাইড্রোলজিক্যাল এবং মরফোলজিক্যাল বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করা আছে। অপরদিকে বিশদ কারিগরী নকশা প্রণয়নে অর্ন্তভুক্ত রয়েছে সড়ক ও রেলপথ সম্বলিত ব্যারাজের নকশা, হেড রেগুলেটরের নকশা, সিল্ট ট্র্যাপের নকশা, নেভিগেশন লকের নকশা, প্রধান সেচ ও নিষ্কাশন খাল সমূহের নকশা এবং পানি, বিদ্যুৎ অবকাঠামো সমূহের প্রয়োজনীয় নকশা প্রণয়নসহ ব্যারাজ পরিচালনা নির্দেশিকা তৈরী অন্তর্ভুক্ত আছে। উক্ত সমীক্ষা প্রকল্পটি ৪/০১/২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। বর্তমানে প্রকল্পটির পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কাজ চলমান আছে।

গ) জলবায়ু পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং মনুষ্যজনিত হস্তক্ষেপের প্রভাবে উপকূলীয় অঞ্চলের মরফোলজীর উপর গবেষণা

জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, বন্যা ও নদী ভরাট উপকূলীয় অঞ্চলের একটি প্রধান সমস্যা। প্রায়োগিক গবেষণা এবং তার ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ এর সমাধানের উপায়। এ লক্ষ্যে ওয়ারপো "জলবায়ু পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং মনুষ্যজনিত হস্তক্ষেপের প্রভাবে উপকূলীয় অঞ্চলের মরফোলজীর উপর গবেষণা" শীর্ষক একটি গবেষণা প্রকল্প প্রস্তুত করেছে। এ গবেষণা জলাবদ্ধতা বিষয়ে জ্ঞানের স্বল্পতা হ্রাস করবে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো উপকূলীয় অঞ্চল তথা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ডেল্টা সিস্টেমের জলবায়ু জনিত পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্ঠর উচ্চতা বৃদ্ধি এবং মনুষ্যজনিত হস্তক্ষেপের ফলে কি ধরণের পরিবর্তন সাধিত হয় তা বোঝা এবং তার প্রেক্ষিতে প্রভাব ও ফলাফল নির্ধারণ করা। উক্ত গবেষণা প্রকল্পটির বিষয়ে ওয়ারপো এবং পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইন্সটিটিউট (আইডব্লিউএফএম), বুয়েট এর মধ্যে জুন ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ আলোকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধতার অতীত ইতিহাস ও তার কারণ পর্যালোচনাসহ ভূমি চিত্রের মাধ্যমে যশোর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও খুলনা জেলার বর্তমান এবং পূর্বের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। এ সকল তথ্যর মাধ্যমে জলাবদ্ধতার ভবিষৎদ্বানী করা এবং তা দূরীকরণের যথার্থ উপায় নিয়ে গবেষণা চলমান আছে। তদুপরি বিভিন্ন মাত্রায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে পলি মাটির অবক্ষেপণ হার নির্ণয় নিয়েও গবেষণা হচ্ছে। উক্ত গবেষণা প্রকল্পের অগ্রগতি ও কর্মপরিকল্পনার উপর গত ২৪/০৫/২০১৭ ইং তারিখে ওয়ারপোর সভা কক্ষে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট, আইডব্লিউএম, পানি সম্পদ কৌশল বিভাগ, বুয়েট) কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে মতামত প্রদান করেন। উক্ত মতামতের আলোকে গবেষণা প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। বর্তমানে ওয়ারপোর দুইজন কর্মকর্তা গবেষণা প্রকল্পের মডেলিং কাজ সম্পন্ন করার জন্য নিয়োজিত আছেন।

বিগত বছরের ওয়ারপোর বিবিধ কার্যক্রম সমূহ

ক) সাসটেইনেবল ডেভেলমেন্ট গোল (SD) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ওয়ারপোর কার্যক্রম

জাতিসংঘের সদস্য দেশ সমূহের অংশগ্রহণে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হলো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা যা সংক্ষেপে এসডিজি নামে পরিচিত। বিগত ২০১৫ সালের ২৫-৩০ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত “সাসটেইনেবল সামিট”এ“সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা ২০৩০” বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত এজেন্ডা অনুযায়ী আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সদস্য দেশসমূহ ১৭টি লক্ষ্যের (Goal) ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্যে একসাথে কাজ করার অঙ্গীকার করেছে।

উলেখিত ১৭টি লক্ষ্যের (Goal) মধ্যে SDG-6:“Ensure Availability and Sustainable Management of Water and Sanitation for all” পানি সেক্টর এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে অধিকতর সম্পর্কিত। এসডিজি-৬ এর গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করতে কার্যকরী পদক্ষেপ হিসেবে জাতিসংঘের এবং বিশ্বব্যাংকের ১১টি সদস্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধানগণের সমন্বয়ে ১টি High Level Panel on Water (HLPW) গঠণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত HLPW এর অন্যতম সদস্য এবং প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব HLPW বাস্তবায়নে শেরপা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের নেতৃত্বে ওয়ারপো SDG-6 এর লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বিগত ২০শে নভেম্বর,২০১৬ তারিখে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এর আওতায় “সবার জন্য নিরাপদ পানি ও পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা (লক্ষ্যমাত্রা-৬) বাংলাদেশ প্রেক্ষিত বিষয়ে” প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উলেখ্য যে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিগত ২০শে নভেম্বর ২০১৬ তারিখে উক্ত জাতীয় কর্মশালায় ওয়ারপো, এসডিজি-৬ এর থীম-৪ “By 2030, substantially increase water efficiency across all sectors and ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity and substantially reduce the number of people suffering from water scarcity” উপর থিমেটিক পেপার এবং সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করে। এ ছাড়াও ওয়ারপো SDG-6 ভুক্ত অন্যান্য থিম সমূহের কার্যপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কে সহযোগী সংস্থা হিসাবে সহায়তা প্রদান করছে।

খ) ওয়ারপোর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর মাধ্যমে ওয়ারপো বিগত অর্থবছরে যে সকল কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের কার্যকর মানোন্নয়ন এর মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতি সাধন করেছে সেগুলো হলোঃ সমন্বিতভাবে সামষ্টিক পানি সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সমূহে NWRD এবং ICRD এর উপাত্ত সমূহ সরবরাহ করা। বিগত ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা APA এর কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ শতভাগ অর্জন করতে সক্ষম করেছে।

গ) বিগত বছরে মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার কার্যক্রম

i) স্থানীয় ঃ প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২০১৬-২০১৭	১৬	৪৪

মতবিনিময় কর্মশালা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ ডিসি অফিস কনফারেন্স রুমে জাতীয় পানি আইন, ২০১৩ এর অধীন ‘খসড়া বাংলাদেশ পানি বিধিমালা-২০১৬’ এর আঞ্চলিক পর্যায়ের কর্মশালা

ii) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশাল ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২০১৬-২০১৭	১৬	৪৪

AIT
Asian Institute of Technology
ADMINISTRATION

থাইল্যান্ডে ওয়াটার লেজিস্‌লেশন এর উপর ট্রেনিং প্রোগ্রাম

ঘ) নিজস্ব স্থায়ী ভবনে কার্যকর ও সহায়ক তথ্য সেবা নিয়ে ওয়ারপো'র “ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র”

নিজস্ব স্থায়ী ভবনে স্থানান্তরিত হয়ে দ্রুততম সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল বই, রিপোর্ট, জার্নাল ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য ও প্রযুক্তির কার্যকর সেবা প্রদান করছে ওয়ারপো'র “ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র” ১। হার্ড কপি ২। ডিজিটাল কপি ৩। তথ্য ব্যবহারকারীর জন্য কার্যকর সহযোগী পরিবেশ ৪। সহায়ক রিডিং স্পেস ৫। জার্নাল ৬। ফটোকপি ৭। হেল্প ডেস্ক/ইনফরমেশন সেবা ইত্যাদির মাধ্যমে নিত্য নতুন বই, রিপোর্ট, জার্নাল এর তথ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ হচ্ছে ওয়ারপো”র “ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র”। পানি সম্পদ এবং সংশিষ্ট বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত দীর্ঘদিনের পুরনো, দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য, মূল্যবান বিভিন্ন স্টাডি/পরিকল্পনা/মহাপরিকল্পনার প্রতিবেদন, জার্নাল এবং বই-এ সমৃদ্ধ এবং প্রতিনিয়ত হালনাগাদকৃত ওয়ারপো লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র প্রতিনিয়ত ডিজিটালে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসরমান। ইতোমধ্যে সব চেয়ে দুর্লভ এবং মূল্যবান ডকুমেন্ট সমূহ ডিজিটাল ফর্মেটে রূপান্তরের মাধ্যমে লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্রের ডিজিটাল শাখা ক্রমাগত সমৃদ্ধ হচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পানি এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মোট ১১৩ টি নতুন বই ওয়ারপোতে সংযোজিত হয়েছে এবং BUET, IWM, BWDB (Rajshahi office), Delta Plan, RRI এর প্রতিনিধি সহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার প্রতিনিধি ওয়ারপোর লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র ব্যবহার করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ প্রাত্যাহিক দাপ্তরিক কাজ ও বিশেষ পরিকল্পনা কাজে প্রতিনিয়ত লাইব্রেরী ব্যবহার করে থাকেন।

ঙ) ওয়ারপো কর্মকর্তাবৃন্দের IT related প্রশিক্ষণ

জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ প্রকল্পের অধীনে ওয়ারপোর কর্মকর্তাবৃন্দকে “Time Series Data Quality Guideline” অনুসরণে উপাত্তের গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে Data Validation, Consistency Checking, Data Infilling, Correlation Analysis, Trend Detection & Analysis, Frequency Analysis বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত ছিল ।

চ) ওয়েব-বেজড্ ডিজিটাল আর্কাইভ সফট্ওয়্যার প্রস্তুত

ওয়ারপোর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক ডকুমেন্টের ডিজিটাল কপি সংরক্ষণ ও প্রয়োজনমতো সহজে ও দ্রুততার সাথে অনুসন্ধান ও ব্যবহারের লক্ষ্যে ওয়ারপোর একজন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কর্তৃক ওয়েব-বেজড্ ডিজিটাল আর্কাইভ সফট্ওয়্যার তৈরী করা হয়েছে।

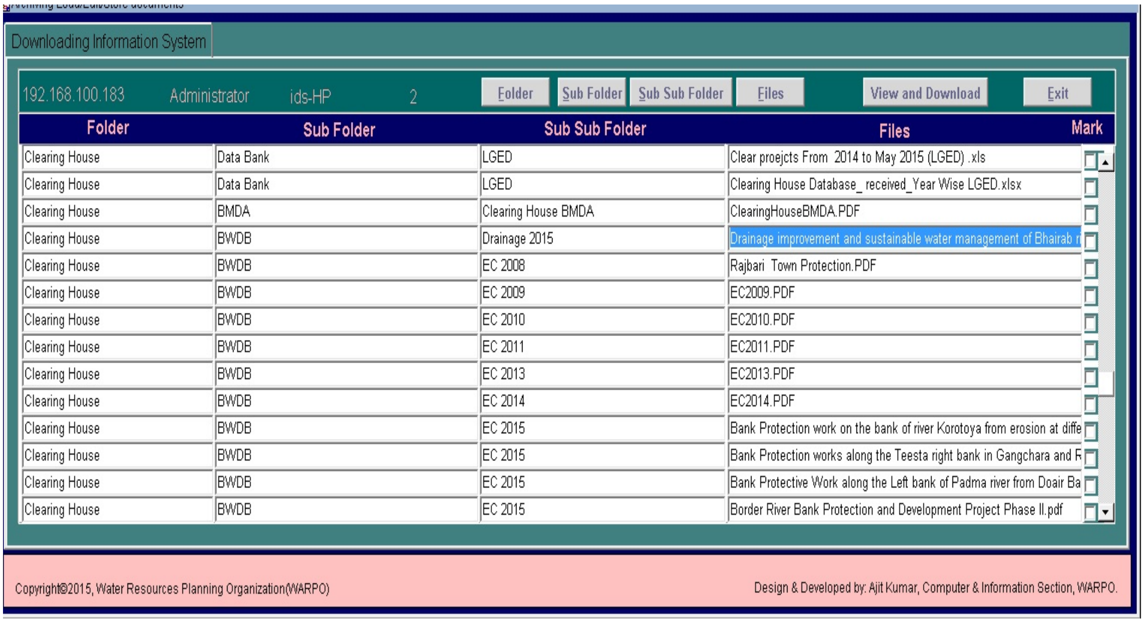

Folder	Sub Folder	Sub Sub Folder	Files	Mark
Clearing House	Data Bank	LGED	Clear proejcts From 2014 to May 2015 (LGED) .xls	☐
Clearing House	Data Bank	LGED	Clearing House Database_ received_Year Wise LGED.xlsx	☐
Clearing House	BMDA	Clearing House BMDA	ClearingHouseBMDA.PDF	☐
Clearing House	BWDB	Drainage 2015	Drainage improvement and sustainable water management of Bhairab r	☐
Clearing House	BWDB	EC 2008	Rajbari Town Protection.PDF	☐
Clearing House	BWDB	EC 2009	EC2009.PDF	☐
Clearing House	BWDB	EC 2010	EC2010.PDF	☐
Clearing House	BWDB	EC 2011	EC2011.PDF	☐
Clearing House	BWDB	EC 2013	EC2013.PDF	☐
Clearing House	BWDB	EC 2014	EC2014.PDF	☐
Clearing House	BWDB	EC 2015	Bank Protection work on the bank of river Korotoya from erosion at diffe	☐
Clearing House	BWDB	EC 2015	Bank Protection works along the Teesta right bank in Gangchara and R	☐
Clearing House	BWDB	EC 2015	Bank Protective Work along the Left bank of Padma river from Doair Ba	☐
Clearing House	BWDB	EC 2015	Border River Bank Protection and Development Project Phase II.pdf	☐

Copyright©2015, Water Resources Planning Organization(WARPO)

Design & Developed by: Ajit Kumar, Computer & Information Section, WARPO.

ওয়ারপোর ওয়েব-বেজড্ ডিজিটাল আর্কাইভ সফট্ওয়্যার

ছ) উন্নত উপাত্ত ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্ক

ওয়ারপো দেশের পানি সম্পদের উন্নত উপাত্ত ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন সংস্থার পারস্পরিক সহযোগিতার নেটওয়ার্কিং বিষয়ক একটি নির্দেশিকা "Establishment of Co-operative Inter-agency Networking for Improved Data Management" প্রস্তুত করেছে। উল্লেখিত নির্দেশিকা এবং প্রতিবেদনসমূহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার ব্যবহারের জন্য ওয়ারপোর ওয়েবসাইটে সংযোজন করা হয়েছে।

জ) বিভিন্ন সংস্থায় রিমোট সেন্সিং ইমেজের তালিকা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন

ওয়ারপো, জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) হালনাগাদকরণ কার্যক্রমের আওতায় দেশের বিভিন্ন সংস্থার রিমোট সেন্সিং ইমেজের তালিকা, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি, বিনিময় ব্যবস্থাপনা, ব্যবহৃত সফট্ওয়্যার, ভবিষ্যৎ চাহিদা ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে ।

ঝ) বিভিন্ন সংস্থার উপাত্ত তালিকা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন

সারাদেশের বিভিন্ন সংস্থায় রক্ষিত উপাত্ত ও উপাত্তভান্ডারের তালিকা, উপাত্ত সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা, উপাত্তের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ (need assessment), ব্যবহৃত সফট্ওয়্যার ব্যবহার ইত্যাদি তথ্য সংক্রান্ত হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রস্তুত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো এ বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থায় প্রশ্নমালা (Questionnaire) প্রেরণ করে এবং ৩৯ (উনচল্লিশ) টি সংস্থার তথ্য সম্বলিত 'Data Inventory and Data Needs Assessment Report for NWRD & ICRD' চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে ।

ঞ) ওয়ারপোর প্রশিক্ষণ কক্ষে জিআইএস ও রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

ওয়ারপো দেশব্যাপী সামষ্টিক পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান । ওয়ারপো, জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির (ইসিএনডব্লিউআরসি) সচিবালয় হিসেবে কর্মরত। বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ এর বাস্তবায়ন কার্যাবলী পরিবীক্ষণ করা, উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা কার্যাবলীর সমন্বয় করা, জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার হালনাগাদকরণ প্রভৃতি ওয়ারপোর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। পানি সম্পদ সেক্টরে জিআইএস-রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ারপোর প্রশিক্ষণ কক্ষে ওয়ারপোরসহ বিডব্লিউডিবি, এলজিইডি, আইডব্লিউএম, সিইজিআইএস-এর ২২ (বাইশ) জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ট) ওয়ারপোর উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

২০১৬-২০১৭ সময়কালে, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার প্রস্তাবিত বিষয়ে অনলাইনের মাধ্যমে জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (NWRD) এর উপাত্ত সংগ্রহ ও বিতরণ করা, ডাটা প্রাপ্যতা (Data Availability) ও অন্যান্য টুলসমূহ ইন্টারনেটে স্থাপন, সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, ই-ফাইলিং, ইনোভেশন, ওয়ারপোর লাইব্রেরী ডকুমেন্টসমূহ স্ক্যানিং এর মাধ্যমে ডিজিটাল ফর্মেটে রূপান্তর করা, ওয়ারপোর লাইব্রেরীতে পানি সম্পদ খাত সংশ্লিষ্ট News Clipping এর ডিজিটাল আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা করা, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ সম্পর্কে স্বল্পদৈর্ঘ্য তথ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ

এবং ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে জেলা, উপজেলা/ পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রেরণ, দেশের পানি খাতের উপাত্ত সংগ্রাহক ও সংরক্ষক বিভিন্ন সংস্থার সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ‘Co-operative Inter-agency Networking for Improved Data Management’ শীর্ষক কমিটি গঠন , ওয়ারপোর বিভিন্ন প্রকল্প, কার্যাবলী ও সেবায় উদ্ভাবন প্রক্রিয়া বিষয়ে মতামত/ আইডিয়া গ্রহণের জন্য ইমেইল ব্যবহার এবং অন্যান্য সামাজিক মাধ্যম যেমন-ফেইসবুক পেজ খোলা ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি প্রভৃতি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

ঠ) ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৬

ওয়ারপো, ১৯-২১ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ‘ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৬’ এ অংশগ্রহণ করে। উক্ত ডিজিটাল মেলায় ওয়ারপো ই-গভর্নেন্স এক্সপো সংক্রান্ত স্টলে ওয়েব-বেজড এনডব্লিউআরডি, আইসিআরডি, অনলাইন লাইব্রেরী, উপকূলীয় চর তথ্যাবলী, ওয়াটার রিসোর্সেস মডেলিং টুল প্রভৃতি সংক্রান্ত সফট্ওয়্যার ও পোস্টার প্রদর্শন করেছে ।

WARPO
Water Resources Planning Organization
Ministry of Water Resources
Digital World 2015
9-12 February 2015
02/12/2

‘ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৬’ তে ওয়ারপোর স্টল

ড) উন্নয়ন মেলা ২০১৬

দেশের বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত 'উন্নয়ন মেলা ২০১৬' তে ওয়ারপো কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩' সংক্রান্ত লিফলেট প্রদর্শন ও বিতরণ করা হয়েছে ।

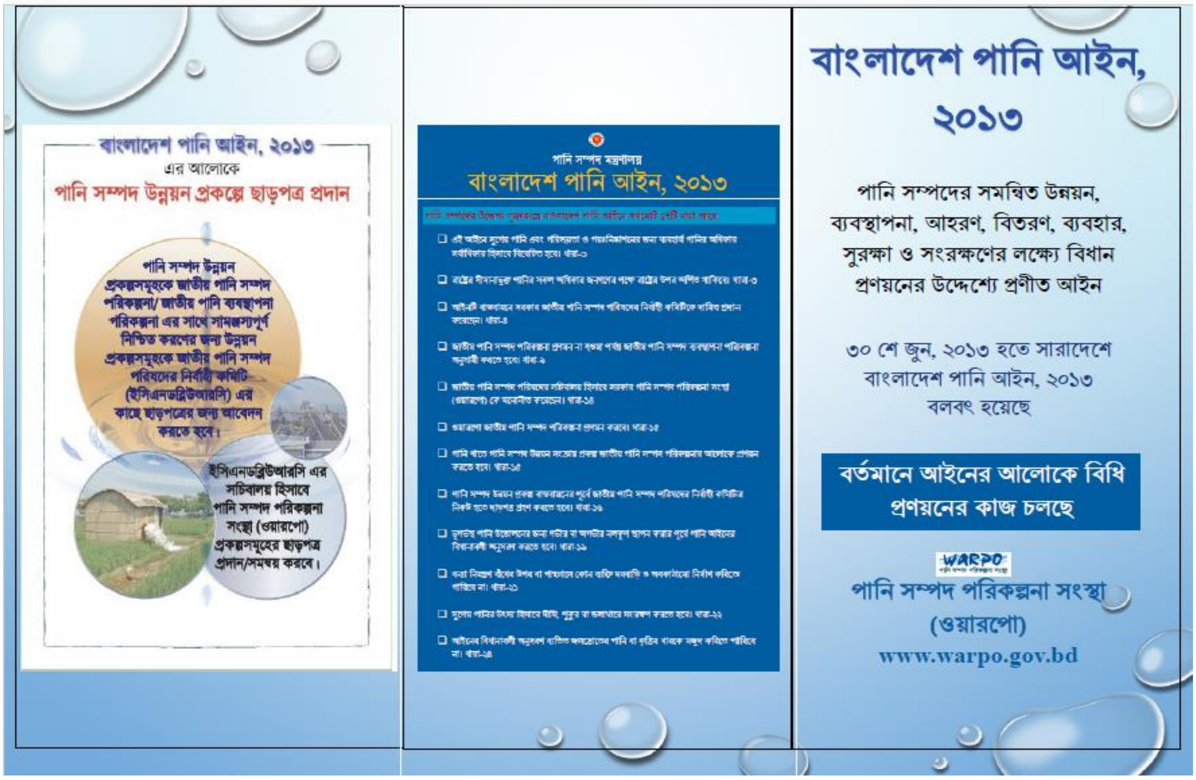

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩
এর আলোকে
পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে ছাড়পত্র প্রদান

পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহকে জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা/ জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিশ্চিত করণের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পসমূহকে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি) এর কাছে ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ইসিএনডব্লিউআরসি এর সচিবালয় হিসাবে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) প্রকল্পসমূহের ছাড়পত্র প্রদান/সমন্বয় করবে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩

পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, আহরণ, বিতরণ, ব্যবহার, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

৩০ শে জুন, ২০১৩ হতে সারাদেশে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বলবৎ হয়েছে

বর্তমানে আইনের আলোকে বিধি প্রণয়নের কাজ চলছে

WARPO
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
(ওয়ারপো)
www.warpo.gov.bd

'বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩' সংক্রান্ত লিফলেট

ওয়ারপোর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ক) 'বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩' বাস্তবায়নের জন্য দেশের ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির অবস্থান, গুণগত ও পরিমাণগত মূল্যায়ন (Assessment), ব্যবহার, চাহিদা, বন্টন নির্ধারণ করা এবং সুরক্ষা, সংরক্ষণ করা। উক্ত বিষয়ের আলোকে প্রকল্প প্রণয়নের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

খ) ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ

ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করার জন্য আঞ্চলিক পর্যায়ে ওয়ারপোর অফিস স্থাপন করা হবে। প্রাথমিক অবস্থায় বিভাগীয় পর্যায়ে এবং ক্রমান্বয়ে জেলা পর্যায়ে অফিস স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।

RRI
River Research Institute

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট
http://rri.gov.bd

চতুর্থ অধ্যায়

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (নগই)

পরিচিতি

বাংলাদেশ একটি নদী মাতৃক দেশ। এটি একটি জটিল পলিভরণকৃত বদ্বীপ। পদ্মা-গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও মেঘনা এ দেশের অন্যতম প্রধান ৩টি নদী। উত্তরের বন্যা, দক্ষিণের জলোচ্ছ্বাসসহ ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙ্গন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ অঞ্চলের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তৎকালীন সরকার ১৯৪৮ সালে ঢাকার তেজকুনী পাড়া মৌজায় (বর্তমান গ্রীন রোড) প্রায় ১২ (বার) একর জমির উপর হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরী নামে একটি গবেষণাগার স্থাপন করে এবং এটিকে সেচ পরিদপ্তরের অধীনে ন্যস্ত করে।

পরবর্তী কালে ক্রমবর্ধমান পানি সম্পদ উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের জন্য পানি সম্পদ কৌশলের বিভিন্ন টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হাইড্রলিক সমস্যার ব্যাপক গবেষণার আধুনিক সুবিধাদি হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে সম্পাদন করা সম্ভব না হওয়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরীকে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (নগই) এ রূপান্তর করে। নদী গবেষণা ইনস্টিটউট এর স্বতন্ত্র অফিস স্থাপনের জন্য ফরিদপুর শহর থেকে ৫ (পাঁচ) কিলোমিটার দূরে ঢাকা- বরিশাল সড়কের পাশে হারুকান্দি নামক এলাকায় ৮৬ (ছিয়াশি) একর জমি অধিগ্রহণ করে এবং ঢাকার গ্রীন রোডে অবস্থিত নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটকে ফরিদপুরে স্থানান্তর করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নদী গবেষণা ইনস্টিটউট এর বহুমুখী গবেষণা কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে ৫৩ নং আইন বলে নগইকে একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ হতে আলাদা করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরাসরি ন্যস্ত করে।

নগই'র উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী (১৯৯০ সনের ৫৩ নং আইন অনুযায়ী)

- নদী প্রশিক্ষণ, নদীভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনে নকশা প্রণয়নের জন্য এবং নদী কৌশল, নদীর পলল নিয়ন্ত্রণ, নদীর মোহনা ও জোয়ার ভাটা সম্পর্কিত গবেষণা কাজে ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা;
- পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য নদীর পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা, পানি বিজ্ঞান, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি বিশেষতঃ লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ সম্পর্কে গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা;
- নদী প্রশিক্ষণ, নদীর ভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণ পরীক্ষা এবং নির্মাণ কাজের মানের তদন্ত এবং মূল্যায়ন করা;
- উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট কারিগরী বিষয়ে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা;
- উপরোল্লিখিত কোন বিষয় সম্পর্কে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা;
- উহার কার্যাবলীর মত একই প্রকার কার্যে নিয়োজিত অন্য কোন দেশী বা বিদেশী সংস্থার সাথে সহযোগিতা করা এবং যৌথ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

নগই'র সাংগঠনিক কাঠামো

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ বহুমুখী গবেষণামূলক সংস্থা যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করছে। ইনস্টিটিউটের পরিচালনা ও প্রশাসন ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান, মহাপরিচালক, নগই পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব এবং ইনস্টিটিউটের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা।

নগই পরিচালনা বোর্ড

নগই এর পরিচালনা বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিতঃ

(১)	মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-	চেয়ারম্যান
(২)	চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ফরিদপুর	-	সদস্য
(৩)	মাননীয় সংসদ সদস্য (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
(৪)	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৫)	সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৬)	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	-	সদস্য
(৭)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	-	সদস্য
(৮)	পানি সম্পদ প্রকৌশলী/ বিজ্ঞানী	-	সদস্য
(৯)	পানি সম্পদ প্রকৌশলী/ বিজ্ঞানী	-	সদস্য
(১০)	মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	-	সদস্য-সচিব

নগই'র কর্মকান্ড ও জনবল

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণাসহ বিভিন্ন কারিগরি কাজ যেমন ভৌত ও গাণিতিক মডেল স্টাডি ও ল্যাবরেটরী টেস্ট যথাক্রমে হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর ও জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রশাসন ও অর্থ দপ্তরের মাধ্যমে নগই'র সার্বিক প্রশাসন পরিচালনাসহ অর্থনৈতিক বিষয়াবলিও নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রায় প্রতি বছরই ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে প্রেরণ করা হয়। প্রতি বছর নগইর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বিভিন্ন মেয়াদে দেশে-বিদেশে সেমিনার/ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণ কোর্স এ অংশগ্রহণ করেন। ইনস্টিটিউটের অনুমোদিত মোট জনবল ২৫৭ জন এবং বর্তমানে কর্মরত জনবল ২০৪ জন। নগইর কর্মকান্ড যে ৩টি পরিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় সেগুলো হলোঃ

১) হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর

২) জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর

৩) প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর

নগই'র পরিদপ্তরভিত্তিক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর

হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তরের অধীনে ৩টি বিভাগ রয়েছে।

(১) রিভার এন্ড কোস্টাল হাইড্রলিক বিভাগঃ এই বিভাগের মাধ্যমে নদী প্রশিক্ষণ, নদী ভাঙ্গণরোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী কৌশল, নদীর পলল নিয়ন্ত্রণ, নদীর মোহনা ও জোয়ার ভাটা সম্পর্কিত গবেষণা কাজে ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। ভৌত মডেলে নদীর বিভিন্ন process সমূহ বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা সম্ভব হয় এবং বিভিন্ন Hydraulic Structure এর কার্যকারিতা নির্ণয় করা যায়।

(২) হাইড্রলিক স্ট্রাকচার এন্ড ইরিগেশন বিভাগঃ এই বিভাগের মাধ্যমে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কিত বিভিন্ন কাঠামো যেমন ব্রীজ, ব্যারেজ, স্লুইস, কালভার্ট, গ্রোয়েন, রিভেটমেন্ট ইত্যাদির প্রকৃত স্থান নির্ধারণসহ নকশা কাজে প্রয়োজনীয় প্যারামিটার যাচাইয়ের জন্য ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়।

(৩) ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং বিভাগঃ এই বিভাগের উপর পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য নদীর পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা, পানি বিজ্ঞান, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি বিশেষতঃ লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ সম্পর্কে সমীক্ষা পরিচালনা করার দায়িত্ব প্রদান করা আছে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত মডেল স্টাডি

ক্রমিক	মডেলের নাম	ক্লায়েন্টের নাম	কাজের অবস্থা
১	পটুয়াখালী সড়ক বিভাগাধীন পায়রা নদীর উপর প্রস্তাবিত পায়রা ব্রীজ protection এর জন্য “Physical Model Investigation for the Protection of Paira Bridge over the Paira River under Patuakhali District”-শীর্ষক মডেল।	LONGJIAN ROAD & BRIDGE CO. LTD, China	কাজটি সম্পাদন পূর্বক ক্লায়েন্ট বরাবর ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে।
২	সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন প্রস্তাবিত সাচনা-গোলকপুর রোড নির্মাণের লক্ষ্যে ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং এর মাধ্যমে হাইড্রোলজিক্যাল এবং মরফোলজিক্যাল স্টাডি।	সুনামগঞ্জ রোড ডিভিশন, সওজ অধিদপ্তর।	উক্ত স্টাডির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। Draft Final Report ক্লায়েন্ট বরাবর দাখিল করা হয়েছে।
৩	কুড়িগ্রাম সড়ক বিভাগের আওতায় দুধকুমার নদীর উপর প্রস্তাবিত “Hydrological and Morphological Study for Sonahat Bridge over the river Dudkumer at 5th K.M. of Burungamari-Sonahat-Mothergonj-Bhitorband-Nageshwari Road under Kurigram Road Division, Kurigram”-শীর্ষক মডেল স্টাডির কাজ।	কুড়িগ্রাম রোড ডিভিশন, সওজ অধিদপ্তর।	কাজটি সম্পাদন পূর্বক ক্লায়েন্ট বরাবর ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে।
৪	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এল.জি.ই.ডি), কিশোরগঞ্জ জেলার আওতায় "Hydrological and Morphological Study to Support Planning and for the Improvement of Nikli–Soharmul-Karimganj Road under Rural Infrastructures Development Project of Kishorgonj District under Local Government Engineering Department"- শীর্ষক মডেল স্টাডির কাজ।	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এল.জি.ই.ডি), কিশোরগঞ্জ।	উক্ত স্টাডির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। Final Report ক্লায়েন্ট বরাবর দাখিল করা হয়েছে।

পায়রা ভৌত মডেল স্ট্যাডির কয়েকটি ছবি নিম্নরূপঃ

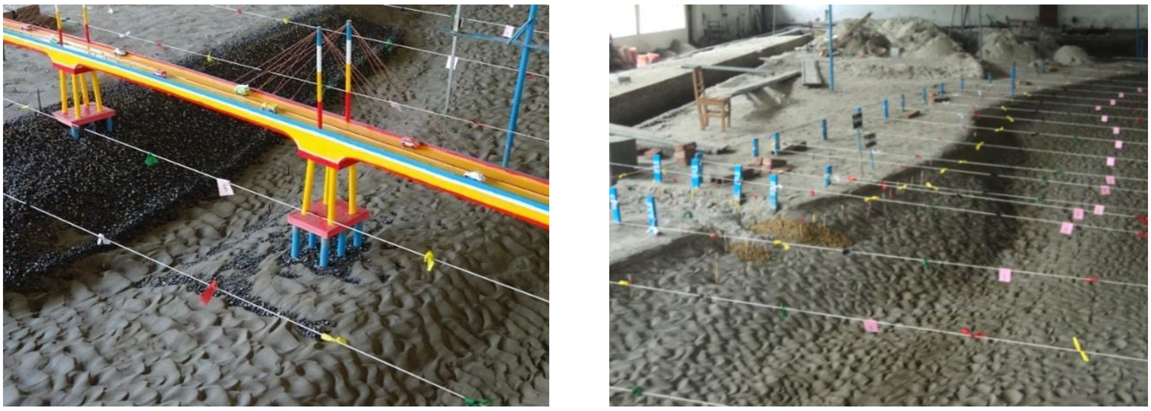

Local scour in the vicinity of bridge pier and revetment

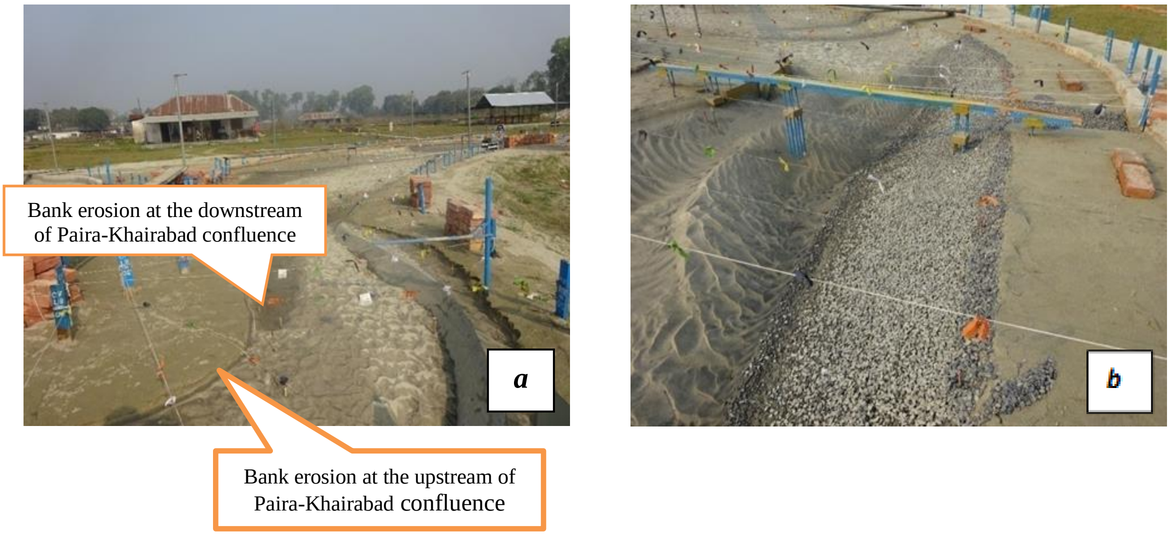
Bank erosion at the downstream of Paira-Khairabad confluence
Bank erosion at the upstream of Paira-Khairabad confluence
a
b

(a) Open air bed showing bank erosion along left bank of Khairabad river (b) Local scour around the pier-18 with dredge channel condition for test T3-d (discharge of 15266m^3/s and water level +2.50mPWD)

Sonahat Bridge ম্যাথ মডেল স্টাডির initial bathymetry, velocity field with proposed bridge, tentative positions of the bank protection works, alignment of bridge and approach road ইত্যাদি নিম্নবর্ণিত ছবিতে দেয়া হলো।

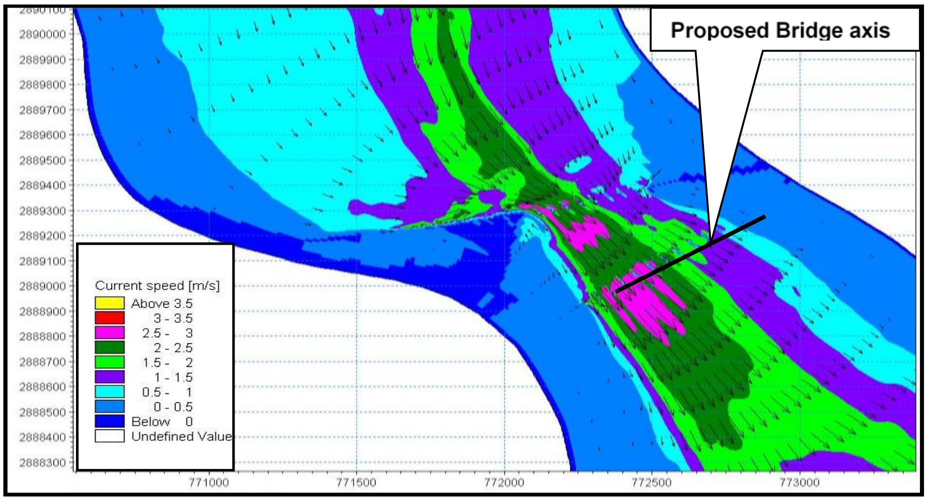
Proposed Bridge axis
Current speed [m/s]
Above 3.5
3 - 3.5
2.5 - 3
2 - 2.5
1.5 - 2
1 - 1.5
0.5 - 1
0 - 0.5
Below 0
Undefined Value
2890000
2889900
2889800
2889700
2889600
2889500
2889400
2889300
2889200
2889100
2889000
2888900
2888800
2888700
2888600
2888500
2888400
2888300
771000
771500
772000
772500
773000

Velocity field at and around the proposed Sonahat bridge location

বর্তমানে হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত চলমান মডেল স্টাডিসমূহ

ক্রমিক নং	মডেলের নাম	ক্লায়েন্টের নাম	কাজের অবস্থা
১	নদী তীর ভাঙ্গন রক্ষার্থে কংক্রীট ব্লক ম্যাট এবং ফিল্টারসহ ডাম্প কংক্রীট ব্লকের কার্যকারিতা স্টাডি।	বাপাউবো	বিগত ০৬/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ বাপাউবো এবং নগইর মধ্যে উক্ত কাজের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। Inception Report ক্লায়েন্ট বরাবর দাখিল করা হয়েছে। বর্তমানে স্টাডির কাজ চলছে।
২	দিনাজপুর সড়ক বিভাগের আওতায় পুনর্ভবা নদীর উপর প্রস্তাবিত কাহারোল ব্রীজের হাইড্রলোজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি।	দিনাজপুর রোড ডিভিশন, সওজ অধিদপ্তর	বিগত ১৯/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে নগই এবং ক্লায়েন্টের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে কাজটি চলমান রয়েছে।

ক্রমিক নং	মডেলের নাম	ক্লায়েন্টের নাম	কাজের অবস্থা
৩	Physical Model Investigation to study the Effectiveness of New Dhaleswari River Off-take Structure to support the Design Work of the Buriganga River Restoration Project" - শীর্ষক মডেল স্টাডি।	বাপাউবো	গত ১৩/০৬/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ভৌত মডেল স্টাডি কাজের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। বিগত ২৭/০৬/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ Inception Report, BWDB বরাবর দাখিল করা হয়েছে। বর্তমানে স্টাডির কাজ চলছে।
৪	"Physical Model study for Supporting Design of the Proposed Bangabandhu Railway Bridge upstream of Existing Bangabandhu Multipurpose Bridge over the River Jamuna"- শীর্ষকমডেল স্টাডি।	Development Design Consultants Ltd. (DDC)	গত ২৮/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ভৌত মডেল স্টাডি কাজের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। বিগত ০৭/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ Inception Report, BWDB বরাবর দাখিল করা হয়েছে। বর্তমানে স্টাডির কাজ চলছে।

বর্তমানে হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত চলমান গবেষণা কাজ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মহানন্দা নদীতে শুষ্ক মৌসুমে পানির স্বল্পতা সমস্যার কারণ অনুসন্ধান ও তা নিরসনের জন্য "Hydro-morphological study of the Mahananda River in Bangladesh with focus on problems and probable solutions of dry season flow scarcity"- শিরোনামে একটি গবেষণার কাজ চলছে। গবেষণা কাজটি সম্পাদনের জন্য WARPO, CEGIS, BWDB, BMDA, LGED, BUET, BMD সহ অন্যান্য দপ্তর হতে অধিকাংশ Secondary data সংগ্রহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ডাটা সংগ্রহের কাজ চলমান আছে। Socio-economic ও Environmental survey সহ Primary data সংগ্রহের প্রথম পর্যায়ের (শুষ্ক মৌসুমের) কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং wet season এর কাজ শুরু করার প্রস্তুতি চলছে। মহানন্দা নদীর এবং নদীর পার্শ্ববর্তী ১৭টি স্থানে surface water এবং ground water এর arsenic, manganese, phosphate, sulphate, pH, Total Dissoved Solid (TDS), Dissolved Oxygen (DO), Electrical Conductivity (EC), Salinity, Resistivity, Temperature ইত্যাদি প্যারামিটার পরীক্ষা করা হয়েছে। অধিকাংশ প্যারামিটারগুলোর মান পরিবেশগত গ্রহণযোগ্য মানমাত্রার মধ্যে পাওয়া গেলেও arsenic এবং manganese এর মান গ্রহণযোগ্য মানমাত্রার চেয়ে বহুগুণ বেশী পাওয়া গিয়েছে। উল্লেখ্য যে, WHO এর মতে Drinking Water এ manganese এর মান ০.4 mg/l এর বেশী থাকলে Neurological Damage হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। গত ২১/০৬/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মহানন্দা রিসার্চ স্ট্যাডির টীম লিডার জনাব প্রকৌ. মোঃ মতিয়ার রহমান মন্ডল এর উপস্থাপনায় গবেষণাটির উপর নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর এর কনফারেন্স রুমে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। দু'বছর মেয়াদী গবেষণাটি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে শুরু হয়েছে এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে শেষ হবে ।

বর্তমানে হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত চলমান পাইলট প্রকল্পের কাজ

ক্রমিক নং	মডেল/গবেষণার নাম	কাজের বর্তমান অবস্থা
১	ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে জামালপুর জেলার এবং শেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে নদীর তীর সংরক্ষণ পাইলট প্রকল্প, কোড নং-৫০৫১	ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নাধীন।
২	ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে জামালপুর জেলার পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ ও দশানী নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর সদর, মেলান্দাহ ও ইসলামপুর উপজেলা রক্ষা পাইলট প্রকল্প, কোড নং-৫০৫২	ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নাধীন।

ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে ভূমি পুনঃরুদ্ধার, নদীর তীর রক্ষা, পুনঃরুদ্ধারকৃত ভূমিতে ফসল চাষ এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এর কয়েকটি ছবি নিম্নরূপ

Local people planting paddy behind the Bamboo Bandal in the accreted land

Local people catching fish around the Bamboo Bandal

হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত কাজ

ক্রমিক নং	মডেলের নাম	ক্লায়েন্টের নাম	বর্তমান কাজের অবস্থা
১	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার কুর্নিবাড়ি হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর রক্ষার্থে ভৌত মডেল স্টাডির কাজ।	বাপাউবো	মডেল স্টাডি সম্পাদনের লক্ষ্যে চুক্তিপত্রের খসড়া নগই কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া পওর সার্কেল, বগুড়া বরাবর দাখিল করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাপাউবো এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে বেশ কয়েকটি মিটিং সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে যোগাযোগ অব্যহত রয়েছে।

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তরের অধীনে ৩টি বিভাগ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে (১) সয়েল মেকানিক্স এন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগ - এই বিভাগের মাধ্যমে মাটির কৌশলগত গুণাগুণ নির্ণয়কল্পে পরীক্ষার কাজ সম্পাদন করা হয়। (২) ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগ - এই বিভাগের মাধ্যমে বালি, সিমেন্ট ও নির্মাণ সামগ্রীর গুণাগুণ নির্ণয়কল্পে পরীক্ষার কাজ সম্পাদন করা হয়। (৩) সেডিমেন্ট, কেমিক্যাল এন্ড ওয়াটার পলুশান বিভাগ - এই বিভাগের মাধ্যমে নদীর পলির পরিমাণ এবং গুণাগুণ নির্ণয়সহ পানির রাসায়নিক বিশ্লেষণের কাজ সম্পাদন করা হয়।

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ অন্যান্য সংস্থার জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণকল্পে পরিকল্পনা ও ডিজাইনের নিমিত্তে সংগৃহীত মৃত্তিকা, কংক্রীট ও নির্মাণ উপকরণ সামগ্রী, পলি এবং পানির নমুনা পরীক্ষা করে থাকে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পরীক্ষা কাজের জন্য এ দপ্তর হতে প্রয়োজন অনুযায়ী অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান প্রেষণে স্থাপন করা হয়।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ

১) সয়েল মেকানিক্স এন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও অন্যান্য সংস্থা হতে সংগৃহীত ১৪৩৬টি মৃত্তিকা নমুনার প্রকৌশলগত গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয় এবং যথারীতি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পরীক্ষিত নমুনার ফলাফলসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

২) ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগে বাপাউবোসহ অন্যান্য সংস্থা হতে সংগৃহীত ১০৯টি নমুনা কংক্রীট ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

৩) সেডিমেন্ট, কেমিক্যাল এন্ড ওয়াটার পলুউশন বিভাগে বাপাউবো হতে সংগৃহীত ৫২৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। পলল রসায়ন ও পানি দূষণ বিভাগ পরীক্ষাগারে পরীক্ষা শেষে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চাহিদা মোতাবেক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

Triaxial Shear Test Apparatus used for determining Shearing strength of soil

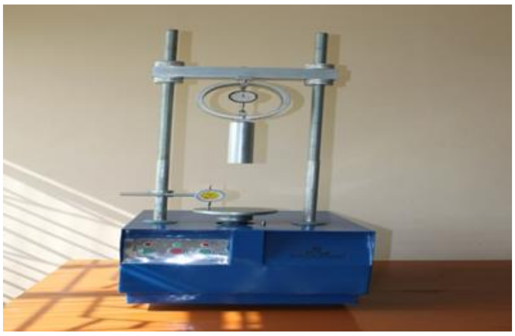

CBR Test Apparatus used for determining bearing capacity of soil

Atomic Absorption Spectrometer used for determining heavy metals of soil and water sample

Universal testing machine used for testing of MS rod, flat bar, concrete cylinder, block etc.

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা কাজ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত 'নদী জীবনের সন্ধানে'- শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নদীর গতি প্রকৃতি, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও নদীকে উপজীব্য করে চলা জীবন ও জীবিকার উপর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের প্রভাব নিরূপণের জন্য নগই কর্তৃক দুই বছর মেয়াদী (জুলাই/২০১৫ খ্রিঃ হতে জুন/২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত) "Investigation of hydro-morphological and environmental status of the Karnaphuli river "- শীর্ষক গবেষণা কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল হিসেবে মৃত্তিকা ও নদী-পানির গুণাগুণ, নদীর প্রতিবেশের উপরে নৃ-তাত্তিক প্রভাব, hydro-morphological behavior, flow and sediment transport regime প্রভৃতি বিষয় সমূহ তথ্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করবে যা উন্নততর জ্ঞানার্জনে ভূমিকা রাখবে। সমগ্র নদী প্রবাহে মারকারি (Hg) একটি বড় ধরণের দূষণ হিসেবে পাওয়া গিয়েছে। তবে এর উৎস নির্ধারণ করা যায় নাই। পরিকল্পিত ড্রেজিং এর অভাবে শুষ্ক মৌসুমে পাহাড়ি এলাকায় যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম নৌ-রুট বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাপক বৃক্ষ নিধন এবং পরিবেশ বান্ধব বৃক্ষ রোপণের অভাবে মাটি, পানি ধরে রাখতে না পারায় শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাব দেখা দিচ্ছে। মাছের ব্যাপক হ্রাস পাওয়ায় বিষয়টির জন্য বিশেষ গবেষণার প্রয়োজন।

উক্ত গবেষণা বিষয়ের উপর নগইতে একটি সেমিনার গত ২১/০৬/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর

এই পরিদপ্তরের অধীনে ছয়টি শাখা রয়েছে। যথা- লাইব্রেরি, জনসংযোগ ও ফটোগ্রাফি, সম্পত্তি, ভান্ডার, সংস্থাপন এবং নিরীক্ষা ও হিসাব। এই দপ্তরের মাধ্যমে ইনস্টিটিউট এর প্রশাসন, হিসাব ও নিরীক্ষা, গণসংযোগ, সম্পত্তি, জনশক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজ করা হয়।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের প্রাপ্তি ও ব্যয়ের হিসাব (লক্ষ টাকায়)

প্রাপ্তি		ব্যয়	
বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
সরকারি অনুদান	১২৪৫.০০	সংস্থাপনঃ ○ কর্মকর্তাদের বেতন ২২৪.০৭ ○ কর্মচারীদের বেতন ৩৩৫.৭১ ○ ভাতাদি ৪৫৬.১০ ○ সরবরাহ ও সেবা ১৮০.১৭ ○ মেরামত ও সংরক্ষণ ৩৬.৯৯ ○ মূলধন ব্যয় ১১.৯৬	১২৪৫.০০
মডেল স্টাডি বাবদ	২৭৪.৭৮	মডেল স্টাডি বাবদ	১৬৫.৯৫
মৃত্তিকা নমুনা পরীক্ষার ফি	৪১.৭৩	মৃত্তিকা নমুনা পরীক্ষা	২০.৫৪
অন্যান্য	২০.৪৭	অব্যয়িত টাকা ফেরৎ	-
	১৫৮১.৯৮	উদ্বৃত্ত (+)	১০৪.৯২
			১৫৩৬.৪১

নগই'র সুবিধাদি

(১) **উন্মুক্ত মডেল এলাকা ঃ** নয়টি কম্পার্টমেন্টের সমন্বয়ে উন্মুক্ত মডেল এলাকা গঠিত। নয়টির মধ্যে তিনটির সাইজ ১২৫ মিটার x ৪০ মিটার এবং বাকী ছয়টির সাইজ ৬০ মিটার x ৪০ মিটার। প্রতিটি কম্পার্টমেন্ট ক্যানেল নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত এবং পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে ক্যানেল নেটওয়ার্কে পানি সরবরাহ করা হয়। পাম্পিং স্টেশনে স্থাপিত পাম্পের ও ক্যানেলের সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা ৬০০ লিটার/সেকেন্ড।

(২) **ইনডোর মডেল এলাকা ঃ** দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার জন্য দুটি মডেল শেড রয়েছে, যার প্রতিটির সাইজ ১০০ মিটার x ৩০ মিটার। শেড দুটির একটিতে ওয়েব বেসিন, টিলটিং ফ্লুম রয়েছে।

(৩) **ল্যাবরেটরি ঃ** জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কনক্রিট, সেডিমেন্ট টেকনোলজি, হাইড্র এন্ড জিও-কেমিস্ট্রি ফিল্ডে গবেষণাসহ পরীক্ষা নিরীক্ষা কাজের জন্য তিনটি আধুনিক ল্যাবরেটরি রয়েছে, যার ফ্লোর এরিয়া ২০০০ বর্গ মিটার এবং বিভিন্ন সাইজের ও মাপের প্রায় ৯১টি যন্ত্রপাতি রয়েছে। এ ছাড়া গাণিতিক মডেল সম্পাদনের জন্য একটি Sophisticated ল্যাবরেটরীও রয়েছে।

(৪) **রেস্ট হাউস ঃ** নগইতে উন্নত সুযোগ সুবিধা সম্বলিত দুটি VIP কক্ষ ও ৮টি AC কক্ষ বিশিষ্ট একটি আধুনিক রেস্ট হাউস রয়েছে।

(৫) **অডিটরিয়াম/কনফারেন্স ঃ** নগইতে ৩০০ জন লোক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অডিটরিয়াম আছে। এ ছাড়া ৬০ জন ও ৩০ জন লোক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি কনফারেন্স রুমও আছে।

(৬) **জেনারেটর ঃ** নগই REB এর পাওয়ার সাপ্লাই এর সাথে সংযুক্ত। এর অতিরিক্ত নগইতে দুটি পাওয়ার জেনারেটর আছে। নগইতে REB এর পাওয়ার সাপ্লাই না থাকলে এগুলো নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে।

নগই'র প্রকাশনা

প্রতি বছর একটি করে টেকনিক্যাল জার্নাল প্রকাশিত হয়। এটি একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিজ্ঞান গবেষণা পেপার, যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ISSN 1606-9277 এ ছাড়াও নগইর কার্যক্রমের উপর প্রতি বছর Annual Report এবং মাঝে মাঝে News Letter প্রকাশিত হয়।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ

http://jrcb.gov.bd

পঞ্চম অধ্যায়

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ

ভূমিকা

আবহমানকাল ধরে নদীমাতৃক বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা আবর্তিত হচ্ছে পানিকে ঘিরে। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রায় ৪০৫টি নদী প্রবাহিত হচ্ছে। এ নদীগুলোর মধ্যে ৫৭টি হচ্ছে আন্তঃসীমান্ত নদী। ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত নদীর মধ্যে ৫৪টি নদী ভারত হতে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং ৩টি এসেছে মায়ানমার থেকে। ৫৪টির মধ্যে ৫১টি নদী বস্তুতঃপক্ষে তিনটি বৃহৎ নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার অববাহিকাভুক্ত। এ তিনটি নদী অববাহিকার মোট আয়তন ১.৭২ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার, যার মাত্র ৭ শতাংশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত। বর্ষা মৌসুমে পানির অতি আধিক্য এবং শুকনো মৌসুমে পানির নিদারুণ দুষ্প্রাপ্যতা আমাদের দেশের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে এক রূঢ় বাস্তবতা। পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন বহুলাংশে নির্ভর করে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অভিন্ন ৫৪টি আন্তঃসীমান্ত নদীর পানির যথাযথ বণ্টন ও ব্যবস্থাপনার উপর।

গঠন ও জনবল

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে দু'দেশের বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে অভিন্ন নদীর ব্যাপক জরিপ কার্যক্রম পরিচালন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য স্থায়ী ভিত্তিতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়। এছাড়া, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের বিস্তারিত প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রধান প্রধান নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের উপর সমীক্ষা পরিচালন, উভয় দেশের জনগণের পারস্পরিক সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে এতদ্াঞ্চলের পানি সম্পদের ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার এবং বাংলাদেশের সাথে ভারত সংলগ্ন এলাকায় পাওয়ার গ্রীড সংযোজনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য দু'দেশের বিশেষজ্ঞদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের স্ট্যাটিউট (Statute) স্বাক্ষরিত হয়। মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ পক্ষের চেয়ারম্যান।

স্ট্যাটিউটে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন বিশেষভাবে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করবে বলে উল্লেখ রয়েছেঃ

ক. অংশগ্রহণকারী দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে সর্বাধিক যৌথ ফলপ্রসূ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অভিন্ন নদীসমূহ থেকে সর্বোচ্চ সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

খ. বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ উদ্ভাবন ও যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়নের সুপারিশকরণ;

গ. আগাম বন্যা সতর্কীকরণ, বন্যা পূর্বাভাস ও ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রস্তাব প্রণয়ন;

ঘ. দু'দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের সমীক্ষা পরিচালন যাতে করে উভয় দেশের জনসাধারণের পারস্পারিক সুফল আনয়নে আঞ্চলিক পানি সম্পদ সমতার ভিত্তিতে ব্যবহার করা যায়;

ঙ. উভয় দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ সমস্যার উপর সমন্বিত গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন।

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের বাংলাদেশ পক্ষের কার্যাবলীসহ আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সরকার যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর ৪৮ জনবল বিশিষ্ট একটি সেট আপ অনুমোদন করেছে। সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

আন্তঃসীমান্ত নদীসমূহের পানি সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন বিষয়ে ভারত ছাড়াও একই অববাহিকাভুক্ত অন্যান্য দেশ যথাঃ চীন ও নেপালের সঙ্গে যৌথ নদী কমিশনের আনুষ্ঠানিক সমঝোতা রয়েছে এবং বিভিন্ন দেশের সাথে যৌথ নদী কমিশন এর আনুষ্ঠানিক প্রতিপক্ষ কাঠামো বিদ্যমান আছে।

যৌথ নদী কমিশন গঠনের পর থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন, বন্যা পূর্বাভাস সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় তীর সংরক্ষণমূলক কাজ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার জন্য কমিশনের মোট ৩৭টি সভা পর্যায়ক্রমে ঢাকা ও দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিশনের সর্বশেষ (৩৭তম) সভা বিগত মার্চ, ২০১০ মাসে নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো

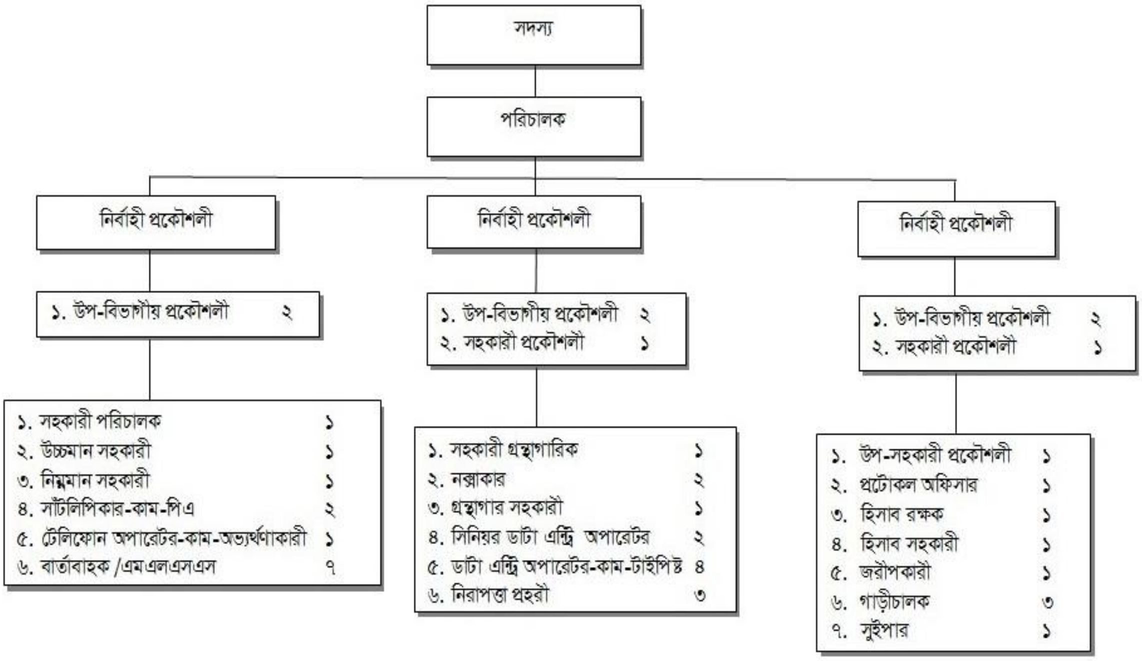
সদস্য
পরিচালক
নির্বাহী প্রকৌশলী
১. উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ২
১. সহকারী পরিচালক ১
২. উচ্চমান সহকারী ১
৩. নিম্নমান সহকারী ১
৪. সাঁটলিপিকার-কাম-পিএ ২
৫. টেলিফোন অপারেটর-কাম-অভ্যর্থণাকারী ১
৬. বার্তাবাহক /এমএলএসএস ৭
নির্বাহী প্রকৌশলী
১. উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ২
২. সহকারী প্রকৌশলী ১
১. সহকারী গ্রন্থাগারিক ১
২. নক্সাকার ২
৩. গ্রন্থাগার সহকারী ১
৪. সিনিয়র ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২
৫. ডাটা এন্ট্রি অপারেটর-কাম-টাইপিষ্ট ৪
৬. নিরাপত্তা প্রহরী ৩
নির্বাহী প্রকৌশলী
১. উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ২
২. সহকারী প্রকৌশলী ১
১. উপ-সহকারী প্রকৌশলী ১
২. প্রটোকল অফিসার ১
৩. হিসাব রক্ষক ১
৪. হিসাব সহকারী ১
৫. জরীপকারী ১
৬. গাড়ীচালক ৩
৭. সুইপার ১

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর জনবলের বিবরণ (জুন, ২০১৭ অনুযায়ী)

গ্রেড	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
৪র্থ (নিজ বেতনক্রমে)	১	১	০
৪র্থ	১	১	০
৫ম	৩	১	২
৬ষ্ঠ	৬	৪	২
৯ম	৩	১	২
১০ম	২	১	১
১১তম	৩	১	২
১৩তম	৩	২	১
১৫তম	৫	-	৫
১৬তম	১০	৫	৫
২০তম	৭	২	৫
চুক্তি ভিত্তিক	৪	৪	০
মোট	৪৮	২৩	২৫

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর অনুমোদিত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদির বিবরণ (টিওএন্ডই)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা
১।	কার	১টি
২।	মাইক্রোবাস	২টি
৩।	মটর সাইকেল	১টি
৪।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	৮টি
৫।	পাবলিক এড্রেস সিস্টেম	১টি
৬।	কম্পিউটার	২৩টি
৭।	ল্যাপটপ	২টি
৮।	স্ক্যানার	১টি
৯।	প্রিন্টার	৮টি

ক্রমিক নং	অনুমোদিত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা
১০।	ফ্যাক্স মেশিন	১টি
১১।	ফটোকপিয়ার	২টি
১২।	মাল্টিমিডিয়া	১টি
১৩।	শ্রেডার মেশিন	২টি
১৪।	প্ল্যানিমিটার	২টি
১৫।	রোটোমিটার	২টি
১৬।	আইপিএস	২টি
১৭।	রেফ্রিজারেটর	১টি
১৮।	হ্যান্ড হেল্ড জিপিএস	১টি
১৯।	মাইক্রোওভেন	১টি
২০।	ক্যামেরা	১টি

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যাবলী

১. আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন, যৌথ ব্যবস্থাপনা, বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বিনিময়, ভারতীয় এলাকায় প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম এবং সীমান্তবর্তী এলাকার বাঁধ ও নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে ভারতের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

২. ১৯৯৬ সালের গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির আওতায় প্রতি বছর ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়কালে ভারতের ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর যৌথ প্রবাহ পর্যবেক্ষণ ও পানি বণ্টন এবং বাংলাদেশের হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট যৌথ প্রবাহ পর্যবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;

৩. আন্তঃসীমান্ত নদী অববাহিকায় যৌথভাবে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন, পানি সম্পদের আহরণ ও উন্নয়ন, নেপালে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম এবং গবেষণা ও কারিগরী সংক্রান্ত বিষয়ে নেপালের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৪. পানি সম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতা, আন্তঃসীমান্ত নদী অববাহিকায় চীন কর্তৃক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম, ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় বন্যা পূর্বাভাসের তথ্য-উপাত্ত বিনিময় ও সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে আলোচনার জন্য চীনের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং

৫. যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের বাংলাদেশের সচিবালয়/ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করেঃ

- আন্তর্জাতিক সেচ ও নিষ্কাশন কমিশন (ICID) এর বাংলাদেশ সচিবালয়;
- ইন্টার-ইসলামিক নেটওয়ার্ক ফর ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট (INWRDAM) এর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট ও
- পানি সম্পদ সম্পর্কিত ওআইসি (OIC) এর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি

ভারত সত্তর দশকের প্রথম দিকে কোলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষাকল্পে গঙ্গার পানি প্রত্যাহারের লক্ষ্যে ফারাক্কা নামক স্থানে একটি ব্যারেজ নির্মাণ করে। এ প্রেক্ষিতে ফিডার ক্যানেল চালুর জন্য ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে (৪১ দিন) সময়কালে বিভিন্ন ১০ দিনে ফারাক্কা পয়েন্ট থেকে ১১০০০ হতে ১৬০০০ কিউসেক পানি ভাগিরথী-হুগলী নদী দিয়ে প্রত্যাহারের নিমিত্ত ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীকালে দু'দেশের মধ্যে কোন সমঝোতা না হওয়ায় ১৯৭৬ সালের শুকনো মৌসুম থেকে ভারত একতরফাভাবে ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহার শুরু করে। ফলে ভারতের সাথে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

এরই প্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনার পর ৫ নভেম্বর, ১৯৭৭ সালে ভারতের সাথে শুকনো মৌসুমে (০১ জানুয়ারি-৩১ মে) ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন বিষয়ে পাঁচ বছরের স্বল্প মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির মেয়াদান্তে ১৯৮২ ও ১৯৮৫ সালে

গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে দু'টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সালে শুকনো মৌসুম পর্যন্ত গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে কোন চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক ছিল না।

১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ফলপ্রসূ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার মাত্র ৬ মাসের মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের মধ্যে ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর শুকনো মৌসুমের (১ জানুয়ারি-৩১ মে) প্রবাহ বণ্টনের লক্ষ্যে ত্রিশ বছর মেয়াদি একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ১৯৯৭ হতে প্রতিবছর শুকনো মৌসুমে ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়কালে ফারাক্কায় লব্ধ গঙ্গার পানি দু'দেশ বণ্টন করছে।

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ২০১৬ সালের শুকনো মৌসুমের পানি বণ্টন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটি কর্তৃক ২০১৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গত ডিসেম্বর, ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত কমিটির ৬৪তম সভায় চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ বার্ষিক প্রতিবেদন ইতোমধ্যে সরকারের নিকট পেশ করা হয়েছে।

২০১৭ সালের শুষ্ক মৌসুমেও (১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে) চুক্তি অনুযায়ী ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটি কর্তৃক ২০১৭ সালের শুষ্ক মৌসুমে ফারাক্কায় যৌথ প্রবাহ পরিমাপের সাইট পরিদর্শন ও ৬৫তম সভা মার্চ, ২০১৭ মাসে কোলকাতায় এবং হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট যৌথ প্রবাহ পরিমাপের সাইট পরিদর্শন ও ৬৬তম সভা মে, ২০১৭ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

০৪ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিটির ৬৪তম বৈঠকে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন সংক্রান্ত ২০১৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন বিনিময়

০৪ মার্চ, ২০১৭ তারিখে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিটির প্রতিনিধিদল কর্তৃক এর ৬৫তম বৈঠকের পূর্বে ভারতের ফারাক্কা ব্যারেজের ফিডার কানেলের প্রবাহ পরিমাপ সাইট পরিদর্শন

১৭ মে, ২০১৭ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিটির ৬৬তম বৈঠক শেষে বৈঠকের সম্মত কার্যবিবরণী বিনিময়

তিস্তা নদীর পানি বণ্টন

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির অনুচ্ছেদ ৯ এর আলোকে তিস্তা নদীর পানি বণ্টনকে অগ্রাধিকার প্রদান করে তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার, মনু, মুহুরী, খোয়াই ও গোমতী নদীর পানি দু'দেশের মধ্যে বণ্টনের জন্য স্থায়ী/দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩২তম সভায় দু'দেশের পানি সম্পদ সচিবদ্বয়ের নেতৃত্বে যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর তিস্তাকে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে, ইতোমধ্যেই তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির ফ্রেমওয়ার্ক চূড়ান্ত করা হয়েছে।

গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ন্যায়ানুগতা ও সমতার ভিত্তিতে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনে নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়নের অগ্রগতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় দু'দেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অতিশীঘ্র চুক্তিটি সম্পাদনে কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১১ সালে দু'দেশের মধ্যে সম্মত রূপরেখা অনুযায়ী অনতিবিলম্বে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জানান। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে অবহিত করেন যে, যথাশীঘ্র তিস্তা ও ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা চলছে।

গত ০৮ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১১ সালে দু'দেশের মধ্যে সম্মত রূপরেখা অনুযায়ী তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জানান। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে পুনঃউল্লেখ করেন যে, তাঁর সরকার শীঘ্র চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে ভারতের সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে কাজ করছে।

বর্তমানে দু'দেশের মধ্যে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ফেণী, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টন

বাংলাদেশ ও ভারতের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ে ১৯৯৭ সালে গঠিত যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির বৈঠকসহ বিভিন্ন বৈঠকে উপরোক্ত নদীসমূহের পানি বণ্টন বিষয়ে আলোচনা হয়।

গত ১০ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে শুষ্ক মৌসুমে ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে চুক্তির একটি Framework চূড়ান্ত করা হয়েছে।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১১ সালে দু'দেশের মধ্যে সম্মত রূপরেখা অনুযায়ী অনতিবিলম্বে তিস্তার অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জানান। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে অবহিত করেন যে, যথাশীঘ্র তিস্তা ও ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা চলছে। বর্তমানে দু'দেশের মধ্যে ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জানুয়ারি, ২০১০ মাসে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের পর প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারে দু'দেশের পানি সম্পদ মন্ত্রীকে যৌথ নদী কমিশনের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টনের বিষয়ে আলোচনা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে যে, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টনের বিভিন্ন বিষয়ে যৌথ নদী কমিশন, সচিব ও কারিগরী উভয় পর্যায়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে বলে দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অবহিত হয়েছেন।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় অন্যান্যের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টনের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বৈঠকে আলোচনা অব্যাহত আছে মর্মে দুই প্রধানমন্ত্রী অবগত হয়ে দ্রুত এ সকল নদীর পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দু'দেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

গত ০৮ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে যে, দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ফেণী, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা এবং দুধকুমার নদীর পানি বণ্টনের লক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহের প্রেক্ষিতে মে, ২০১১ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সময়কালে যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বিভিন্ন বৈঠকে মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর অন্তর্বতীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির Framework প্রস্তুতের জন্য কিছু তথ্য-উপাত্ত বিনিময় করা হয়েছে।

আন্তঃসীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ

২০০৩-০৪ অর্থ বছর হতে ২০০৮-০৯ অর্থবছর পর্যন্ত পারস্পরিক সমঝোতার অভাবে বাংলাদেশ ও ভারতের আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

জানুয়ারি, ২০১০ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ থাকা আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের বিষয়ে দু'পক্ষ একমত হয়।

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ১২ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে নতুন দিল্লীতে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারের (Joint Communique) ২৮.বি. অনুচ্ছেদে উভয় দেশের মহানন্দা, করতোয়া, নাগর, কুলিক, আত্রাই, ধরলা এবং ফেণী নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রবাহিত বিভিন্ন আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় মূল্যবান ভূ-খন্ড, স্থাপনা ও বিওপি রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ দু'দেশ কর্তৃক যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বিভিন্ন বৈঠকে বিনিময়কৃত তালিকা অনুযায়ী ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে শুরু হয়ে অদ্যাবধি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন চলমান আছে।

গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে যে, মহানন্দা, করতোয়া, নাগর, কুলিক, আত্রাই, ধরলা, পুনর্ভবা, ফেণী, খোয়াই, সুরমা ইত্যাদি নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে তা অবহিত হয়ে দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

গত ১৮ মে, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বৈঠকে পূর্ববর্তী বৈঠকসমূহে বিনিময়কৃত আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জন্য দু'দেশের বাস্তবায়নাধীন/পরিকল্পনাধীন তীর সংরক্ষণমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। বৈঠকে বাংলাদেশ পক্ষ ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য পরিকল্পনাধীন আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় নদীতীর সংক্ষণমূলক কাজের তালিকা বিনিময় করে। বৈঠকে দু'দেশের স্থানীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীকে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে নিজ নিজ দেশের তীর সংরক্ষণমূলক কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের অনুরোধ জানানো হয়।

১৮ মে, ২০১৭ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বৈঠকের কার্যবিবরণী স্বাক্ষর

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা

ভারত থেকে আন্তঃসীমান্ত নদীর বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত প্রেরণের বিষয়ে ১৯৭২ সাল থেকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। উক্ত ব্যবস্থার আওতায় বর্ষা মৌসুমে ভারত ১৫ মে হতে ১৫ অক্টোবর সময়কালে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার বিভিন্ন নদীর কিছু কিছু স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করে। এছাড়া ভারত কয়েকটি খরস্রোতা নদীর উপাত্ত ১ এপ্রিল থেকে সরবরাহ করে। ভারত থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সর্বোচ্চ ১২০ ঘণ্টার বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ভারত থেকে বিভিন্ন নদীর বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিরতিহীনভাবে পাচ্ছে যা বাংলাদেশে ফলপ্রসূ বন্যা পূর্বাভাস প্রদানে সহায়তা করছে। এর ফলে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে। জানমালের ক্ষয়ক্ষতি আরো হ্রাসের নিমিত্ত বন্যা পূর্বাভাসের সময় বৃদ্ধিকল্পে ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন নদীর আরো উজানের স্টেশনের তথ্য-উপাত্তের জন্য আলোচনা অব্যাহত আছে।

ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্প

বাংলাদেশে প্রবাহিত সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর উজানের স্রোতধারা ভারতে বরাক নদী হিসেবে পরিচিত। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের অমলশীদ নামক স্থান হতে প্রায় ২০০ কিলোমিটার উজানে ভারত বরাক নদীতে টিপাইমুখ নামক স্থানে ড্যাম নির্মাণ করে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে মর্মে জানা যায়।

উল্লেখ্য, ভারত ২০০৯ সালের মে মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জানায় যে, টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্পে কোন সেচ কম্পোনেন্ট নেই এবং বরাক নদী হতে কোন পানি প্রত্যাহার করা হবে না। এছাড়া অদ্যাবধি উক্ত প্রকল্পের কাজ শুরু হয়নি বলেও ভারত সরকার জানিয়েছে।

জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতির নেতৃত্বে একটি বাংলাদেশ সংসদীয় প্রতিনিধিদল গত ২৯ জুলাই হতে ০৪ আগস্ট, ২০০৯ সময় পর্যন্ত ভারতের প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সাথে প্রতিনিধিদল পৃথকভাবে আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনাকালে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী পুনঃনিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় কোন সেচ কম্পোনেন্ট নেই এবং ড্যামের ভাটিতে ফুলেরতল বা অন্য কোন স্থানে ব্যারাজ বা অন্য কোন পানি প্রত্যাহারমূলক অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে না। পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধিদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট এবং জাতীয় সংসদে এতদ্‌সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে।

জানুয়ারি, ২০১০ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুনঃ আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

মার্চ, ২০১০ মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ পুনরায় উল্লেখ করে যে, প্রস্তাবিত টিপাইমুখ ড্যাম জল বিদ্যুৎ তৈরি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পানি প্রত্যাহারের জন্য নয়। বরং শুষ্ক মৌসুমে এর মাধ্যমে বরাক/মেঘনা নদীর প্রবাহ

বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া ভারত পুনঃআশ্বাস প্রদান করে যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে পুনঃআশ্বাস প্রদান করেছেন যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।

সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে সফল আলোচনার ফলশ্রুতিতে, ভারতের পরিকল্পিত টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বিষয়ে গঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের অধীনস্থ সাবগ্রুপের আওতায় যৌথ সমীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে। ভারত কর্তৃক সরবরাহকৃত সীমিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে অদ্যাবধি Mathematical Modelling ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে Impact Assessment এর বিষয়ে ২য় Interim Report প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া Mathematical Modelling এর Draft Final Report প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ভারত হতে প্রয়োজনীয় আরো অতিরিক্ত তথ্য উপাত্ত প্রাপ্ত হলে তা ব্যবহার করে Mathematical Model এর নির্ভরযোগ্য ফলাফল পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য, ভারত সাব গ্রুপের ৩য় বৈঠকে (জানুয়ারি, ২০১৫) টিপাইমুখ প্রকল্পের আঙ্গিক পরিবর্তন হবে মর্মে অবহিত করেছে এবং পরিবর্তিত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করবে মর্মেও জানিয়েছে।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে উল্লেখ করেন যে, সংবিধিবদ্ধ প্রয়োজনে টিপাইমুখ প্রকল্পের কাজ বর্তমান আঙ্গিকে এখন এগিয়ে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না এবং এ বিষয়ে ভারত এককভাবে এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না যাতে বাংলাদেশে বিরূপ প্রভাব পরে মর্মে অবহিত করেছেন।

যৌথ সমীক্ষা সম্পন্ন করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত তথ্য উপাত্ত বা পরিবর্তিত তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করতে ভারতীয় পক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প

ভারত ৩৭টি নদীর ৩০টি সংযোগের মাধ্যমে আন্তঃবেসিন পানি স্থানান্তরের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়। এ ৩০ টি সংযোগের মধ্যে ১৪ টি হিমালয়ান নদী ও ১৬ টি পেনিনসুলার নদীর সংযোগ অন্তর্ভূক্ত আছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের বৈঠক ও আলোচনায় ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় নির্ভর নদী হতে পানি স্থানান্তর করা হলে বাংলাদেশের বিরূপ প্রভাব পড়বে মর্মে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং ভারত যেন হিমালয় নির্ভর নদী হতে পানি স্থানান্তর না করে সেজন্য বাংলাদেশের পক্ষ হতে ভারতকে অনুরোধ জানানো হয়।

গত মার্চ, ২০১০ মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ পূর্বের ন্যায় অভিমত ব্যক্ত করে যে, ভারত একক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নদী আন্তঃসংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় নির্ভর নদীর পানি প্রত্যাহার করবে না যা বাংলাদেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে পুনঃব্যক্ত করেন যে, তারা আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় হতে উৎসরিত নদীর পানি স্থানান্তরের বিষয়ে কোন একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না যা বাংলাদেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে।

বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে সহযোগিতা

১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের দুটি প্রলয়ংকরী বন্যার পর দু'দেশের শীর্ষ পর্যায়ের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-নেপাল যৌথ স্টাডি টিম বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রণয়নপূর্বক নিজ নিজ সরকারের নিকট পেশ করে যা দু'দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। উক্ত রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়। বিগত ডিসেম্বর, ২০০১ সনে অনুষ্ঠিত নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, নেপালী পক্ষ নেপালে অবস্থিত নদীসমূহের বন্যা সংক্রান্ত উপাত্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে প্রেরণ করবে। এখানে উল্লেখ্য যে, নেপাল ২০০২ সালের বর্ষা মৌসুম হতে তাদের কোসি ও নারায়ণি নদীর পানির লেভেল ও বৃষ্টিপাত সংক্রান্ত উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করে আসছে।

উল্লেখ্য, দু'দেশের মধ্যে পানি সম্পদের আহরণ এবং বন্যা ও বন্যার ক্ষয়ক্ষতির প্রকোপ প্রশমনে যৌথ অনুসন্ধান, গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে উভয় দেশ কর্তৃক বিভিন্ন বিভাগসমূহ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ কারিগরি সমীক্ষা দল (JTST) গঠিত হয়েছে। উপরোক্ত সমীক্ষা পরিচালনার নিমিত্ত নেপালের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের বিষয়ে সহযোগিতা

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা বিদ্যমান আছে। সমঝোতা অনুযায়ী উভয় পক্ষ পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত নীতিমালা এবং প্রবিধান, গবেষণা এবং উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা করতে সম্মত হয় যার উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপঃ

- আন্তর্জাতিক পানি ফোরামে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমন্বয় সাধন;
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি ঘটিত দুর্যোগ হ্রাস, নদী শাসন, পানি সম্পদের ব্যবহার এবং উন্নয়ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা;
- ইয়ালুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের মাধ্যমে বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সমতা এবং ন্যায়ানুগতার ভিত্তিতে অত্র অঞ্চলের সীমান্ত নদীসমূহের পানি সম্পদের ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করা।

উল্লিখিত সমঝোতার আলোকে বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে চীন তার ভূ-খন্ডে অবস্থিত ইয়ালুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের তিনটি স্টেশন যথা Nuxia, Nugesha ও Yangcun এর বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত জুন, ২০০৬ মাস থেকে বাংলাদেশকে সরবরাহ করছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে বন্যার তথ্য-উপাত্ত প্রেরণের নিমিত্ত সেপ্টেম্বর, ২০০৮ মাসে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ৫ বছর মেয়াদী একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারকটি জুন, ২০১৪ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব/ভাইস মিনিস্টার পর্যায়ের বৈঠকে ৫ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়। এ সমঝোতা স্মারকের আলোকে তথ্য উপাত্ত প্রেরণ সংক্রান্ত Implementation Plan গত মার্চ, ২০১৫ মাসে চীনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও চীনের সচিব/ভাইস-মিনিস্টার পর্যায়ের বৈঠকে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

চীনের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পারস্পারিক সহযোগিতার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। গত বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশে আগাম বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশকে চীন সরবরাহ করেছে।

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রী পর্যায়ের একটি বৈঠক গত ১১-১৩ এপ্রিল, ২০১৭ খ্রিঃ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দু'দেশের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণের নিমিত্ত বন্যা প্রতিরোধ, খরা মোকাবিলা ও প্রতিরোধ এবং ভূমি ক্ষয় প্রতিরোধ বিষয়ে দু'পক্ষ সম্মত হয়।

১২ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখ পানি সম্পদ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ-চীনের মধ্যে সহযোগিতার বিষয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক

অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ ও ভারত হিমালয় হতে উৎপন্ন তিনটি আন্তর্জাতিক বৃহৎ নদী যথা-গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও বরাক/মেঘনার একই অববাহিকাভুক্ত দেশ। নদী তিনটির অন্যান্য অববাহিকাভুক্ত দেশ হচ্ছে- নেপাল, ভূটান ও চীন। এ অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা আবর্তিত হচ্ছে পানিকে ঘিরে। বর্ষা মৌসুমে পানির অতি আধিক্য ও শুকনো মৌসুমে পানির নিদারুণ দুষ্প্রাপ্যতা এতদাঞ্চলের পানি সম্পদ ক্ষেত্রের একটি রূঢ় বাস্তবতা। এতদাঞ্চলের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর। বিষয়টি যথার্থতা উপলব্ধি করে গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ সময়ে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর

বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার একটি যুগান্তকারী Framework Agreement on Cooperation for Development স্বাক্ষর করেছে।

উক্ত Framework Agreement এর ২নং অনুচ্ছেদে বিধৃত আছে যে, অভিন্ন নদীর পানি বণ্টনের মাধ্যমে পারস্পরিক সুফল অর্জনের লক্ষ্যে উভয় দেশ অববাহিকাভিত্তিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সম্ভাবনা ক্ষতিয়ে দেখবে।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় উভয় প্রধানমন্ত্রী Framework Agreement এর ২নং অনুচ্ছেদের আলোকে যৌথ অববাহিকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অভিন্ন নদীর পানি বণ্টনসহ সার্বিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ইস্যুসমূহ নিয়ে আলোচনা করার অঙ্গীকার পুনঃব্যক্ত করেন। এ প্রেক্ষিতে অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর মধ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যক্রমসমূহের লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন কমিটির ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) বিষয়ক কার্যক্রম

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা Sustainable Development Goals (SDG) বাস্তবায়নে আন্তঃসীমান্ত নদীর অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

প্রশিক্ষণ

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কর্মকর্তাদের Water Resources Management, International Water Law, Water Diplomacy, Transboundary River Management ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এর সহযোগিতায় বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, উচ্চতর শিক্ষা, কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচীর আওতায় যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কর্মকর্তাগণ বিদেশে নিম্নবর্ণিত উচ্চতর শিক্ষা, কর্মশালা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কর্মসূচীর সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২০১৬-২০১৭	২	৩

এছাড়া, কমিশনের কর্মকর্তাগণ গত ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কর্মসূচীর সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২০১৬-২০১৭	১১	১১

অন্যান্য কার্যক্রম

এতদাঞ্চলের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, কমিশন International Commission on Irrigation & Drainage (ICID) - এর বাংলাদেশ জাতীয় কমিটির সচিবালয় এবং Inter-Islamic Network on Water Resources Development and Management (INWRDAM) ও Organisation of Islamic Cooperation (OIC) এর পানি সম্পর্কিত জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

গত ২৮ মার্চ, ২০১৭ তারিখে বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ICID এর বাংলাদেশ জাতীয় কমিটি কর্তৃক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ব পানি দিবস ২০১৭ এর প্রতিপাদ্য অনুযায়ী সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল ‘বর্জ্যপানি’ ('Wastewater')।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিটি অব আইসিআইডি (BANCID) এর আয়োজনে এবং BWDB, BUET, DWASA, IWM ও CEGIS এর সহযোগিতায় ২৮ মার্চ, ২০১৭ তারিখে বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনার

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

বাজেটের প্রকৃতি	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ (সংশোধিত)	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়	মন্তব্য
অনুন্নয়ন বাজেট	৪৪২.২৫ লক্ষ টাকা	৩৬১.৭৫ লক্ষ টাকা	অবমুক্তকৃত অর্থের মধ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় এবং বেতন ও ভাতাদিসহ অন্যান্য খরচ কম হওয়ায় অব্যয়িত ৮০.৫০ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

http://dbhwd.gov.bd

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

প্রারম্ভিক কথা

দেশে বিস্তৃত অসংখ্য ছোটবড় জলাভূমি তথা বিল-ঝিল, হাওর-বাঁওড়, খাল, নদীনালা জীববৈচিত্রের প্রধান উৎস। ফসলের সেচের পানির আধাঁর, জলজ প্রাণী যেমন বিভিন্ন ধরনের হাঁস, দেশীয় ও পরিযায়ী পাখির আবাসস্থল এ সকল জলাভূমি। দেশের মোট উৎপাদিত ধান ও মাছের সিংহভাগ হাওর ও জলাভূমি অঞ্চল থেকে আসে। বায়ুমন্ডলের অধিক তাপকে কমিয়ে আনতে জলাভূমিসমূহ সাহায্য করে। হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলের অনেক মানুষ এখনও দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। দারিদ্রতা ও নিরক্ষরতার পশ্চাৎপদতা থেকে উত্তরণে দেশের হাওর ও জলাভূমি সমূহ সুরক্ষায় ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান “বাংলাদেশ হাওর উন্নয়ন বোর্ড” গঠনের নির্দেশ প্রদান করেন। ১৯৭৭ সালে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হলেও ১৯৮২ সালের উক্ত বোর্ডের বিলুপ্তি ঘটে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় ১১ সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে একটি রিজ্যুউলেশনের মাধ্যমে “বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড” পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

গত ১৭ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সংযুক্ত অধিদপ্তর ঘোষণার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় গত ২৪শে জুলাই, ২০১৬ তারিখে এ বোর্ডকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে “বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর” প্রতিষ্ঠার প্রজ্ঞাপন জারি করে । প্রজ্ঞাপনটি ২৫ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় ।

অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে ৭১টি নতুন পদ সৃজনের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সুপারিশক্রমে অর্থ বিভাগ তা অনুমোদন করে। এ অধিদপ্তরের নিয়োগবিধিমালা (কর্মকর্তা/কর্মচারী), ২০১৭ প্রক্রিয়াধীন আছে। বর্তমানে এ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে একজন অতিরিক্ত সচিব, পরিচালক হিসেবে দুইজন যুগ্ম-সচিব এবং বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ও বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডার হতে দুইজন কর্মকর্তা উপপরিচালক পদে প্রেষণে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ৩০ জন কর্মচারী অস্থায়ী ভাবে অধিদপ্তরে কর্মরত আছেন।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	
	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন
২০১৬-২০১৭	২৮৮.১১	২৩৯৩.০০	১৭৯.৪৩	৮০১.৬০

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের সদ্য সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প

২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ২টি প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে ঃ-

১। Classification of Wetlands of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলায় অবস্থিত সকল জলাভূমির শ্রেণীবিন্যাস, জলাভূমির মাটির প্রকৃতি সনাক্তকরণ,জলজ Fauna ও Flora চিহ্নিত করে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদ জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৬। প্রকল্পটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

২। Model Validation on Hydro-Morphological Process of the River System in the Subsiding Sylhet Haor Basin শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের নদীর গতি প্রকৃতির একটি Conceptual মডেল যাচাই করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৭। প্রকল্পটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে দেশের হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলে নিম্নবর্ণিত তিনটি সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে ঃ-

১। Study for Investigation of Groundwater and Surface Water Irrigation in Habiganj, Maulvibazar, Sylhet, Sunamganj, Netrokona and Kishorganj Districts এ ০৬টি জেলার হাওর এলাকার ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির বর্তমান অবস্থা নিরূপন এবং গাণিতিক মডেল প্রস্তুতকরণ। এ প্রকল্পের ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশকৃত এলাকায় প্রাকৃতিক পানির যুক্তিযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হবে। প্রস্তাবিত কর্মসূচীর বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর, ২০১৫-ডিসেম্বর, ২০১৮। জুন, ২০১৭ পর্যন্ত,অগ্রগতি ৩৫%।

২। Impact Assessment of Structural Intervention in Haor Ecosystem and Innovation for Solution. শীর্ষক এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের হাওর অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক যে সব অবকাঠামো নিশ্চিত করা হয়েছে, পরিবেশের ওপর তার প্রভাব নিরূপন করা হবে এবং সম্ভাব্য সমাধানের সুপারিশ ব্যবস্থা করা হবে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী, ২০১৬-ডিসেম্বর, ২০১৭। জুন ২০১৭ পর্যন্ত,অগ্রগতি ৫০%।

৩। Study of Interaction Between Haor and River Ecosystem Including Development of Wetland Inventory and Wetland Management Framework শীর্ষক এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সকল জলাভূমির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা হবে এবং জলাভূমির ব্যবস্থাপনার রূপরেখা তৈরী করা হবে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০১৮। জুন ২০১৭ পর্যন্ত,অগ্রগতি ৫%।

হাওর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা এ ৭টি জেলার ২.০ কোটি জনগণের উন্নয়ন চাহিদার ভিত্তিতে প্রণীত হাওর পরিকল্পনায় ১৭টি সেক্টরের ক্ষেত্রে ১৫৪টি উন্নয়ন প্রকল্প ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকারের ১৬টি মন্ত্রণালয়ের ৩৮টি সরকারী এজেন্সী/বিভাগ উক্ত মহাপরিকল্পনায় বর্ণিত প্রকল্পগুলো স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। বাস্তবায়নকাল ২০১২-২০৩২, ২০ বৎসর এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮০৪,৩০৫ লক্ষ টাকা। উক্ত মহাপরিকল্পনার আলোকে ইতোমধ্যে ১৪টি সংস্থা নিম্নোক্ত ২৭টি প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

হাওর মহাপরিকল্পনার আলোকে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চলমান প্রকল্প সমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপ

প্রকল্প গ্রহণকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন
১। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্পের নাম: হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প, (JICA অর্থায়নে, বাপাউবো অংশ), বাস্তবায়নকাল : ২০১৪-২০২২, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯৯৩৩৭.৭২।	কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার ২৯ টি হাওরে (১৫ টি পুনর্বাসন হাওর ও ১৪ টি নুতন হাওর) বন্যা ব্যবস্থাপনা ও কৃষিসহ বিভিন্নভাবে আয় বর্ধক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।	ভৌত ১৪.৫০%
২। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্পের নাম: হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: ২০১১-২০১৬, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭০৪০৭.৩৬।	৫২ টি হাওরে আগাম বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত করা হলে ২,৮৯,৯১১ হে. জমির বোরো ফসল আগাম বন্যার কবল হতে রক্ষা পাবে। ৫২ টি হাওরের ডুবন্ত বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হচ্ছে।	ভৌত ১৭.৯০% প্রকল্পের মেয়াদ আরও ০২ বৎসর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
৩। সড়ক ও জনপথ বিভাগ প্রকল্পের নাম : উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম সড়ক উন্নয়ন (বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম অংশ) প্রকল্প।	এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে অষ্টগ্রাম উপজেলার সাথে কিশোরগঞ্জ জেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে।	ভৌত ৮৬.৮০% আর্থিক ৮৫.৫৮%

প্রকল্প গ্রহণকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন
বাস্তবায়নকাল:২০১১-২০১৭, প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৮১৭৩.২৫।		
৪। সড়ক ও জনপথ বিভাগ প্রকল্পের নাম : কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামইন সড়ক (চামড়াঘাট - মিঠামইন অংশ) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, বাস্তবায়নকাল: ২০১১-২০১৭,প্রাক্কলিতব্যয়: ১৩২৫২.৫৭।	এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মিঠামইন উপজেলার সাথে কিশোরগঞ্জ জেলার সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে।	ভৌত ৫৩.২৩% আর্থিক ৫২.১০%
৫। সড়ক ও জনপথ বিভাগ প্রকল্পের নাম : ইটনা-বড়ইবাড়ী- চামড়াঘাট সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প. বাস্তবায়নকাল: ২০১১-২০১৭, প্রাক্কলিত ব্যয়: ১০৮৬৬.৯৭।	এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ইটনা উপজেলার সাথে কিশোরগঞ্জ জেলার সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে।	ভৌত ৭১.০০% আর্থিক ৭০.৫৮%
৬। সড়ক ও জনপথ বিভাগ প্রকল্পের নাম : ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক নির্মাণ প্রকল্প, বাস্তবায়নকাল: ২০১৫-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৩৮৩৪.৭৪।	ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম উপজেলার সাথে আন্তঃসড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে।	ভৌত ৫০.১৯% আর্থিক ৪৫.৬২%
৭। সড়ক ও জনপথ বিভাগ প্রকল্পের নাম : মদন-খালিয়াজুরি সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মান এবং নেত্রকোনা-মদন-খালিয়াজুড়ি সড়কের ৩৭তম কিলোমিটারে বালাই নদীর উপর পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ, বাস্তবায়নকাল: ২০১৪-২০১৭, প্রাক্কলিত ব্যয়: ১০৪০১.৪৬।	মদন ও খালিয়াজুরি উপজেলা দুটি নেত্রকোনা জেলা সদরের সাথে সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে।	ভৌত ৬৩.৮৫% আর্থিক ৬২.২৯%
৮। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রকল্পের নাম : হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন, বাস্তবায়নকাল: ২০১৪-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬৪৪৩.০০।	নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব ও সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় মোট ৩টি মৎস্য অবতরনকেন্দ্র স্থাপন।	ভৌত ৩০%
০৯। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রকল্পের নাম : Haor Infrastructure & Livelihood Improvement Project (HILIP), বাস্তবায়নকাল: ২০১২-২০১৯ ,প্রাক্কলিতব্যয়: ১০৭৬৩২.০০।	সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাক্ষণবাড়ীয়া ও নেত্রকোনা জেলার রাস্তা, ব্রীজ/কালভার্ট, বাজার উন্নয়ন, বিল উন্নয়ন, ঢেউয়ের কবল থেকে গ্রাম রক্ষা, খাল খনন ইত্যাদি।	ভৌত ৭৫% আর্থিক ৬৬.২৭%
১০। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রকল্পের নাম : Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project, (JICA Funded. LGED Part), বাস্তবায়নকাল: ২০১৪-২০২২ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৮৮০০০.৬৪	বন্যা হতে ফসলের ক্ষতি হ্রাস, যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি এবং ১২১ কি:মি. উপজেলা সড়ক, ১৫৮ কি:মি. ইউনিয়ন সড়ক, ১৩৭কি:মি. গ্রামীণ সড়ক, ৭৮০ মি. ব্রীজ, ৮৬০ মি. কালভার্ট নির্মাণ, ২০০ কি:মি. অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, ৩২০ কি:মি. নির্মাণকালীন গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, ২২টি হাট নির্মাণ, ও ২৪টি ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এর আওতায় ১৫০ টি বিলের উন্নয়ন কাজ (অভয়আশ্রম ও জলজ উদ্ভিদ রক্ষা) এবং ২১০ কি:মি. বিল সংযোগ খাল খনন করা হবে।	ভৌত ১৭.০০% আর্থিক ১৫.৪৬ %
১১। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	১৪৩৭৫ হে. জমি সেচের আওতায় আসবে। সেচ কাজের জন্য খাল খনন, পাম্প স্থাপন, বিদ্যুৎ সংযোগ ইত্যাদি কাজ করা হচ্ছে।	ভৌত ৬১% আর্থিক ৫৩.৩৮%

প্রকল্প গ্রহণকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন
প্রকল্পের নাম: সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল :২০১৪-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৩৮০৫.৯০।		
১২। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রকল্পের নাম: ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প।বাস্তবায়ন কাল: ২০১৫- ২০২০ প্রকল্প ব্যয়: ১১৮৭২.৭৪।	ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানি দ্বারা ৫৬৯৪৫ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করে ১,৭০,৮৩৫ মে.টন খাদ্য শস্য উৎপাদন সম্ভব হবে।	ভৌত ৩২%
১৩। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রকল্পের নাম: নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা, মদন, মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুরী উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী।বাস্তবায়নকাল: ২০১৪- ২০১৭ প্রকল্প ব্যয়: ৮০০.০০।	১০০০মি. ডুবন্ত বাঁধসহ রাস্তা নির্মাণ করে আগাম পাহাড়ী ঢল থেকে ৮০০ হেক্টর বোরো ফসল রক্ষা করা এবং ৬০০ মি: নদী তীর রক্ষার কাজ	ভৌত ৭০% আর্থিক ৬০%
১৪। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প কর্পোরেশন প্রকল্পের নাম : Establishment of Charcoal Industry.	জ্বালানী সমস্যা সমাধানে স্থানীয় পদ্ধতিতে জ্বালানী কারখানা গড়ে তোলা হবে।	রাজস্ব খাতে বরাদ্দের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
১৫। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প কর্পোরেশন প্রকল্পের নাম : Establishment of Boat Manufacturing Industry .	স্বল্প খরচে বিভিন্ন প্রকার নৌকা তৈরী কারখানা স্থাপন করা হবে ।	রাজস্বখাতে বরাদ্দের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
১৬। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন প্রকল্পের নাম : সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওরে দায়িত্বশীল পর্যটন প্রবর্তন। বাস্তবায়ন কাল: জুলাই,২০১৬- জুন, ২০১৭ প্রকল্প ব্যয়: ১.০০ কোটি টাকা।	স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দায়িত্বশীল পর্যটন উন্নয়ন সম্ভব হবে।	ভৌত: ১০% আর্থিক: ১৩% বরাদ্দের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করা হয়েছে।
১৭। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রকল্পের নাম: বন্যা ও জলাবদ্ধপ্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসেবে ভাসমান শাক সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প। প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৫০০.০০ বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৩- ডিসেম্বর,২০১৭।	জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসেবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি জলাবদ্ধ এলাকায় সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চতকরণে, পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্যের যোগান ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা যাবে। আবাদযোগ্য জমির স্বল্পতার কারণে পানিতে ভাসমান কচুরিপানাকে ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করা হবে।	ভৌত: ৮১% আর্থিক: ৮২%
১৮। যৌথ নদী কমিশন প্রকল্পের নাম : Joint Study on Indian Proposed Tipaimukh Hydro-electric (multipurpose) Project বাস্তবায়নকাল : ২০১২-২০১৮	ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সমীক্ষা কার্যক্রম।	যৌথ Study Group এর ৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১৯। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ প্রকল্পের নাম : জামালগঞ্জ উপজেলায় ৩১ শয্যা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৬৫০ লক্ষ টাকা।	৩১ শয্যা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ করা হবে।	২০১৭-২০২২ সালের অপারেশন প্লানের অর্ন্তভূক্ত করা আছে।
২০। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ প্রকল্পের নাম : শাল্লা উপজেলায় ৩১ শয্যা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৬৫০ লক্ষ টাকা।	৩১ শয্যা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ করা হবে।	টেন্ডার শেষ হয়েছে। কাজ শুরুর অনুমতি পাওয়া গেছে।

প্রকল্প গ্রহণকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন
২০। সড়ক ও জনপথ বিভাগ প্রকল্পের নাম : Construction of Surma Bridge at Chatak.	Surma Bridge নির্মাণ করা হবে।	জমি অধিগ্রহণ কাজ ডিসি অফিসে ও দরপত্র অনুমোদনের কাজ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।
২১। সড়ক ও জনপথ বিভাগ প্রকল্পের নাম : দিরাই-শাল্লা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকাল : জুন ২০১০- জুলাই ২০১৭খ্রি: প্রাক্কলিত ব্যয়: ১১৯৯০ লক্ষ টাকা	এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দিরাই উপজেলার সাথে শাল্লা উপজেলার সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে।	ভৌত: ৭৬% আর্থিক: ৭৪.১২% নতুনভাবে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
২২। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ প্রকল্পের নাম : গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য পোস্ট ই-সেন্টার বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারী ২০১২- জুন ২০১৭ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৪৯৪ লক্ষ	পোস্ট ই-সেন্টার নির্মিত হবে।	১০০%
২৩। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ প্রকল্পের নাম : উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল/নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১০- ডিসেম্বর ২০১৭ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৯০৬২	ফাইবার ক্যাবল/নেটওয়ার্ক স্থাপিত হবে।	৭২%
২৪। বাপেক্স প্রকল্পের নাম : 3D Sysmic Survey Project of BAPEX বাস্তবায়নকাল : ২০১৩- ২০১৯ প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৪৭০০ লক্ষ টাকা।	২৭০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় 3D সিসমিক সার্ভে	৭০%
২৫। বি আই ডব্লিউটিএ অভ্যন্তরীন নৌ-পথের ৫৩ টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (১ম পর্যায় : ২৪টি নৌপথ)	নদী খনন এবং নেভিগেশন	৩৫%
২৬। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি বিপনন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা। প্রকল্পের নাম : সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: মার্চ-২০১৫-জুন ২০১৯ প্রকল্প ব্যয়: ৭৪৮৪.৬১ টাকা	শস্য নিবিরতা, শস্য উৎপাদন, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, উন্নত জাত, মান সম্পন্ন বীজ, বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষি ভিত্তিক পরিচর্যা, বাজার তথ্য, পুষ্টি প্রবাহ বজায় ও দারিদ্র দূরীকরণ সম্ভব হবে।	৪০%
২৭। খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রকল্পের নাম : Construction of 1.05 lakh M.T Capacity New Food Godowns. (1st Revised) প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৩- জুন ২০১৮ প্রকল্প ব্যয়:	খাদ্য গুদাম নির্মাণ ও খাদ্য উপকরণ সংরক্ষণ করা যাবে।	৩৬%

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি জুলাই,২০১৭ এ সম্পাদিত হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী অধিদপ্তরের কার্যাবলীর সন্তোষজনক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

ই-সেবা কার্যক্রম

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের নতুন ওয়েব সাইটের (www.dbhwd.gov.bd) মাধ্যমে অধিদপ্তরের কার্যাবলী, হিউম্যান চার্টার, হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। অধিদপ্তরের Dynamic Website এর মাধ্যমে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রদান, প্রশ্ন গ্রহণ ও উত্তর প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে হাওর অঞ্চলের কৃষি, মৎস্য, আবহাওয়া-জলবায়ুসহ বিভিন্ন রকমের তথ্য সম্বলিত একটি Database আগ্রহী ব্যক্তিগণের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত আছে।

জিআইএস ল্যাবরেটরি স্থাপন

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে একটি আধুনিক জিআইএস ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে।

জলাভূমি সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার উন্নয়ন ও হালনাগাদ করণ

হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত এবং হাওর অঞ্চলের জন্য ডাটাবেস প্রণয়ন সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের হাওর সমূহের তথ্যভান্ডার তৈরি করা হয়েছে। যা নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে। দেশের সমগ্র জলাভূমির তথ্যভান্ডার প্রস্তুতকরণে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০১৭ উদযাপন

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ব্র্যাক বাংলাদেশের সহযোগিতায় গত ২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ আড়ম্বরে বিশ্ব জলাভূমি দিবস উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকায় ৩দিন ব্যাপী হাওর অঞ্চলের মানুষের জীবন জীবিকা, যাতায়াত ব্যবস্থা, অর্থ-বানিজ্য, উৎপাদিত ফসলাদি, গ্রাম প্রকৃতির চিত্র ইত্যাদি নানা বিষয়াবলীকে উপজীব্য করে বিভিন্ন ধরণের চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া এ উপলক্ষ্যে ব্যানার, ফেস্টুন, লিফলেট, পোস্টার ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচার করা হয়েছে।

জলাভূমি সংক্রান্ত সচেতনতামূলক তথ্যচিত্র প্রকাশ ও প্রচার

জলাভূমি সুরক্ষা ও সর্বোত্তম ব্যবহার বিষয়ে জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাওর ও জলাভূমি বিষয়ে নির্মিত ডকুমেন্টারী বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার ও সভা সমাবেশে প্রদর্শন করা হয়েছে।

ছবিতে বাংলাদেশ হাওর জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম, ২০১৬-২০১৭

DBHWD
2 February 2017
World Wetland Day

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব, ব্রাক বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান স্যার ফজলে হাসান আবেদ গত ২রা ফেব্রুয়ারী ২০১৭, বিশ্ব জলাভূমি দিবস উপযাপন উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমীতে একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করছেন

গত ২রা এপ্রিল ২০১৭, তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব ও বাংলাদেশ হাওর জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সিলেট ও সুনামগঞ্জের বন্যা দূর্গত এলাকা ও ফসল রক্ষা বাঁধ ভাঙ্গন পরিদর্শন করেন

Water Management in Ontario

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল গত ২৪শে এপ্রিল ২০১৭ কানাডার কৃষি, খাদ্য ও গ্রামীন বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন

UNIVERSITY of GUELPH

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত একটি দল কানাডার বিখ্যাত UNIVERSITY OF GUELF এর জলাভূমি ও বন বিজ্ঞান বিষয়ক বিভাগের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন

হাওর মহাপরিকল্পনাভুক্ত নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ক প্রকল্পসমূহ গ্রহণের জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মতবিনিময়

প্রকল্প পরিচালকদের সাথে হাওর মহাপরিকল্পনাভুক্ত চলমান উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

Impact Assessment of Structual Interventions in Haor Ecosystem and Innovation for Solutions শীর্ষক প্রকল্পের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, সিইজিআইএস এর নির্বাহী পরিচালক এবং প্রকল্প পরিচালক

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে
স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪১ তম শাহাদাত বার্ষিকীতে
শ্রদ্ধাঞ্জলী
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের এর পক্ষ থেকে শোক র‌্যালি

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ট্রাস্টসমূহ

IWM

Water Environment & Climate

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং

http://iwmbd.org

সপ্তম অধ্যায়

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং

ভূমিকা

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পানিতাত্ত্বিক মডেলিং, কম্পিউটেশনাল হাইড্রলিক্স এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্বমানের সেবা প্রদান করে আসছে আইডব্লিউএম। সামগ্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন পানি বিষয়ক সমস্যার সমাধান সম্ভব। ১৯৮৬ সালে একটি UNDP কারিগরি সহায়তা প্রকল্প হিসেবে IWM-এর যাত্রা শুরু হয়। তখন এর নাম ছিলো Surface Water Simulation Modelling Programme (SWSMP)। ১৯৯৬ সালের শেষের দিকে এটি Surface Water Modelling Centre (SWMC) নামে বাংলাদেশ সরকার একটি ট্রাস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। ২০০২ সালের ১ আগস্ট থেকে এই প্রতিষ্ঠানের নতুন নামকরণ হয় Institute of Water Modelling (IWM)। আইডব্লিউএম গাণিতিক মডেলিং প্রযুক্তিতে উৎকর্ষের প্রতীক হিসেবে কাজ করছে এবং পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কে সামগ্রিক বিবেচনায় এনে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে গুণগতমান উন্নয়নে পরামর্শ সেবা প্রদান নিশ্চিত করছে।

ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা

সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার আলোকে গাণিতিক মডেলের সার্বজনীন ব্যবহার ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) এর প্রতিষ্ঠা পানি সম্পদ খাতে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৮৮২ সালের ট্রাস্ট এ্যাক্ট এর আওতায় ট্রাস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও নিবন্ধিত হয়।

প্রতিষ্ঠানটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব-এর সভাপতিত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড অব ট্রাস্টিজ দ্বারা পরিচালিত। অন্যান্য ট্রাস্টিগণের মধ্যে রয়েছেন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা; প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; যুগ্ম সচিব (ব্যাংকিং পলিসি) অর্থ মন্ত্রণালয়; যুগ্ম সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; বিভাগীয় প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ড্যানিশ হাইড্রলিক ইনস্টিটিউট, ডেনমার্ক; প্রেসিডেন্ট, ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ; বিভাগীয় প্রধান, পানি সম্পদ কৌশল বিভাগ, বুয়েট (ট্রেজারার), একটি খ্যাতনামা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী; একটি খ্যাতনামা এনজিও প্রধান এবং সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আইডব্লিউএম এর নির্বাহী পরিচালক।

Deed of Trust অনুসারে IWM Trust এর মূল উদ্দেশ্যসমূহ

১) SWSMP এর তিনটি ফেজ এর সময়ে অর্জিত আইডব্লিউএম এর সমস্ত হস্তান্তর ও অহস্তান্তরযোগ্য সম্পদ, দায় এবং সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ওয়াটার মডেলিং, কম্পিউটেশনাল হাইড্রলিক্স ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানে একটি উৎকর্ষ গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইডব্লিউএম গঠন এবং রক্ষনাবেক্ষণ করা ও এর বর্তমান কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ট্রাস্টির সিদ্ধান্তক্রমে জাতীয় উন্নয়নের জন্য নতুন প্রকল্প হাতে নেয়া;

২) চলমান কর্মসূচী এবং প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা;

৩) আইডব্লিউএম এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ও কর্মসূচী সমূহের ত্বরায়ন, প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা, অক্ষুন্ন রাখা, অর্থায়নে সহযোগিতা, এবং ওয়াটার মডেলিং প্রোগ্রামসমূহের জন্য সহায়তা প্রদান ও উল্লিখিত বিষয়ে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা;

৪) পানিবিজ্ঞান ও ওয়াটার মডেলিং কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

৫) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উচ্চতর সেবা প্রদানের জন্য ওয়াটার মডেলিং বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও সহযোগিতা প্রদান;

৬) উক্ত ট্রাস্টের লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে উচ্চতর গবেষণা কর্ম পরিচালনা করা;

৭) সম্ভাব্য উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে উক্ত ট্রাস্টের কার্যক্রম ও সেবা দেশের বাইরে সম্প্রসারণ করা;

৮) আইডব্লিউএম এর মূল কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে কোনো বিষয়ে কার্যক্রম এবং প্রকল্প গ্রহণ করা।

অধিক্ষেত্র

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং বাংলাদেশের একমাত্র স্বীকৃত গাণিতিক মডেলিং সেবাদানকারী বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন মডেলিং, জলাভূমি ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাপনা, ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা, নগর পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা, পানির গুণগত মান ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, ফ্লুভিয়াল হাইড্রলিক্স এবং নদী, নদী প্রকৌশল, বন্যা ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় হাইড্রলিক্স এবং মরফোলোজি, বন্দর এবং অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা, এশচুয়ারি এবং মেরিন সিস্টেম ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদ পরিকল্পনা, সফটওয়ার ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য প্রযুক্তিগত সমাধান, জিআইএস এবং রিমোট সেন্সিং, হাইড্রজিওলজিক্যাল অনুসন্ধান, টপোগ্রাফিক এবং হাইড্রগ্রাফিক জরীপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইডব্লিউএম এর কর্মকান্ড বিস্তৃত। আইডব্লিউএম সমীক্ষা শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ নয়। মালয়েশিয়া, নেপাল, তাজিকিস্তান, ভারত ইত্যাদি দেশেও আইডব্লিউএম সাফল্যের সাথে সমীক্ষা পরিচালনা করেছে।

আইডব্লিউএম এর জনবল

আইডব্লিউএম-এর বর্তমান জনবল প্রায় ৩২৫ জন যার মধ্যে ৬৫% ই দেশ ও বিদেশ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উঁচুমানের বিশেষজ্ঞ।

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর জনবল সংখ্যা

শ্রেণী	বর্তমানে কর্মরত
বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা	২০৫
সাধারণ কর্মকর্তা ও সাপোর্ট স্টাফ	৭০
সার্ভেয়ার/ ডিইও	৫০
মোট	৩২৫

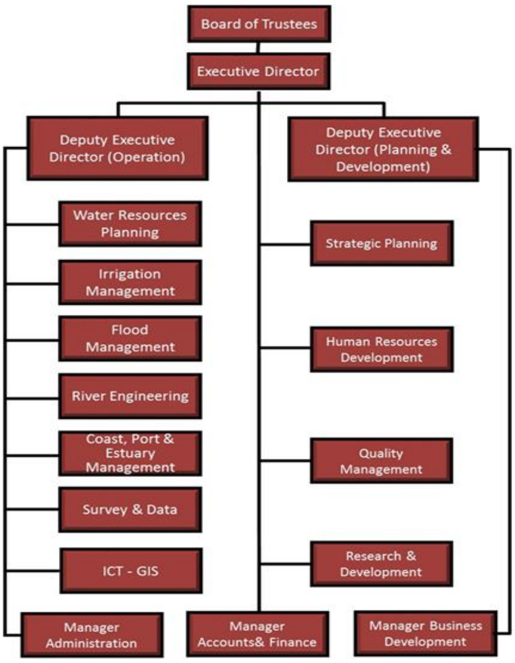
Board of Trustees
Executive Director
Deputy Executive Director (Operation)
Deputy Executive Director (Planning & Development)
Water Resources Planning
Irrigation Management
Flood Management
River Engineering
Coast, Port & Estuary Management
Survey & Data
ICT - GIS
Strategic Planning
Human Resources Development
Quality Management
Research & Development
Manager Administration
Manager Accounts& Finance
Manager Business Development

কাজের পরিসর

গাণিতিক মডেলিং	DSS / জরীপ
• সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ; • রিভার মরফোলোজি ; • লবণাক্ততা ও পলি প্রবাহ ; • জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব; • কোস্টাল হাইড্রলিক্স ও মরফোলোজি; • উপকূল, বন্দর এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা ; • পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণ; • সেতু হাইড্রলিক্স ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন • নগর পানি ব্যবস্থাপনা; • সেচ ব্যবস্থাপনা; • ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা; • ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির সমন্বিত ব্যবস্থাপনা; • বন্যা ব্যবস্থাপনা; • সমন্বিত কোস্টাল জোন ব্যবস্থাপনা; • জলাভূমি ও লেক ব্যবস্থাপনা।	• GIS ভিত্তিক DSS ; • GIS ভিত্তিক IIS ; • ডাটাবেইজ প্রয়োগ ; • সার্ভে, RS ইমেজ ও মডেল ডাটা থেকে মানচিত্র প্রণয়ন; • টোপোগ্রাফিক সার্ভে ; • হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে ; • পানি প্রবাহ পরিমাপ ; • পলি ও পানির গুণগত মান ; • হাইড্রো-জিওলোজিক্যাল অনুসন্ধান।

আইডব্লিউএম কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পসমূহের তালিকা

ক্রম	সমীক্ষার নাম	সমীক্ষার বর্তমান অবস্থা
১	গাণিতিক মডেল ও লাগসই জরীপ কৌশল এর মাধ্যমে সুরমা বলাই নদীর বর্তমান বাঁধ ও নিষ্কাশন খালের খনন ব্যবস্থার উন্নয়ন।	সমাপ্ত
২	BRWSSP এর আওতায় আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা, কারিগরি জরীপ এবং ইনভেস্টিগেশন, বিশদ প্রকৌশল নকশা, নির্মাণ তদারকি এবং কমিউনিটি মবিলাইজেশন পল্লী অঞ্চলে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ স্কিম	সমাপ্ত
৩	পশুর নদীতে মংলা বন্দর থেকে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	সমাপ্ত
৪	২৯ নং পোল্ডারে নদী তীর ভাঙন ব্যবস্থাপনা সমীক্ষা	সমাপ্ত
৫	কপোতাক্ষ নদীতে পলি, লবণাক্ততা, জোয়ার এবং বন্যার অবস্থা মনিটরিং সমীক্ষা	সমাপ্ত
৬	পাগলা এসটিপি এর জন্য (সেকেন্ডারি মেইনস) সম্ভাব্যতা ও পরিবেশগত সমীক্ষা শোধনাগারের জন্য	সমাপ্ত
৭	গোড়ান চাদবাড়ি ও কল্যাণপুর ক্যাচমেন্টের জন্যে নিষ্কাশন সমীক্ষা	সমাপ্ত
৮	জাইকার হাওড় বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য গাণিতিক মডেলিং ও টপোগ্রাফিক জরীপ	সমাপ্ত
৯	কপোতাক্ষ নদীতে পলি, লবনাক্ততা, জোয়ার ও বন্যা এবং টিআরএম বেসিন সমীক্ষা	সমাপ্ত
১০	মেহেরপুর ও চুয়াডাঙায় ভৈরব নদী পুনঃখননের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	সমাপ্ত
১১	তেল পরিশোধনের জন্য অর্থনৈতিক-কারিগরি সমীক্ষা	সমাপ্ত
১২	সমুন্নত খাদ্য নিরাপত্তা এবং উপকূলীয় পোল্ডার এলাকায় জীবিকার জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা	সমাপ্ত
১৩	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা সমীক্ষা	চলমান
১৪	দক্ষিণ এশিয়ার জন্য IWMI এর সঙ্গে ফ্লাড হ্যাজার্ড মডেল ও সূচক ভিত্তিক বন্যা বীমা সমীক্ষা	চলমান
১৫	স্যাটেলাইট উপাত্ত সমন্বয়ের মাধ্যমে উপকূলীয় নাজুকতায় অভিযোজন উন্নয়ন ও বন্যা পূর্বাভাস দক্ষতা বৃদ্ধি	চলমান
১৬	কক্সবাজার বিমানবন্দর সম্প্রসারনের জন্য হাইড্রলজি ও মরফোলোজিক্যাল এবং পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা	চলমান
১৭	ঝড়-জোয়ারের প্রভাবের ওপর পানিতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ ও থিমেটিক সমীক্ষা	চলমান
১৮	বড়াল বেসিনে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা সমীক্ষা	চলমান
১৯	বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের লবণ অধ্যুষিত উপকূলীয় এলাকায় কৃষি উন্নয়ন বিষয়ক সমীক্ষা	চলমান
২০	কর্ণফুলি ও বোয়ালখালি সেচ প্রকল্প	চলমান
২১	মালয়েশিয়ার মুদা নদীতে পানির ভারসাম্যতা বিষয়ক সমীক্ষা	চলমান
২২	গোমতী নদী খনন হাইড্র-মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা	চলমান
২৪	চট্টগ্রাম শহরে পানি সরবরাহের জন্য ভূগর্ভস্থ পানির অনুসন্ধান সমীক্ষা	চলমান
২৫	পদ্মা পানি শোধন সমীক্ষা	চলমান
২৬	তেঁতুলঝড়া-ভাকুর্তায় নলকূপ নকশা পর্যালোচনা ও সুপারভিশন	চলমান
২৭	CWSISP এর অধীনে চট্টগ্রাম মহানগরীতে পানি সংযোগ ব্যবস্থার বিশ্লেষণ এবং অপটিমাইজেশন–সমীক্ষা, নকশা এবং চট্টগ্রাম ওয়াসার নির্মাণ তদারকি।	চলমান
২৮	আবাসিক ভবনের ছাদ থেকে বৃষ্টির পানি সংগ্রহের মাধ্যমে কৃত্রিম উপায়ে একুইফার রিচার্জ সমীক্ষা	চলমান
২৯	একুইফার সিস্টেমের জন্য ঢাকা শহরে ভূগর্ভস্থ পানির মনিটরিং ব্যবস্থা এবং ঢাকা ওয়াসা উৎপাদক নলকূপ	চলমান
৩০	চট্টগ্রাম ওয়াসার জন্য ড্রেনেজ ও সেনিটেশন মহাপরিকল্পনা সমীক্ষা	চলমান
৩১	ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রস্তুতকরণ	চলমান
৩২	উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প-১ সমীক্ষা	চলমান
৩৩	সিলেট শহরের ড্রেনেজ সমীক্ষা	চলমান
৩৪	ঢাকা ইস্টার্ন বাইপাস সমীক্ষা	চলমান
৩৫	বিআইডব্লিউটিএ: ১২টি নৌপথের মরফোলোজিক্যাল সমীক্ষা, ডিজাইন এবং তদারকী ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা	চলমান
৩৬	ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী নদীসমুহের দুষণ নিয়ন্ত্রণ সমীক্ষা	চলমান

ক্রম	সমীক্ষার নাম	সমীক্ষার বর্তমান অবস্থা
৩৭	বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি প্রকল্প-২ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	চলমান
৩৮	বিটিআরসির জন্য ২য় ধাপে ওয়েব-জিআইএস ডেভেলপমেন্ট	চলমান
৩৯	হাওড় এমআইএস ডিজাইন ও উন্নয়ন	চলমান
৪০	উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আকস্মিক বন্যা ব্যবস্থাপনা সমীক্ষা	চলমান

গবেষণা ও উন্নয়ন

বিভিন্ন ইনস্টিটিউট ও এজেন্সির সঙ্গে একযোগে আইডব্লিউএম উচ্চতর গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। আইডব্লিউএম এর গবেষণা ইউনিট অল্প সময়ের মধ্যেই জাতীয় পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও ডিজাইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক টুলস উন্নয়নে উৎকর্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে। এই গবেষণা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহে সমস্যার সমাধানে বিশ্লেষণধর্মী সহায়তা প্রদান;
- নতুন প্রযুক্তি কিংবা টুলস্ প্রয়োগের পদ্ধতি উন্নয়ন;
- পেশাগত সভা, কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন/ অংশগ্রহণ;
- এমএসসি ও পিএইচডি গবেষণায় কার্যকর সহায়তা প্রদান;
- পেশাগত জার্নাল ও প্রসিডিংস-এর প্রকাশনা;
- দেশ ও বিদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দক্ষ কর্মী বিনিময়।

কতিপয় উল্লেখযোগ্য চলমান ও সদ্য সমাপ্ত গবেষণা সমীক্ষা

১. বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদীসমূহের জন্য sediment predictor এর উপযোগিতা নিরূপণ (প্রথম ধাপ);
২. স্থানীয় বৃষ্টিপাত পরিমাপক ও ঢাকা মহানগরীতে জলাবদ্ধতা বিষয়ক সমীক্ষা;
৩. সাধারণ আঞ্চলিক মডেলিং এর তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও হালনাগাদীকরণ;
৪. তির্যক প্রবাহ, চর স্থানান্তর এবং নদী তীর সুরক্ষা;
৫. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাইড্রজিওলজিক্যাল প্যারামিটার নির্ধারণ বিষয়ক গবেষণা (দক্ষিণ পূর্ব ও দক্ষিণ পশ্চিম)।

আইডব্লিউএম নির্বাহী পরিচালকের বন্যা প্লাবিত হাওড় এলাকা পরিদর্শন

বিশেষজ্ঞ দলের প্রতিনিধি হিসেবে ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর ড. এম মনোয়ার হোসেন গত ২৮-২৯ এপ্রিল, ২০১৭ সিলেট ও সুনামগঞ্জের বন্যাপ্লাবিত হাওড় এলাকা পরিদর্শন করেন। পানি সম্পদ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপির নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞ দলে আরো ছিলেন পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর প্রতীক এমপি, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান, প্রকৌশলী মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর, মহাপরিচালক পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সাংসদগণ এবং সংবাদমাধ্যমের কর্মীবৃন্দ।

বিশেষজ্ঞ দলটি শনির হাওড়, হোলির হাওড়, গুড়মার হাওড় পরিদর্শন করেন এবং এই আকস্মিক বন্যার ভয়াবহতা পর্যবেক্ষণ করেন। পরিদর্শনকালে তারা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সাথে কথা বলে তাদের দুর্দশার কথা জানতে চান।

পানিসম্পদ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বে বন্যাপ্লাবিত হাওড় এলাকা পরিদর্শন করছেন প্রফেসর ড. এম মনোয়ার হোসেন (সর্ব ডানে)

আইডব্লিউএম নির্বাহী পরিচালকের সম্মানজনক এশিয়া ওয়াটার লিডারশিপ এওয়ার্ড অর্জন

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর ড. এম মনোয়ার হোসেন সম্মানজনক এশিয়া ওয়াটার লিডারশিপ এওয়ার্ড ২০১৬ অর্জন করেন। পানি সম্পদ খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ওয়ার্ল্ড ওয়াটার কংগ্রেস, সিএমও এশিয়া ও অংশীদার প্রতিষ্ঠান তাকে এই পুরস্কার প্রদান করে। ৫ আগস্ট ২০১৬ তারিখে সিঙ্গাপুরে মেরিনা স্কয়ারের প্যান প্যাসিফিক হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেয়া হয়।

ASIA
BEST CSR
PRACTICES
AWARDS
2016
7th
Edition

এশিয়া ওয়াটার লিডারশিপ এওয়ার্ড ২০১৬ গ্রহণ করছেন প্রফেসর ড. এম মনোয়ার হোসেন

উল্লেখযোগ্য সেমিনার ও কর্মশালা

২০১৬-১৭ সালে আইডব্লিউএম এককভাবে এবং সহযোগী হিসেবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালার আয়োজন করে। নিম্নে কতিপয় কর্মশালার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

বন্যা ও নদী ভাঙন ২০১৬ শীর্ষক সেমিনার

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সেমিনার কক্ষে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশে বন্যা ও নদী ভাঙন ২০১৬ শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান। ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর ড. এম মনোয়ার হোসেন সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মহাপরিচালক জনাব মোঃ শরাফত হোসেন খান স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে কারিগরি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর বন্যা ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচালক জনাব মোঃ সোহেল মাসুদ এবং নদী প্রকৌশল বিভাগের পরিচালক জনাব মীর মোস্তাফা কামাল। গাণিতিক মডেল ব্যবহারের মাধ্যমে নদী ভাঙন ও বন্যা ব্যবস্থাপনা হ্রাসের কৌশল ও উপযোগিতাসমুহ প্রবন্ধে উপস্থাপন করা হয়।

বন্যা ও নদী ভাঙন শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, সভাপতি ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ

যশোর জেলার ভবদহ অঞ্চলের জলাবদ্ধতার দীর্ঘমেয়াদী সমাধানকল্পে কারিগরি ও পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনা এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ফলাফলের উপর জাতীয় কর্মশালা

১৬ মার্চ ২০১৭ ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগিতায় উপরোক্ত বিষয়ে জেলা প্রশাসক যশোর এর সম্মেলন কক্ষে একটি কর্মশালার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এম.পি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, বীর প্রতীক, এম.পি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ইসমাত আরা সাদেক, এমপি, যশোর-৪ অঞ্চলের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব রণজিৎ কুমার রায়, যশোর-৫ অঞ্চলের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান।

জাতীয় কর্মশালা
প্রধান অতিথি : জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ
বিশেষ অতিথি : জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জনাব ইসমাত আরা সাদেক
জনাব রণজিৎ কুমার রায়
জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য
ড. জাফর আহমেদ খান
সভাপতি : ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর
16.03.2017

ভবদহ জলাবদ্ধতা বিষয়ক জাতীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং সভাপতি

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন যশোর জেলার জেলা প্রশাসক ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর। বাংলাদেশের খ্যাতনামা পানি সম্পদ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞগণ, নীতি নির্ধারক মহলসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত কর্মশালায় যশোর জেলার ভবদহ অঞ্চলের জলাবদ্ধতার দীর্ঘমেয়াদী সমাধান প্রসঙ্গে বিভিন্ন কারিগরি ও পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয় এবং উপস্থাপন শেষে বিশেষজ্ঞগণ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও মতামত প্রদান করেন।

পানি সম্পদের পরিস্থিতি নিরূপণ সম্পর্কিত কর্মশালা অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO) এবং ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) যৌথ উদ্যোগে পানি সম্পদের পরিস্থিতি নিরূপণ সম্পর্কিত কর্মশালা ১৫ মার্চ ২০১৭ তারিখে রাজধানীর সিরডাপ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথির পদ অলংকরণ করেন। জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম বীর প্রতীক, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ডঃ জাফর আহমেদ খান, সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও প্রফেসর ডঃ এম, মনোয়ার হোসেন, র্নিবাহী পরিচালক, IWM । কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ সরাফত হোসেন খান, মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO)।

WARPO
Workshop on
Assessment of the State of Water Resources
Chief Guest : Barrister Anisul Islam Mahmud, MP, Hon'ble Minister, Ministry of Water Resources
Guest of Honour : Mr. Muhammad Nazrul Islam, Bir Protik, MP, Hon'ble State Minister, Ministry of Water Resources
Special Guests : Dr. Zafar Ahmed Khan, Senior Secretary, Ministry of Water Resources
Prof. Dr. M Monowar Hossain, Executive Director, Institute of Water Modelling
Chairperson : Md. Sarafat Hossain Khan, Director General, WARPO
Date : March 15, 2017
CIRDAP
15.03.2017

পানি সম্পদের পরিস্থিতি নিরূপণ সম্পর্কিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি, সম্মানিত অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং সভাপতি

ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির সামগ্রিক মূল্যায়নে সময় ও স্থানভেদে এর গুণগত ও পরিমাণগত অবস্থার যথাযথ যুক্তিসঙ্গত পর্যালোচনা অন্তর্ভূক্ত, যা জাতীয় পানি পরিকল্পনাকে হালনাগাদ করার জন্য আবশ্যক। উক্ত মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরী সহযোগীতা করার জন্য WARPO, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) কে নিয়োজিত করে।

মন্ত্রণালয়সমূহ, বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ও বিশেষজ্ঞমন্ডলী এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থা গুলোর প্রতিনিধিগণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণকারীগণ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

উত্তরোত্তর মানব উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পর্কিত সংস্থা ও প্রজেক্টের কর্মশালা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজনের মাধ্যমে দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসে আইডব্লিউএম সম্পূর্ণ ভাবে নিবেদিত। এ বিষয়ে আইডব্লিউএম এর সেবামূলক পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে এই উদ্যোগ একটি অন্যতম প্রয়াস। যে সমস্ত প্রশিক্ষণ এই সংস্থা হতে প্রদান করা হয় তা সংক্ষেপে বর্ণিত হলো।

- পানি ও পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের নিমিত্তে কর্মশালার উদ্যোগ;
- সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিশেষে প্রকল্প সমূহ সম্পর্কে অবহিত করণ ও তথ্য প্রদানের জন্য সেমিনার আয়োজন করা;
- আইডব্লিউএম এর নিজস্ব স্টাফদের উন্নয়নে মডেলিং ও পরিকল্পনা প্রণয়নে দেশীয় প্রশিক্ষণ;
- সহযোগী সংস্থা সমূহের বিভিন্ন গোষ্ঠীগত উদ্যোগে জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশে প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ;
- বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরী কলেজ সমূহের শেষ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের Industrial training প্রদান;
- আইডব্লিউএম এর নিজস্ব স্টাফদের বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ, ডিগ্রী ও গবেষণা সাপোর্ট প্রদান;
- বিদেশী ছাত্র ছাত্রীদের মাস্টার্স, পি এইচ ডি পর্যায়ের ডিগ্রী লাভে গবেষণা সাপোর্ট প্রদান।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

আইডব্লিউএম তার বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তাদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও হালনাগাদ করার জন্য সবসময় সচেষ্ট থাকে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন নিয়মিত কাজের একটি অংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আইডব্লিউএম এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রায় ৩৫টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে এবং তাতে প্রায় দুই শতাধিক প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তা এ সকল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

এছাড়াও ২০১৬-১৭ সালে নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণ/কর্মশালামূহ বিদেশে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে আইডব্লিউএম এর মনোনীত প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

নিজস্ব স্টাফদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য জিআইএস প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন আইডব্লিএম এর প্রশিক্ষক

ক্রম	প্রশিক্ষণের নাম	যে দেশে অনুষ্ঠিত
০১	দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় স্যাটেলাইট এসিস্টেড বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থা	যুক্তরাষ্ট্র
০২	নগরী ও জলবায়ু পরিবর্তন	নেপাল
০৩	গবেষণায় বর্ধিত সংশ্লিষ্টতা	থাইল্যান্ড
০৪	ওয়াটার পাইপ ও এক্সেসরিজ	দক্ষিণ কোরিয়া
০৫	দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিজ্ঞানীদের জন্য স্যাটেলাইট রিমোট সেন্সিং	তাইওয়ান
০৬	বন্যাসূচক বীমাপ্রকল্প, প্রকল্প ডিজাইন, মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন	ভারত
০৭	জলবায়ু পরিবর্তনে সুন্দরবন ও পরিবেশগত সমীক্ষা	ভারত
০৮	আমেরিকান জিওফিজিক্যাল মিটিং ও বেলমন্ট ফোরামের ভেলোরাইজেশন কর্মশালা	যুক্তরাষ্ট্র
০৯	উন্নয়নশীল দেশে উপকূলীয় ও বন্দর প্রকৌশল বিষয়ক নবম আন্তর্জাতিক সম্মেলন	ব্রাজিল
১০	জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন	মরক্কো
১১	জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষক কর্মশালা	শ্রীলঙ্কা
১২	সিঙ্গাপুর আন্তর্জাতিক পানি সপ্তাহ ২০১৬	সিঙ্গাপুর

আইডব্লিউএম প্রকৌশলীগণ মালয়েশিয়ার NAHRIM এর প্রকৌশলীদের জন্য নিম্নোক্ত ট্রেনিং এর আয়োজন করে:

ক্রম	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	যে দেশে অনুষ্ঠিত
০১	মডেলিং সফটওয়ার মাইকশি এর ওপর প্রশিক্ষণ	১০	মালয়েশিয়া

নিজস্ব জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচী ছাড়াও আইডব্লিউএম তার সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/প্রকৌশলীদের জন্য কতিপয় প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করে।

আন্তর্জাতিক সেমিনার / কর্মশালায় অংশগ্রহণ

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে আইডব্লিউএম-এর বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে Water Management/ Modelling -এর উপর আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করে। দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর, চীন, মরক্কো, মিয়ানমার, অস্ট্রিয়া, গ্রীস, শ্রীলঙ্কা থাইল্যান্ড, নেপাল, মালয়েশিয়া, নেদারল্যান্ড, ভারত, ইত্যাদি।

আইডব্লিউএম এর ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পরিচালিত সমীক্ষাসমূহের কতিপয় চিত্র

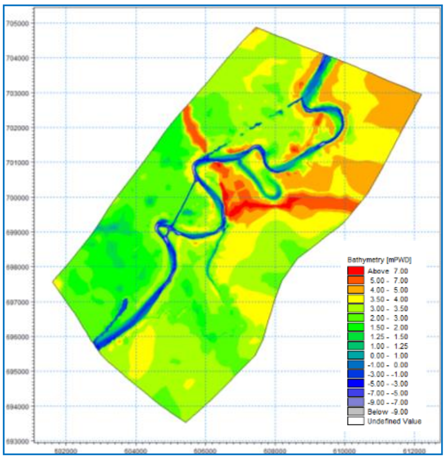
Bathymetry [mPWD]
Above 7.00
5.00 - 7.00
4.00 - 5.00
3.50 - 4.00
3.00 - 3.50
2.00 - 3.00
1.50 - 2.00
1.25 - 1.50
1.00 - 1.25
0.00 - 1.00
-1.00 - 0.00
-3.00 - -1.00
-5.00 - -3.00
-7.00 - -5.00
-9.00 - -7.00
Below -9.00
Undefined Value
705000
704000
703000
702000
701000
700000
699000
698000
697000
696000
695000
694000
693000
610000
612000

Deployment of the ADCP (inset Turbidity sensor)

Bathymetry of the Ghorautra River and adjoining area in Mithamain prepared in MIKE 21FM modelling system)

Water quality survey by DWASA and IWM in peripheral rivers of Dhaka (left); Discharge of untreated industrial effluent in river (right)

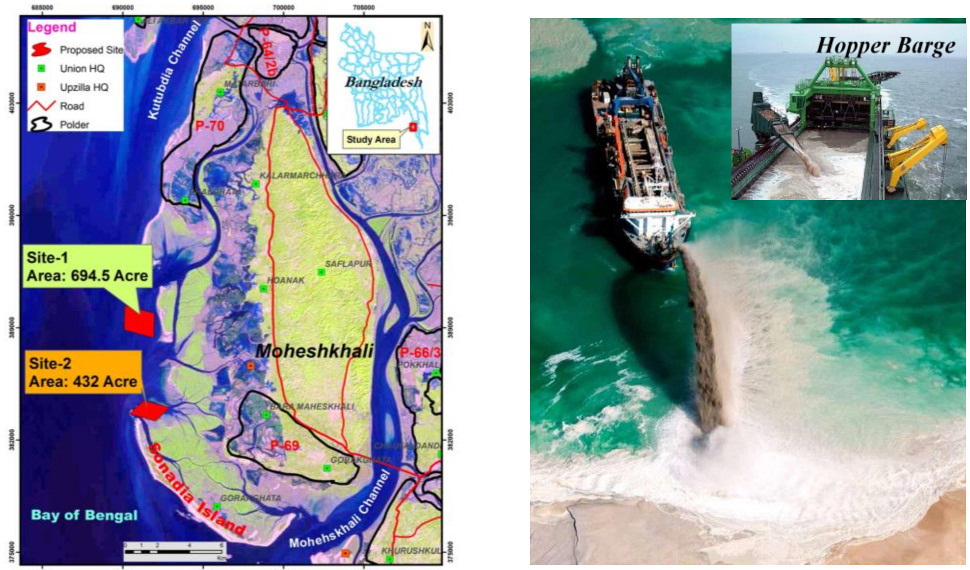
Legend
Proposed Site
Union HQ
Upzilla HQ
Road
Polder
Bangladesh
Study Area
N
Kutubdia Channel
P-64/2b
MATARBARI
P-70
KALARMARCHHARA
SAFLAPUR
HOANAK
Site-1
Area: 694.5 Acre
Site-2
Area: 432 Acre
Moheshkhali
P-66/3
POKKHALI
BARA MAHESKHALI
P-69
GORAKGHATA
Sonadia Island
GORAKGHATA
Bay of Bengal
Mohehskhali Channel
KHURUSHKUL
685000
690000
695000
700000
705000
403000
396000
389000
382000
375000
Km
Hopper Barge

Techno-Economical Feasibility Study for Land Based L.N.G Terminal at Moheshkhali Island

CEGIS

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড
জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস

http://cegisbd.com

অষ্টম অধ্যায়

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস

পটভূমি

১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যার পর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২৬টি বন্যা কর্মপরিকল্পনা (ফ্যাপ) সমীক্ষা প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নেয়। এদের মধ্যে ইউএসএআইডি এর কারিগরি সহায়তায় ১৯৯১-১৯৯৫ সময়ব্যাপী পরিবেশগত সমীক্ষা (ফ্যাপ ১৬) এবং ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস) সমীক্ষা (ফ্যাপ ১৯) সম্পাদিত হয়। এর পর ফ্যাপ ১৬ ও ফ্যাপ ১৯ একত্রিত করে ”দি এনভায়রনমেন্ট এন্ড জিআইএস সাপোর্ট ফর ওয়াটার সেক্টর প্ল্যানিং প্রজেক্ট (ইজিআইএস)” হাতে নেয়া হয়। উক্ত সমীক্ষা দুটি থেকে লব্ধ ফলাফল এবং জ্ঞান সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে নেদারল্যান্ড সরকার ১৯৯৬ সাল হতে প্রকল্পটিতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। পরবর্তীতে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ দক্ষ ও কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনায় বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা প্রদানের জন্য ইজিআইএস প্রকল্পকে সরকার ২০০২ সালে একটি জাতীয় সম্পদ হিসেবে সিইজিআইএস ট্রাস্ট এ রূপান্তরিত করে।

পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০২ সালের মে মাসে সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)নামক পাবলিক ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা পানি সম্পদ খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ”দি এনভায়রনমেন্ট এন্ড জিআইএস সাপোর্ট ফর ওয়াটার সেক্টর প্ল্যানিং প্রজেক্ট”- কে একটি স্থায়ী সংস্থায় রূপান্তরের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে দি ট্রাস্টস এ্যাক্ট ১৮৮২ এর আওতায় পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি অছি পরিষদ (বোর্ড অব ট্রাস্টিজ) কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব অছি পরিষদের সভাপতি এবং এর ট্রাস্টিগণ হলেন- মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা; মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; চেয়ারম্যান, মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ; চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পরিবেশ এবং পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের একজন বিশেষজ্ঞ; আইইউসিএন-এর বাংলাদেশ কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি এনজিও। এছাড়া, সিইজিআইএস বাংলাদেশ সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য এবং আইইউসিএন বাংলাদেশের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। সর্বোপরি, সিইজিআইএস-এর নির্বাহী পরিচালক, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের প্রকৌশলী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

অধিক্ষেত্র

সিইজিআইএস বৈজ্ঞানিকভাবে বাংলাদেশের একমাত্র মৌলিক সংস্থা যা ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস), দূর অনুধাবন (আরএস) উপাত্ত (স্যাটেলাইট চিত্র), তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) এবং উপাত্তভান্ডার (ডাটাবেইস) ব্যবহার করে পানি, ভূমি, বায়ু, গ্যাস, খনিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কৃষি, মৎস্য, সড়ক ও নৌ-পরিবহন, প্রকৌশল, বন, পরিবেশ, সামাজিক ইত্যাদি খাতের সমন্বিত পরিবেশগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই (আইইই), পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ), সামাজিক প্রভাব নিরূপণ (এসআইএ), ট্রাফিক চলাচলের প্রভাব সমীক্ষা (টিআইএ), পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি), পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএমএফ), পরিবেশগত এবং সামাজিক পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, রিসেটেলমেন্ট কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পাদন করে থাকে। এছাড়াও সিইজিআইএস সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য বিশ্লেষণমূলক ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত, জিআইএস এবং আরএস ব্যবহার করে বন্যা ও বন সম্পদের পরিবীক্ষণ, খরা নিরূপণ এবং পরিবীক্ষণ, নদীর প্ল্যানফর্ম পরিবর্তন, নদী ভাঙ্গন এবং ভূমি ক্ষয় নিরূপণ, বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, ভূমি ব্যবহার এবং নগর পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য ভূ-তলীয় বিশ্লেষণ, ইত্যাদি সম্পাদন করে থাকে। পানি সম্পদ খাতের প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা, ডিজাইন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের জন্য এ সংস্থাটি বৃহৎ উপাত্তভান্ডার যেমনঃ মেটাডাটাবেসসহ জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি), সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ উপাত্তভান্ডার (আইসিআরডি), ওয়েবভিত্তিক ভূ-তলীয় উপাত্ত ভান্ডার, ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (এমআইএস) এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহায়ক পদ্ধতি (ডিএসএস) প্রস্তুত করে থাকে।

কাজের পরিসর

সিইজিআইএস-এর কারিগরি, বিশেষজ্ঞ বিষয়ক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজসমূহ নিম্নরূপঃ

প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ	জিআইএস ও আরএস	ডাটাবেস ও আইটি
• মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন • প্রাক- সম্ভাব্যতা ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ • প্রতিবেশগত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পরিবীক্ষণ • রিসেটেলমেন্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন • সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন • আর্থ-সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমীক্ষা সম্পাদন • নদীর মরফোলজি, কৃষি, মৎস্য, বন, বিদ্যুৎ ও পানিসম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ সেবা প্রদান • প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা/সমীক্ষা সম্পাদন • জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব নিরূপণ ও অভিযোজন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ • জলবায়ু টেকসই ও জলবায়ু সহিষ্ণু সমীক্ষা সম্পাদন • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	• ম্যাপিং ও ইমেজ প্রক্রিয়াকরণ • ডিজিপিএস ও জিপিএস জরিপ • স্প্যাশাল মডেলিং • দুর্যোগ পরিবীক্ষণ ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ • প্রাকৃতিক সম্পদ নিরূপণ ও ভূমি ব্যবহার পরিবীক্ষণ • জিআইএস ও আরএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	• ডাটাবেস ও এমআইএস ডিজাইন ও উন্নয়ন • Web-enabled GIS-based MIS ও ডাটাবেস প্রস্তুতকরণ • ডাটা রিপোজিটরি প্রস্তুত করণ • আইটি সমাধান, সফটওয়্যার ডিজাইন, তৈরি ও বাস্তবায়ন • WEB পোর্টাল উন্নয়ন • উপাত্তের মান প্রমিতকরণ ও নির্দেশমালা প্রস্তুতকরণ • ডাটাবেস ও আইটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান

এছাড়া সিইজিআইএস যৌথভাবে গবেষণা পরিচালনার জন্য স্বনামধন্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করেছে। সিইজিআইএস কর্তৃক পরিচালিত এরূপ গবেষণার ফলশ্রুতিতে এ পর্যন্ত তিনটি পিএইচডি ডিগ্রী অর্জিত হয়েছে।

জনবল

বর্তমানে সিইজিআইএস-এর সর্বমোট জনবল ২০৫ জন। এদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ১৭৭ জন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা এবং ২৮ জন সাপোর্ট ও অন্যান্য স্টাফ রয়েছেন। সিইজিআইএস-এর রয়েছে মৎস্য, অর্থনীতি, কৃষি, সমাজতত্ত্ব, পানিবিজ্ঞান, পানি সম্পদ পরিকল্পনা, পুরকৌশল, তড়িৎকৌশল, জীববিজ্ঞান, পরিবেশ, প্রতিবেশ, নদী গঠনপ্রকৃতি ও প্ল্যানফর্ম, ভূ-গর্ভস্থ পানি, মাটি, পানি সম্পদ কৌশল, পানির গুণগতমান, প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ আইন, জিআইএস, আরএস, ডাটাবেস, প্রোগ্রামিং, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি প্রায় ৩০টি বিভিন্ন পেশা ও বিষয়ভিত্তিক বিজ্ঞানী এবং প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কারিগরি বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত দল। অত্যাধুনিক কম্পিউটার এবং জিআইএস ও আরএস সফটওয়্যার এবং আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞগণ নিয়মিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

CEGIS - এর কারিগরি দক্ষতাসমূহ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থা

সর্বাধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ উন্নত Hardware ও Software সমৃদ্ধ একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে CEGIS এ উচ্চগতি সম্পন্ন Local Area Network (LAN) দ্বারা প্রায় ২৫০ টি Workstation পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যুগোপযোগী সেবা দিয়ে যাচ্ছে। উন্নত মানসম্পন্ন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রিণ্টার, প্লটার, স্ক্যানার, ডিজিটাইজার, ল্যাপটপ ও ডেক্সটপ ম্যাশিন LAN এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত সর্বাধুনিক Server System দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন Output/Product তৈরীতে অবদান রাখছে। একাধিক Backup Sever এর সাহায্যে নিয়মিত ভাবে সকল Output/Product এর Backup সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। একটি আলাদা Mail Server System এর মাধ্যমে CEGIS এর অভ্যন্তরীন ও বহিঃস্থ যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা করা হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব Domain হলঃ www.cegisbd.com–যা High speed Broadband Internet Connection দ্বারা যুক্ত। বিগত ১৫ বছরে Oracle, SQL Server, MS Access, MySQL ও PostgreSQL এর সর্বশেষ Verson ব্যবহার করে বেশ কিছু Geo-Spatial Database তৈরী করা হয়েছে এবং নিয়মিত ভাবে তা হালনাগাদ করা হচ্ছে।

GIS ও RS Server System এর সাহায্যে বিপুল আকারের GIS-RS Data/Information কে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করে বিভিন্ন সমীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। Windows XP/7/10 Professional এবং Windows Server 2003/2008/2013 Enterprise Edition, Operating System হিসেবে CEGIS এর Server ও Workstation সমূহে ব্যবহার করা হচ্ছে । লাইসেন্সকৃত ArcGIS, ArcView, ERDAS Imagine, ArcIMS ইত্যাদি সর্বাধুনিক Software এর সর্বশেষ Verson বিভিন্ন সমীক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। এসকল Data ও Hardware-Software System যুগোপযোগী Antivirus System দ্বারা সুরক্ষিত। সামগ্রীকভাবে CEGIS এর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ একজন দক্ষ পরিচালকের নেতৃত্বে অভিজ্ঞ System Management Expert, Programer, Maintenance Engineer বৃন্দের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে।

এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরি

সি.ই.জি.আই.এস এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরি অনেকগুলো পরিবেশ পর্যবেক্ষক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে গঠিত। এটি প্রধানতঃ তিন ধরণের পরিবেশগত গুণাবলী পর্যবেক্ষণে কাজ করে থাকে। এগুলো হলঃ (১) পানির গুণগত মান পর্যবেক্ষণ (২) বায়ুর গুণগত মান পর্যবেক্ষণ ও (৩) শব্দ দূষণ সম্বন্ধীয় পর্যবেক্ষণ।

পানির গুণগত মান পর্যবেক্ষণের জন্য সি.ই.জি.আই.এস ল্যাবরেটরি যে সব যন্ত্রপাতি নিয়ে সুসজ্জিত তার মধ্যে অন্যতম হল অক্সিজেন মিটার, লবনাক্ততা নির্ণয়ক মিটার, তাপমাত্রা ও পানির অম্লীয় ও ক্ষারীয় গুণাবলী নির্ণয়ক মিটার, পানির তড়িৎ মাধ্যম ক্ষমতা ও স্বচ্ছতা পরিমাপক মিটার। এছাড়াও পানির ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ চিহ্নিতকরণ ও পরিচিতির জন্য বিভিন্ন ধরণের আধুনিক যন্ত্রপাতি ও তার পরিচালন পদ্ধতি এই ল্যাবরেটরিতে বিদ্যমান। অন্যদিকে বায়ুর গুণাগুন নির্ণয়ের জন্য মূলত যে সব যন্ত্রপাতি আছে তার মধ্যে অন্যতম হল ক্ষুদ্র আবহাওয়া স্টেশন, বায়ুর সালফেট ও নাইট্রেট অক্সাইড এর পরিমাণ নির্ণয়ক যন্ত্রপাতি। শব্দ দূষণ পরিমাপক যন্ত্র বেশ আধুনিক ও যুগপোযোগী। বন সম্প্রসারন ও এর গুণাবলী পর্যবেক্ষণের জন্য এই ল্যবরেটরিতে ক্যানপি মিটার, ডি.বি.এইচ. টেপ, লেজার রেইঞ্জ ফাইন্ডার ও ডায়ামিটার টেপ, লাক্স মিটার, আলো পরিমাপক ইত্যাদি যন্ত্রপাতি বিদ্যমান রয়েছে।

এছাড়া সি.ই.জি.আই.এস এনভায়ারনমেন্টাল ল্যাবরেটরিতে অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র, ক্যামেরা ও গুণাগুন নির্ণয়ক সহযোগী অনেক যন্ত্রপাতি বিদ্যমান। সি.ই.জি.আই.এস ল্যাবরেটরি একটি আধুনিক ও মানসম্মত গবেষণাগার।

CEGIS- এর উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহ

CEGIS পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সর্বকনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। ট্রাস্ট হিসেবে এর বয়স মাত্র ১৫ বছর হলেও এর যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৯১ সালে ৪ (চার) টি Flood Action Plan (FAP) এর সমীক্ষা কার্য পরিচালনার মাধ্যমে। Flood Response Study (FAP-14), Environmental Study (FAP-16), GIS Study (FAP-19) এবং Flood Proofing Study (FAP-23) এর ফলাফল ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এবং ১৯৯৬-২০০১ সময়কালে পরিচালিত EGIS I ও EGIS-II প্রকল্পের অভিজ্ঞতা সমূহকে

ভিত্তি করে ২০০২ থেকে CEGIS ট্রাস্ট এযাবৎ অনেক যুগান্তকারী ও উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম সম্পাদন করেছে। সাম্প্রতিক (২০১৬-১৭) কয়েকটি কার্যক্রম এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলঃ

কোশি নদীর অববাহিতকায় নদী সমূহের আচরণগত বিশ্লেষণ

বিহার ভারতের বন্যা প্রবণ এলাকাগুলোর মধ্যে অন্যতম যেখানে প্রতি বছর প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ কোশি নদীর বাঁধ ভাঙ্গনের ফলে সৃষ্ট বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোশি নদীর দুই পাড় বাঁধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং বাঁধ রক্ষা করার জন্য অনেক অবকাঠামো (যেমন-স্পার) রয়েছে। এসকল নদীতীর সংরক্ষণ অবকাঠামো সমূহ রক্ষা করার জন্য কোশি নদীর গতি প্রকৃতি জানা খুবই জরুরী।

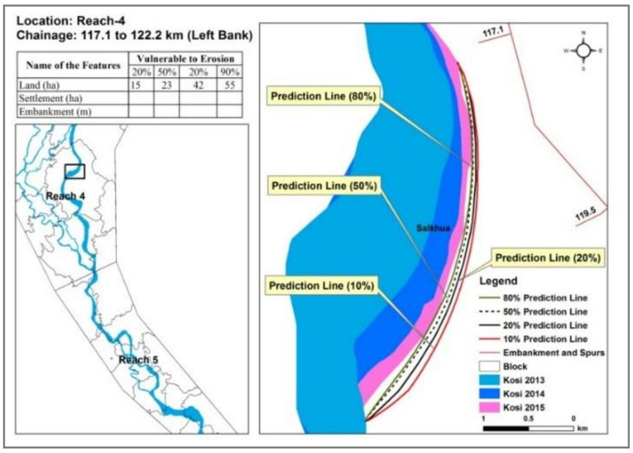
Location: Reach-4
Chainage: 117.1 to 122.2 km (Left Bank)
Reach 4
Reach 5
117.1
119.5
Saikhua
Prediction Line (80%)
Prediction Line (50%)
Prediction Line (20%)
Prediction Line (10%)
Legend
80% Prediction Line
50% Prediction Line
20% Prediction Line
10% Prediction Line
Embankment and Spurs
Block
Kosi 2013
Kosi 2014
Kosi 2015
1
0.5
0
km

Name of the Features	Vulnerable to Erosion			
	20%	50%	20%	90%
Land (ha)	15	23	42	55
Settlement (ha)				
Embankment (m)				

সম্প্রতি বিহার সরকারের পানিসম্পদ বিভাগের অধীনে সিইজিআইএস ২০১৬ সালে কোশি নদীর মরফোলজি বিশ্লেষণ করে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক Prediction Tool আবিষ্কার করেছে। ভবিষ্যতে কোশি নদীর সম্ভাব্য প্রবাহের গতিপথ এবং কোন্ কোন্ এলাকার অবকাঠামো ঝুঁকিতে থাকবে তা এই Prediction Tool এর মাধ্যমে জানা যাবে যা বন্যা পূর্ববর্তী সময়ে আগাম সতর্কতা প্রদানে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। এছাড়াও কোশি নদীর ভাটিতে আগাম নদীভাঙ্গন পূর্বাভাস প্রদানের জন্য সিইজিআইএস একটি Tool Develop করেছে।

ইতোমধ্যে বিহার সরকার এই Prediction Tool থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে স্পার এবং বাঁধ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে ব্যাপক সফলতা পেয়েছে।

বাপাউবো-এর Land Information System (LIS)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) পরিকল্পিত ভাবে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের টেকসই প্রযুক্তি অবলম্বন করে প্রায় ৭০০ Flood Control (FC), Flood Control & Drainage (FCD), Flood Control, Drainage & Irrigation (FCDI) প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের সময় প্রায় ২ লক্ষ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। এই অধিগ্রহণকৃত জমি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই CS নক্শার উপর অধিগ্রহণ করা হয় যা পরবর্তীতে RS এবং কোথাও কোথাও BS অথবা CJ নক্শায় পরিবর্তিত হয়। অধিগ্রহণকৃত জমির নক্শায় এই পরিবর্তনের জন্য বাপাউবো-এর অনেক জমি বিভিন্ন ভাবে অন্যের নামে রেকর্ড হয়ে যায়। রেকর্ডকৃত এসব জমি পুনরুদ্ধার করার জন্যে বাপাউবো GIS ভিত্তিক Land Information System (LIS) Application তৈরী করার জন্য CEGIS কে দায়িত্ব প্রদান করেছে।

PREPARATION OF GIS BASED DIGITAL LAND INFORMATION SYSTEM ON BWDB ACQUIRED LAND IN DHAKA CITY AND ITS SURROUNDINGS
Mauza: Abdullapur, Map 4
Information at a glance
JL Numbers:
Legend
Index Map
Mauza: Abdullapur
Study Area
Bangladesh Water Development Board
CEGIS

LIS তৈরীর জন্য CEGIS ArcInfo Based Ovrlay Concept এ কাজ করে একটি কর্মপদ্ধতি (Methodology) তৈরী করেছে যা বাংলাদেশের সকল CS, RS and BS/CJ নক্শাকে Digitally Convert করে একই Layer এ আনা সম্ভব। এই Overlay পদ্ধতিটি একটি Software এর মাধ্যমে পরিচালনা করা হলে সেক্ষেত্রে একটি CS দাগ এর ভূমির অবস্থান RS বা BS নক্শার উপর কোথায় হবে তা দেখা যাবে এবং প্রতিটি দাগের জমির রেকর্ডকৃত মালিকানার তথ্যও পাওয়া যাবে।

এ পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন Agency কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত জমি সুষ্ঠু ভাবে ব্যবহার এবং দখলকৃত জমি পুনরুদ্ধার করা সহ দক্ষভাবে ভূমি ব্যবস্থাপনার কাজ পরিচালনা করা সম্ভব হবে বলে CEGIS মনে করে।

জাতীয় ভূমি আচ্ছাদন (Land Cover) মানচিত্র-২০১৫

বাংলাদেশ বন বিভাগের জন্য FAO-এর অর্থায়নে "জাতীয় ভূমি আচ্ছাদন মানচিত্র-২০১৫" তৈরীতে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের আওতায় CEGIS নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পন্ন করেছেঃ

- ভূমি আচ্ছাদন মানচিত্র তৈরী করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করা;
- ভূমি আচ্ছাদন মানচিত্রের জন্য Legend প্রস্তুত করা;
- বন বিভাগের RIMS ইউনিটকে বাংলাদেশের ভূমি আচ্ছাদন মানচিত্রের ফলাফল বর্ণনায় সহযোগিতা প্রদান করা;
- RIMS ইউনিট দ্বারা প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত প্রতিবেদনে ভূমি আচ্ছাদন মানচিত্রের ফলাফল বর্ণনায় সহযোগিতা প্রদান করা।

ভূমি আচ্ছাদন মানচিত্রের জন্য Legend তৈরি ও সংজ্ঞায়িত করণসহ মানচিত্রের শ্রেণীকরণের কাজটি FAO উদ্ভাবিত LCCS সফটওয়্যার দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে। বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের মতামত গ্রহণ করে দেশে এই প্রথম ভূমি আচ্ছাদন মানচিত্রের জন্য একটি সার্বজনীন Legend প্রস্তুত করা হয়। এই Legend তৈরী করার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের জন্য জাতীয় স্কেলে একটি সুসংগত সার্বজনীন মানচিত্র প্রস্তুত করা যা সকল স্টেকহোল্ডারগণ ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়া এটি জাতীয় তথ্যভাণ্ডারকেও সমৃদ্ধ করবে।

এ ভূমি আচ্ছাদন Legend এবং FAO কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ভূমি আচ্ছাদন মানচিত্র শ্রেণীবিভাগ করার পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন ভূমি আচ্ছাদন মানচিত্র তৈরী করা সম্ভব হবে। এটিই বাংলাদেশের প্রথম ভূমি আচ্ছাদন মানচিত্র যা সমস্ত সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাগুলোকে ব্যাপক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ভূমি আচ্ছাদন তথ্য সরবরাহ করবে যা অভ্যন্তরীণ তথ্য আদান প্রদানেও সহায়তা করবে।

সামাজিক জরীপ কার্যে Web Based Data Collection System এর ব্যবহার

মাঠ পর্যায়ে সামাজিক জরীপ কার্য পরিচালনায় CEGIS সর্বাধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সহায়তায় Web Based Data Collection System এর প্রচলন করেছে। সম্প্রতি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত পূনর্বসতি কর্ম পরিকল্পনা (Resettlement Action Plan) প্রণয়ন সংক্রান্ত সমীক্ষায় মাঠ পর্যায়ে Inventory of Loss (IOL) ও Socio-Economic Survey (SES) পরিচালনায় iPad এর সাহায্যে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ Entity (গৃহ, প্রতিষ্ঠান, সম্পদ ইত্যাদি)-এর তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। iPad Apple Inc. কর্তৃক নির্মিত ও বাজারজাতকৃত একটি Tablet Computer যা ব্যবহার করে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করে তা Web Based Server এর সহায়তায় সুনির্দিষ্ট Dropbox Folder এ .pdb Format-এ Data Store করা হয়।

দূরনিয়ন্ত্রীত সুরক্ষিত Dropbox থেকে নির্দিষ্ট একটি তথ্য ব্যবস্থাপনা দল .pdb থেকে CSV Format এ Data Transfer করে প্রয়োজনীয় Database প্রস্তুত করে পরবর্তীতে প্রয়োজনমত বিশ্লেষণ ও Output Generation এর কাজ করে থাকে। iPad এ Handbase Application Development Software ব্যবহার করে এর সাথে builtin GPS দ্বারা বিভিন্ন Entity এর স্থানিক তথ্য (Spatial Data) সংগ্রহসহ প্রয়োজনীয় চিত্র (Photographs) এবং Digital Signature সংগ্রহ করা হয়। Efficient Monitoring ও Supervision নিশ্চিত করে শুদ্ধ ও দ্রুততার সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে আলোচ্য Digital Survey System-এর মাধ্যমে CEGIS তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে।

বায়ু দূষণের অনুমিত ভবিষ্য মান মাত্রা নিরূপণে CALPUFF এর প্রয়োগ

CALPUFF আমেরিকার পরিবেশ রক্ষাকারী সংস্থা (USEPA) কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত একটি বহুমাত্রিক পাফ মডেল, যা অস্থিতিশীল পরিবেশ বা আবহাওয়া বিবেচনা হেতু বায়ু দূষকের পরিবহণ, পরিচলন, রূপান্তরএবং অপসারণগত অবস্থা অনুমান ও নিরূপণ করে।

সিইজিআইএস বায়ু দূষণ প্রবণ বিভিন্ন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব ও বায়ু দূষণের অনুমিত ভবিষ্যৎ মান মাত্রা নিরূপণে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন মডেলিং সফ্টওয়ার ব্যবহার করে আসছে। AERMOD, SCREEN ও CALPUFF এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ভৌগলিক অবস্থান ও বায়ু দূষণ উৎস বিবেচনায় নিম্নোক্ত প্রকল্প সমূহের পরিবেশগত প্রভাব ও বায়ু দূষণের অনুমিত ভবিষ্যৎ মাত্রা নিরূপণে সিইজিআইএস বাংলাদেশে সর্বপ্রথম CALPUFF মডেলটি প্রয়োগ করেছেঃ

- খুলনা ২×৬৬০ মেঃওঃ মৈত্রী সুপার থারমাল বিদ্যুৎ প্রকল্পের কয়লা পরিবহণ সম্পর্কিত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষায়;
- বাঁশখালী ২×৬৬০ মেঃওঃ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন সুপার থারমাল বিদ্যুৎ প্রকল্পের কয়লা পরিবহণ সম্পর্কিত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষায়;
- পটুয়াখালী ২×৬৬০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষায়।

CALPUFF মডেলের প্রায়োগিক সুবিধাসমূহ নিম্নরূপঃ

- সাধারণতঃ দীর্ঘ পরিসীমা বা ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে (৫০ কি.মি. এর বেশী) এই মডেল প্রয়োগ করা হয়।
- মূলতঃ বায়ু দূষকের দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশগত প্রভাব যেমন ঃ দূষকের আর্দ্র ও শুষ্ক প্রসার বা অবক্ষেপণ (wet scavenging and dry deposition), রাসায়নিক রূপান্তর (chemical transformation) এবং বস্তুকণার দৃশ্যমানতা (visibility) প্রভাবইত্যাদি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই মডেলটির প্রয়োগ যথার্থ।
- বায়ু দূষণের বিভিন্ন উৎস সমূহ যেমন-পয়েন্ট, লাইন এবং এরিয়া সোর্স সমূহ বিবেচনা হেতু বায়ু দূষণের প্রকৃতি ও প্রভাব নিরূপণ করা হয়।
- উপকূলীয় এবং জলভাগ উপরিস্থিত বায়ু দূষকের পরিবহণ এবং প্রসার সম্পর্কিত বিষয়াদি অনুমাণ ও নির্ধারণ করা হয়।

CALPUFF মডেল প্রয়োগ করে খুলনা ২×৬৬০ মেঃ ওঃ মৈত্রী সুপার থারমাল বিদ্যুৎ প্রকল্পের কয়লা পরিবহণ সম্পর্কিত বায়ু দূষণের অনুমিত ভবিষ্যৎ মান মাত্রা নিম্নোক্ত ছকে তুলে ধরা হলোঃ

অবস্থান	দূষক উপাদান (Criteria Pollutants)	পরিমানকৃত মান (Measured Value)	মডেল বেইজলাইন		প্রকল্পের দৃশ্যকল্প (Model Project Scenario)		পুঞ্জিভূত দৃশ্যকল্প (Model Cumulative Scenario)		পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (ECR, 2005)		আন্তর্জাতিক অর্থায়ন করপোরেশন (IFC, 2007)	
	দূষক উপাদান ও একক (Criteria Pollutants & Unit)	পর্যবেক্ষণ সময় (8-Hr. during Monitoring study)	দৈনিক গড় মান (24 Hr)	বাৎসরিক গড় মান (Annual Avg.)	দৈনিক গড় মান (24 Hr)	বাৎসরিক গড় মান (Annual Avg.)	দৈনিক গড় মান (24 Hr)	বাৎসরিক গড় মান (Annual Avg.)	দৈনিক গড় মান (24 Hr)	বাৎসরিক গড় মান (Annual Avg.)	দৈনিক গড় মান (24 Hr)	বাৎসরিক গড় মান (Annual Avg.)
সুন্দরবন নিকটবর্তী অবস্থান (Nearest Point of Sundarbans)	বস্তু কণা (২.৫) (µg/Nm³)	২১-৫৫	১৮.৮	৩.১	২০.৮	৩.১৩	২০.৮৫	৩.১৭	৬৫	১৫	৭৫	৩৫
	বস্তু কণা (১০) PM10 (µg/Nm³)	৩৩-১৭৪	৩৭.৩	৬.৫	৩৭.৫	৬.৫৫	৩৭.৯	৬.৫৯	১৫০	৫০	১৫০ অন্তর্বর্তী লক্ষমাত্রা (১)	৭০ অন্তর্বর্তী লক্ষমাত্রা (১)
	সালফার অক্সাইড সমূহ SOx (µg/Nm³)	১০-৪৫	১০.৮	২.১	১৩.৩	২.২	১৩.৫২	৬.০	৩৬৫	৮০	১২৫	
	নাইট্রোজেন অক্সাইড সমূহ NOx (µg/Nm³), 1hr	১৩-৪৪	২৯.০	২.২	৩৩	২.৩	৩৩.৪	২.৪	-	১০০	২০০	৪০

উপরোক্ত ছক থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সমীক্ষা এলাকায় ইতোমধ্যে বিদ্যমান ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সমস্ত বায়ু দূষণ উৎস হতে নিঃসরিত সকল বায়ু দূষকের বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে প্রাপ্ত পুঞ্জিভূত মাত্রা সমূহ বাংলাদেশ ও আইএফসি কর্তৃক প্রাপ্ত মাত্রার চেয়ে যথেষ্ট কম রয়েছে।

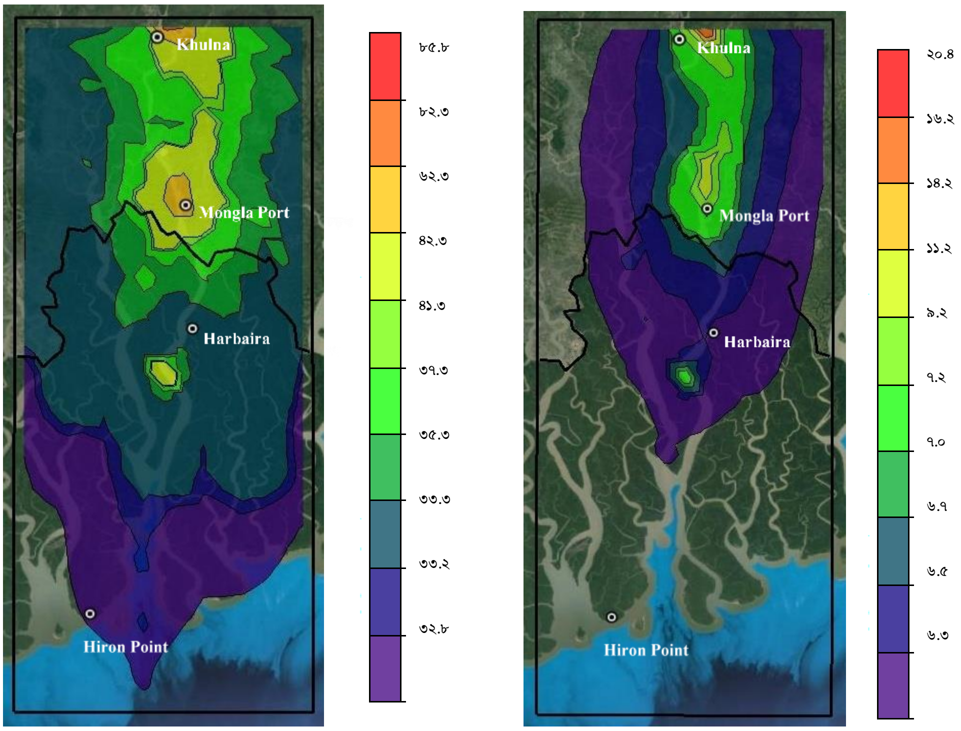

দৈনিক মাত্রা (গড়) বাৎসরিক মাত্রা (গড়)

অনুমিত মাতন মাত্রা (বস্তুকনা ১০)

Smart Project Monitoring and Management Information System (SPMMIS)

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পানি সম্পদ খাতে বন্যা ব্যবস্থাপনা সুরক্ষা, কৃষি উন্নয়ন ও শহর রক্ষা বাঁধ নির্মাণসহ নানাবিধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করে চলেছে। পানি সম্পদ খাতের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নযন বোর্ড সারা দেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ব্যবস্থাপনার জন্য বেশ কিছু FCD/FCDI, নদীর তীর সংরক্ষণ, নদ-নদী খনন ও পুনঃখনন সমগ্র দেশে ড্রেজিং ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ত্বরিত গতিতে এবং তাৎক্ষণিকভাবে (real time or near real time) মনিটরিং করার জন্য বাপাউবো, CEGIS -এর কারিগরী সহায়তায় একটি Smart Project Monitoring and Management Information System (SPMMIS) প্রস্তুত করেছে।

SPMMIS-এর আওতায় জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS) এবং web প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহের geographic location একটি common network এর আওতায় আনার সাথে সাথে location ভিত্তিক digital database ডাটাবেজের একটি ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত করা হয়েছে । এছাড়া SPMMIS এর পাইলটিং হিসেবে প্রাথমিকভাবে ২০১৬-১৭ সালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের GIS based ডিজিটাল ম্যাপ, ডিপিপি-র তথ্য, অগ্রগতি ইত্যাদি তথ্য এ ডাটাবেজে সন্নিবেশিত করা হয়েছে ।

লোকেশন ভিত্তিক এ SPMMIS ডাটাবেজে অবকাঠমো-সমূহের (completed/ ongoing/ potential) টাইম সিরিজ চিত্র (স্থির ও ভিডিও) এবং real-time ভিডিও streaming সন্নিবেশ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। 3G / 4G কানেকশন যুক্ত স্মার্ট মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও এই ভিডিও স্ট্রিমিং করা যাবে। ফলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি প্রকল্পের সাইটে গিয়ে স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে ডাটাবেজের সাথে সংযুক্ত হওয়ার পর ভিডিও স্ট্রিমিং চালু করলে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে অন্য ব্যক্তির সাথে ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। প্রকল্প স্থানে স্বশরীরে উপস্থিত না থেকেও প্রকল্পের কার্যক্রম ও real time পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাবেন। এছাড়া মাঠ পর্যায়ের "রিয়েল টাইম" অবস্থার সাথে প্রতিবেদনে প্রদত্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলনা করার ব্যবস্থা থাকায় SPMMIS -এ প্রদত্ত অগ্রগতির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

Digital এ মনিটরিং সিস্টেমের সাহায্যে আরও যে সকল সুবিধাদি পাওয়া যাবে সেগুলো হলো ঃ

১. ডিজিটাল ডাটাসমূহ স্তরে স্তরে (layer by layer) সন্নিবেশ থাকবে ফলে এই ম্যাপসমূহের সাথে অন্যান্য ইন্টারনেট ভিত্তিক ম্যাপ, যেমন google রোড ম্যাপ, google image ইত্যাদি সংযোজন করে বাস্তব অবস্থা কম্পিউটারে বা স্মার্ট ডিভাইসের মাধ্যমে (যেমন মোবাইল ফোন) পর্যবেক্ষণ করা যাবে।

২. বাপাউবো'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন যে কোন প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত মাঠ পর্যায় থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ (বিভাগীয় প্রকৌশলী/ উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী) ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযোজন করতে পারবেন এবং বাপাউবো এবং মন্ত্রণালয়ের যে কোন কর্মকর্তা তাদের নিজস্ব কম্পিউটার বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তা নিরীক্ষা করতে পারবেন।

৩. ভিডিও ও স্থির চিত্রের সাথে অগ্রগতি প্রতিবেদনের সামঞ্জস্যতা নিরীক্ষা এবং তাৎক্ষণিকভাবে তা ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোন স্থান থেকে পর্যবেক্ষণ করা যাবে, ফলে প্রজেক্ট মনিটরিং এর কাজ অনেক সহজসাধ্য হবে।

৪. অগ্রগতি ছাড়াও প্রকল্প বিষয়ক সকল তথ্য-উপাত্ত যেমন সকল কম্পোনেন্টের ডিজাইন/ড্রইং, ডিপিপি ডকুমেন্ট, প্রকল্প সার সংক্ষেপ, অর্থ ছাড়করণ ও অর্থ প্রাপ্তি ইত্যাদি সকল তথ্য-উপাত্ত সিস্টেমের সার্ভারে সন্নিবেশিত হবে। এসকল তথ্য উপাত্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ তাদের নিজ নিজ কম্পিউটার থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে upload করতে পারবেন (যেমন ডিজাইন/ড্রইং এর ক্ষেত্রে বাপাউবো'র ডিজাইন ইউনিট) ।

৫. এই সিস্টেমের মাধ্যমে IP Camera বা smart device এবং 3G ইন্টারনেট কানেকশন ব্যবহার করে মাঠ পর্যায়ের নির্মাণ কার্যক্রমের ভিডিও তাৎক্ষণিকভাবে (real time) ও দর্শন এবং নিরীক্ষণ করা যাবে।

৬. এভাবে কাজ শুরুর পূর্ব থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে ধারণকৃত ভিডিও স্থির চিত্রসমূহ পরবর্তীতে রিভিউ করা যাবে।

৭. ভিডিও ও স্থির চিত্রের সাথে অগ্রগতি প্রতিবেদনের সামঞ্জস্যতা এবং তাৎক্ষণিকভাবে অগ্রগতি ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেকোন স্থান থেকে পর্যবেক্ষণ করা যাবে, এতে প্রজেক্ট মনিটরিং এর কাজ অনেক সহজসাধ্য হবে।

৮. ভবিষ্যতে UAV (Unmanned Aerial Vehicle) বা ড্রোন টেকনোলজি ব্যবহার করেও real time প্রকল্প বাস্তবায়ন ডাটা SPMMIS ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে ।

Water Quality Monitoring System (WQMS)

পানির গুণগতমানের টেকসই পর্যবেক্ষণের জন্য CEGIS Water Quality Monitoring System (WQMS) অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপটি তৈরি করেছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মীরা ইন্টারনেট বা একটি স্মার্টফোনের মাধ্যমে WQMS অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করতে পারবেন। ব্যবহারকারীর পরামর্শক্রমে এই অ্যাপটির ইন্টারফেস, ইনপুট/আউটপুট ফরম্যাট ডিজাইন করা হয়েছে। এই সিস্টেমের প্রধান স্তর/ধাপ হল সিস্টেম ডিজাইন, ডাটাবেস ডিজাইন, ইন্টারফেস ডিজাইন এবং সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট।

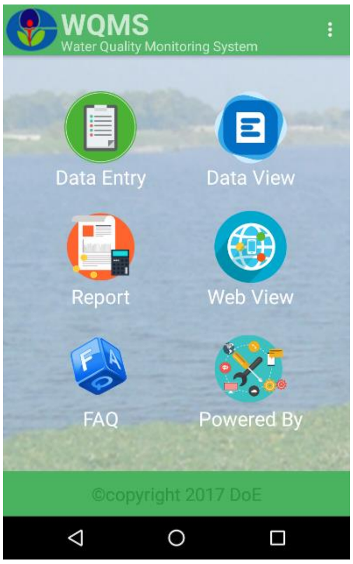

প্রধান সুবিধাগুলিঃ

১. এই অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপটি সহজেই ইন্সটল করা যায়;

২. ইন্সটল করার সময় কোন প্রকার পার্সোনাল তথ্য দেয়ার ঝামেলা নেই;

৩. তুলনামূলকভাবে কম ডেটা এন্ট্রি;

৪. লাইসেন্স দিয়ে অ্যাপ হালনাগাদ এর ঝামেলা নেই;

৫. অ্যান্ড্রয়েড একটি ওপেন সোর্স মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম হওয়ায় এই অ্যাপ টি যেকোনো অ্যান্ড্রয়েড ভিত্তিক মোবাইল অপারেটিং সিস্টেমে চলতে সক্ষম;

৬. ফিল্ড থেকে ডেটা এন্ট্রি করা যাবে এবং ঐ স্থানের ছবিও আপলোড করা যাবে;

৭. যেকোনো সময় তথ্য হালানাগাদ করা যায়;

৮. অ্যাপটি ডায়নামিক এবং ব্যাবহার করা খুবই সহজ।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে চলমান সমীক্ষাসমূহের তালিকা

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সম্পাদিত সমীক্ষাসমূহ

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম
১	টেকসই মাইক্রো সেচ দক্ষতা এবং বাগানে পানি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রণয়ন
২	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বন্যা ঝুঁকি, শহুরে প্রবৃদ্ধিতে সক্রিয়তার প্রেক্ষাপটে সহিষ্ণু অভিযোজন সমীক্ষা প্রণয়ন
৩	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সংক্রান্ত অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন
৪	বিশ্বের ব-দ্বীপসমূহের নগরায়নকে শক্তিশালী করার কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন
৫	ঢাকার পূর্বাঞ্চলের বন্যা সংক্রান্ত হাইড্রোলজি নিরীক্ষণের গাণিতিক সমীক্ষা
৬	ইউএনএফসিসিসি-র ‘থার্ড ন্যাশালাল কমিউনিকেশন’ এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিভিন্ন তথ্য, বাঁধা, বৈসাদৃশ্য ও সামর্থ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা’ শীর্ষক প্রতিবেদন প্রণয়ন
৭	সুন্দরবন ইকোসিস্টেমের পরিবেশগত প্রবাহ (e-flow) নির্ণয়ের পদ্ধতি উদ্ভাবনে যৌথ পাইলট গবেষণা কার্যক্রম
৮	মেঘনা ঘাটে ৭৫০ মেগাওয়াট এলএনজি নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনে স্বাদু পানির টেকসই উৎস ও প্রাপ্যতা নিরূপণে সমীক্ষা
৯	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির জন্য মাইক্রোফিন্যান্স ইনফরমেশন ও ড্যাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রস্তুতকরণ
১০	সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে পরামর্শক সেবা প্রদান
১১	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের MIS ও নেটওয়ার্ক অবকাঠামো বর্ধিতকরণে সহায়তা প্রদান করা
১২	বন অধিদপ্তরের জন্য ওয়েবভিত্তিক বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত অপরাধের তথ্যভান্ডার এবং বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত অপরাধ পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রস্তুতকরণ
১৩	বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ ব্যবস্থাপনায় আইসিটির প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা প্রণয়ন
১৪	বাংলাদেশের SADMS- এর মূল্যায়ন এবং SADMS- এর সাথে DRAS মডেলের সামঞ্জস্যতা নিরূপণ
১৫	বাংলাদেশে পর্যটন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্ভাব্য এলাকাসমূহ সনাক্তকরণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়ন
১৬	বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের প্রান্তিক কৃষকদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মূল্যায়ন
১৭	ব্লু গোল্ড কর্মসূচির আওতাধীন পটুয়াখালী ও খুলনা অঞ্চলের সাতটি পোল্ডারের ডিজিটালএলিভেশন মডেল (DEM) প্রস্তুতকরণ ও হাইড্রোলজিক্যাল ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্ধারণ
১৮	বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৫৩টি চলমান এবং তিনটি সমাপ্তকৃত প্রকল্পের স্মার্ট মনিটরিং এবং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (SPMMIS) প্রস্তুত করণ
১৯	বাংলাদেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সিনারিও প্রস্তুতকরণ
২০	M-G নৌপথের মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা এবং পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা প্রণয়ন
২১	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে যমুনা, পদ্মা, মেঘনা, তেঁতুলিয়া, কীর্তনখোলা ও মধুমতি নদী সমূহে সাশ্রয়ী খনন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও খননযোগ্য মাটির পরিমাপ নির্ণয়
২২	লোয়ার কুমার নদীর নৌ-পথ খননের পরিকল্পনা প্রণয়ন, খননকৃত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও তা পরিমাপ করা
২৩	নিরূপিত নদী ভাঙ্গন পূর্বাভাস স্থানীয় সকল সম্প্রদায় ও ভুক্তভোগীদের নিকট প্রচার করণ
২৪	শাহ্জিবাজার ৩৩০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স পরিবীক্ষণ
২৫	রামপাল ২x৬৬০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পে কয়লা পরিবহন নিমিত্তে পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা
২৬	মোল্লাহাট ২০০ (১০০+১০০) মেগাওয়াট সৌর-ফটোভল্টেক বিদ্যুৎ এবং মৎস প্রকল্পের বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, প্রাথমিক পরিবেশগত দিক যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা
২৭	ব-দ্বীপ সমূহের বিপন্নতা, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি, অভিবাসন ও অভিযোজন নিরূপণ সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রণয়ন
২৮	রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষামূলক সমীক্ষাভূক্ত এলাকার কৃষি জমির সীমানা নির্ধারণ

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম
২৯	গুলশান-১-এ ডেসকো কর্তৃক প্রস্তাবিত বহুতল ভবনসহ ১৩২/১৩৩/১১ কেভি ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রে র ভূ-গর্ভস্থ প্রকল্পের ভূতাত্ত্বিক ও ভৌগলিক জরিপ, প্রাথমিক পরিবেশগত দিক যাচাই, পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণে সমীক্ষা প্রণয়ন
৩০	গ্যাঞ্জেস ব্যারেজ প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা প্রতিবেদনের বেজলাইন এবং ইএমপি খরচ হালনাগাদকরণ
৩১	বৃহত্তর ঢাকার বন্যা ঝুঁকি নিরসনে উদ্ভাবনী সমীক্ষা প্রণয়ন
৩২	এলজিইডি (LGED) এর অধীনে অংশীদারিমূলক ক্ষুদ্র পর্যায়ের পানি সম্পদ বিষয়ক ৩০টি উপ-প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নে জন্য পরামর্শক সেবা প্রদান
৩৩	নরসিংদীর শিবপুর উপজেলার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাসন ও সেচ প্রকল্পের অধীনে পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন
৩৪	রমনা পার্কের জীব বৈচিত্র্য এবং ভৌথ কাঠামো সমূহের সমীক্ষা নিরূপণ
৩৫	জেন্ডার সংবেদনশীল জলবায়ু সহীষ্ণু জীবিকা নিরুপণের জন্য জি আই এস ম্যাপিং (GIS mapping)
৩৬	পদ্মা বহুমূখী সেতুর নদী প্রশিক্ষণ কর্মশালা প্রকল্পের অধীনে ভূমি অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণ নিরূপণের জন্য জি আই এস (GIS) সহায়তা প্রদান
৩৭	বড় পুকুরিয়া দক্ষিণাংশের ৬.৩৫ বর্গকিলোমিটার আওতাধীন এলাকার, ভূসংস্থান সমীক্ষা প্রণয়ন এবং ডিজিটাল এলিভেশন মডেল (DEM) উন্নতিকরণ প্রকল্প
৩৮	পোল্ডার ২৯ ও পোল্ডার ৩০ এর ডিজিটাল এলিভেশন মডেল (DEM) প্রস্তুতকরণ ও ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্ধারণ
৩৯	শহর এলাকায় অপরিকল্পিত বস্তিসমূহের ম্যাপ প্রণয়ন
৪০	মধুপুর শালবনের জন্য ন্যাশনাল পার্ক হিসেবে বন সীমানা অঙ্কন ও মানচিত্রে প্রদর্শনের জন্য পরামর্শ প্রদান
৪১	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডেসকো ও ডিপিডিসি এরিয়াতে জাইকার অর্থায়নে আন্ডারগ্রাউন্ড সাবস্টেশন (ইউজিএসএস) নির্মাণে IEE এবং EIA-সহ (i) প্রযুক্তিগত জরিপ (ii) রুট সার্ভে (iii) মৃত্তিকা অনুসন্ধান (iv) টপোগ্রফিকাল সার্ভে ও দুর্যোগ ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করা
৪২	উপকূলীয় অঞ্চলে সম্ভাবনাময় সবুজ বেষ্টনী স্থাপনের মানচিত্র প্রণয়ন ও কারিগরী কর্ম-পরিকল্পনা
৪৩	বাংলাদেশের জন্য জিওস্পেশিয়াল প্রযুক্তি নির্ভর পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রণয়ন
৪৪	জাতীয় ভূমি আচ্ছাদন মানচিত্র ২০১৫ উন্নয়নে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান
৪৫	পটুয়াখালী-গোলাপগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র প্রকল্পের রুট সার্ভে টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে, আইইই, ইআইএ এবং আর পি সমীক্ষা
৪৬	জি টু জি অর্থায়নে পাওয়ার গ্রীড নেটওয়ার্ক স্ট্রেন্দেনিং প্রকল্পের রুট সার্ভে টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে, আইইই, ইআইএ এবং আর পি সমীক্ষা
৪৭	ডিপিডিসি এলাকার আওতাধীন কাওরান বাজারে বহুতলভবন সংলগ্ন ১২/১৩ কিলোভোল্ট ও ৩৩/১১ কিলোভোল্ট ভূ-গর্ভস্থ কমপ্যাক্ট সাবস্টেশনের প্রারম্ভিক/প্রাথমিক পরিবেগশগত পরীক্ষা এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন
৪৮	গ্যাস-ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড এর পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন, প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা এবং পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা অধ্যায়ন
৪৯	উপকূলীয় অঞ্চলে পানি ও খাদ্য নিরাপত্তার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাব নিরূপণ
৫০	Mathematical Model Study of Drainage and Irrigation Systems including Ground Water Study and Topographic Survey for Teesta Barrage Project, Phase-II, Unit-I
৫১	রূপপুর পারমাণবিক পাওয়ার প্ল্যান্টের নৌ-পথে সম্ভাব্যতা যাচাই ও আইইই সমীক্ষা।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে চলমান সমীক্ষাসমূহ

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম
১	দক্ষিণ এশিয়ায় রানঅফ্ সিনারিও তৈরি ও পানিভিত্তিক অভিযোজন কৌশল বিষয়ক সমীক্ষা প্রণয়ন
২	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ এর গ্যাস পাইপলাইন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্থাপনে জিআইএসভিত্তিক ডিজিটাল মানচিত্র প্রণয়ন
৩	ঢাকা ও এর পার্শবর্তী এলাকায় বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাভূক্ত জমিসমূহের জিআইএস ভিত্তিক ডিজিটাল ইনফরমেশন সিস্টেম প্রণয়ন
৪	দেশের ২৪টি নৌ-পথের মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা, গাণিতিক মডেল প্রণয়ন, পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম
৫	গঙ্গা,যমুনা ও পদ্মা নদীর তীর ভাঙ্গনের পূর্বাভাস নিরূপণ এবং পূর্বাভাস প্রদান
৬	এফ আর ই আর এম আই পি প্রকল্পের জন্য প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় পরামর্শ ও সেবা প্রদান
৭	১৩২০ মেগাওয়াট খুলনা কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিবেশগত পরিবীক্ষণ
৮	পটুয়াখালী, বরিশাল ও চট্রগ্রামে প্রস্তাবিত (২৬০০ মেগাওয়াট) তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত দিক যাচাই ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা
৯	গজারিয়ায় ৩৫০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, প্রথমিক পরিবেশগত দিক যাচাই ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নে সমীক্ষা প্রণয়ন
১০	প্রস্তাবিত চাঁপাইনবাবঞ্জ ও ঘোড়াশাল রি-পাওয়ারিং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের প্রাথমিক পরিবেশগত দিক যাচাই ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা প্রণয়ন
১১	উপকূলীয় বদ্বীপ ও সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ভাবে প্রভাবিত এলাকায় পানি ও খাদ্য নিরাপত্তার উপর জলবায়ু পরিবতনের প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষ প্রণয়ন
১২	বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পের বর্ধিত অংশ (P & Q) ব্লক পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা, পরিবহণ ব্যবস্থার উপর প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা ও ওয়াটার মডেলিং প্রস্তুতকরণ
১৩	উপকূলীয় বাঁধ প্রতিরক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন ১৩টি পোল্ডারের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা
১৪	উত্তরা নিউ মডেল টাউনের প্রাথমিক পরিবেশগত দিক যাচাই, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ, পরিবহন ব্যবস্থার উপর প্রভাব নিরূপণ ও ওয়াটার মডেলিং প্রস্তুত করণ
১৫	বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ঃ জীবিকা, খাবার পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে বর্তমান চ্যালেঞ্জ ও অভিযোজন প্রেক্ষিত শীর্ষক গবেষণা
১৬	বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বন্যার কারণে পরিবেশগত ঝুঁকি পরিমাপণ
১৭	মেহেরপুর এবং চুয়াডাঙ্গা জেলার অন্তর্গত ভৈরব নদীর পুনঃখননের লক্ষ্যে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন
১৮	জাতীয় এস এল সি পি (SLCP) পরিকল্পনা পত্র পুনঃনিরীক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা সম্প্রসারণ
১৯	খুলনা ২০০-৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের (Duel Fuel based) প্রাথমিক পরিবেশগত দিক যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন
২০	বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মরফোলজিকাল প্রবণতা (Trend) এবং সম্ভাব্যতা যাচাই
২১	ভানডাল ঝুরি পানি সরবরাহ প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত দিক যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন
২২	ডেসকোর (DESCO) আওতাধীন পাঁচটি গ্রীড সাবস্টেশন নির্মাণের লক্ষ্যে পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রদান
২৩	ইলেক্ট্রো-ম্যাকানিকাল মিটারের পরিবর্তে ইলেক্ট্রনিক্স মিটার পুনঃস্থাপন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
২৪	নদীর তীর ভাঙনের পূর্বাভাস এবং ফলাফল জনসাধারণ ও স্থানীয় পর্যায়ের অংশীদারের কাছে বিস্তার প্রকল্প
২৫	কক্সবাজার ও টেকনাফের অন্তর্গত মেরিনড্রাইভ রোড সংলগ্ন রেজু খালের উপর সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে অবস্থান নির্ধারণ
২৬	গ্যাস ও পাওয়ার সম্প্রসারণ ব্যবস্থার অবকাঠামোগত তথ্য উপাত্ত সংকলন নিরূপণে সমীক্ষা প্রণয়ন।
২৭	ডেসকোর আওতাধীন ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের প্রসার এবং পূণর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রদান
২৮	রামপাল উপজেলায় অধিগ্রহণকৃত জমির (১৮৩৪ একর) ভূমি উন্নয়ন কাজের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ
২৯	টেকনাফ, কক্সবাজার, ছাতক, ফরিদপুর, নোয়াপারা নদীবন্দর সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ফেরীঘাট এবং জেটি সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা নিরীক্ষণ
৩০	হাওড় এলাকায় বাস্তুসংস্থানের উপর অবকাঠামোগত নির্মাণের প্রভাব এবং উদ্ভাবনী সমাধান নিরূপণ প্রকল্প
৩১	পদ্মা বহুমুখী প্রকল্পের মাওয়ায় পদ্মা নদীতে মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা ও পূর্বাভাস দেয়া
৩২	২০১৬-১৭ সালে পদ্মা, মেঘনা, তেতুঁলিয়া, আড়িয়ালখাঁ, কুমার, ও মধুমতি নদীতে সংরক্ষন খনন, খননকৃত মাটির পরিমাণ নির্ণয় ও পরীবিক্ষণ এবং জিআইএস সফটওয়্যার ও টাচ টেবিল ব্যাবহারের মাধ্যমে নেভিগেশন রুটের পর্যবেক্ষণ করা
৩৩	ব্লু গোল্ড কর্মসূচির আওতাধীন আটটি পোল্ডারের ডিজিটাল এলিভেশন মডেল (DEM) প্রস্তুতকরণ ও ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্ধারণ
৩৪	বড়পুকুরিয়া-বগুড়া-কালিয়াকৈর বিদ্যুৎ নির্গমণের উন্নয়নে ৪০০ কে ভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্পের রুট সার্ভে, IEE, EIA এবং RAP স্টাডি করা

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম
৩৫	মংলা-মাওয়া-আমিনবাজার ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের এবং আমিনবাজার ৪০০/২৩০ কেভি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র প্রকল্পের (রুট সার্ভে, টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে, আইইই, ইআইএ এবং আর পি সমীক্ষা প্রণয়ন
৩৬	চট্টগ্রাম এলাকার বিদ্যুৎ বিতরণের সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করণ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়ন
৩৭	চট্টগ্রাম এলাকার বিদ্যুৎ বিতরণে সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের রুট সার্ভে, টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে, আইইই, ইআইএ এবং আর পি সমীক্ষা প্রণয়ন
৩৮	বিশ্বব্যাংক অর্থায়নে বাংলাদেশ পাওয়ার সিস্টেম রিলায়বিলিটি এবং ইফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা প্রণয়ন
৩৯	পটুয়াখালী-পায়রা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্পের রুট সার্ভে, টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে, আইইই, ইআইএ এবং আর পি সমীক্ষা প্রণয়ন
৪০	পটুয়াখালী-পায়রা ২৩০ কেভি এবং বাকেরগঞ্জ-বরগুনা ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং বরগুনা ১৩২/৩৩ কেভি বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক স্ট্রেন্দেনিং প্রকল্পের রুট সার্ভে, টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে, আইইই, ইআইএ এবং আর পি সমীক্ষা প্রণয়ন
৪১	জিটুজি অর্থায়নে ডিপিডিসি এলাকার পাওয়ার গ্রীড নেটওয়ার্ক স্ট্রেন্দেনিং প্রকল্পের রুট সার্ভে, টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে, আইইই, ইআইএ এবং আর পি সমীক্ষা প্রণয়ন
৪২	বেজা এলাকার সঞ্চালন লাইন উন্নয়ন প্রকল্পের টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে, আইইই, ইআইএ এবং আর পি সমীক্ষা প্রণয়ন
৪৩	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক ঝর্ণার মূল্যায়ন
৪৪	১৯৮০ সাল হতে পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের ভূমি-রূপের পরিবর্তনের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন
৪৫	ব-দ্বীপ অঞ্চলের ভঙ্গুরতা এবং জলবায়ু অভিগমন ও অভিযোজন প্রকল্প প্রণয়ন
৪৬	ডেসকো এলাকায় বন্টন ব্যবস্থার বর্ধন ও পুর্নবাসনের পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন
৪৭	চট্টগ্রাম বিভাগের বাঁশখালী উপজেলায় ২×৬৬০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য কয়লা পরিবহন, ড্রেজিং অপারেশন, জেটি এবং বাঁধ নির্মাণের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক পরিসরে সম্পাদিত সমীক্ষাসমূহ

দেশের অভ্যন্তরে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সহ উন্নয়ন সহযোগীদের জন্য কৃষি, মৎস্য, বন, বিদ্যুৎ ও পানিসম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সিইজিআইএস-তাদের উদ্ভাবিত কৌশলসমূহ প্রয়োগ করতঃ অসংখ্য প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়ন, মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন, রুট সার্ভে, টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে, আইইই, ইআইএ এবং আর এ পি প্রণয়ন ও এসকল কাজের প্রতিবেদন প্রণয়ন করে দেশ-বিদেশে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছে। এরই প্রেক্ষিতে সিইজিআইএস বর্তমানে বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের প্রকল্পসমূহে পরামর্শ প্রদানসহ তাদের সাথে যৌথ উদ্যোগে সে সকল দেশের ও অন্যান্য দেশের প্রকল্পসমূহে পরামর্শ সেবা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে। সিইজিআইএস ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে দেশের বাইরে নিম্নবর্ণিত পরামর্শ সেবা প্রদান করেছে ঃ

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম
১	ভারতের বিহারে অবস্থিত কোশী নদীর অববাহিকায় কোশী নদীর আচরণ (Behavior) বিশ্লেষণ করণ
২	বিহার রাজ্যের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ম্যথমেটিকাল মডেলিং সেন্টার গড়ে তোলার লক্ষ্যে পানি সম্পদ গবেষণা এবং উন্নয়ন পরিচালনার সহায়তা প্রদান

সিইজিআইএস কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সমীক্ষা/গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

স্থানীয় পর্যায়ে নদীভাঙ্গন পূর্বাভাষ তথ্য সম্প্রচার

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীতে (যেমন-যমুনা, গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা) প্রতিবছর নদীভাঙ্গন জনিত দূর্যোগের কারণে প্রায় ৮-১০ হাজার পরিবার স্থায়ীভাবে বাস্তু চ্যুত হয় এবং নদী তীরবর্তী বিভিন্ন অবকাঠামো (যেমন-রাস্তা, বাঁধ, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, বন্দর-ঘাট ইত্যাদি) ভাঙ্গন কবলিত হয়। নদীভাঙ্গন মোকাবেলায় বাপাউবো বিগত শতাব্দির ৭০'র দশক থেকে শুরু করে গত ৫০-৫৫ বছরে কাঠামোগত (Structural) ব্যবস্থার আওতায় জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন নদীতীরবর্তী স্থানে অত্যন্ত ব্যয়বহুল নদীতীর সংরক্ষণের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে - যা সারা দেশের নদীভাঙ্গন প্রবণ মোট এলাকার তুলনায় খুবই সামান্য। তবে বিগত ১২-১৫ বছর নদীর তীর সংরক্ষণের কাজ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৯০'র দশকে Flood Action Plan (FAP) এর আওতায় পরিচালিত সমীক্ষার ধারাবাহিকতায় ২০০১-২০০৩ সালে নদীর Planform Characteristics ও Formation Process of Sedimentary Features - এর নিবিড় গবেষণা করে তার সাথে সংশ্লিষ্ট বছরের Dry Season Remote Sensing (RS) Image সহ ৩০-৪০ বছরের ধারাবাহিক RS Data বিশ্লেষণ করে একটি বাস্তবসম্মত পদ্ধতি উদ্ভাবন করার মাধ্যমে প্রত্যেক নদীর জন্য আলাদাভাবে পূর্বাভাষ তথ্য প্রস্তুত করা হয়। উদ্ভাবিত পদ্ধতি ব্যবহার করে CEGIS ২০০৪ সাল থেকে বাপাউবো এর বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় কাঠামোগত নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ ব্যবস্থার পাশাপাশি অকাঠামোগত (Non-Structural) পূর্বাভাষ তথ্য প্রস্তুত ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বিগত ১২-১৫ বছর এই পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রদত্ত পূর্বাভাষের ফলাফলের যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। এই তথ্য ব্যবহার করে জাতীয় পর্যায়ে Stakeholder প্রতিষ্ঠান সমূহ অনেক উপকৃত হয়েছে। প্রতিবছর মার্চ/এপ্রিল মাসে জাতীয় পর্যায়ের Stakeholder-দের সামনে এই পূর্বাভাষ তথ্য উপস্থাপন করা হয়।

বিগত ২০০৭ সাল থেকে স্থানীয় পর্যায়ে জনগণ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপকদের যথাযথ প্রস্তুতি ও অস্থাবর সম্পদ যথাসম্ভব রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে CEGIS Local Stakeholder-দের কাছে নদীভাঙ্গন পূর্বাভাষ তথ্য পৌছানোর কাজ কতিপয় Pilot Site এ শুরু করে। ২০০৭-০৮ এ নিজস্ব অর্থায়নে, ২০০৯-১০ এ UNDP-র অর্থায়নে এবং ২০১৬-১৭ তে CEGIS-BRAC-এর যৌথ অর্থায়নে অতি ঝুঁকিপূর্ণ Pilot এলাকায় পূর্বাভাষ তথ্য সম্প্রচার করা হচ্ছে। ২০১৭ এর মে-জুন মাসে যমুনা নদীতে ২টি এবং গঙ্গা ও পদ্মা নদীতে ১টি করে মোট ৪ টি Pilot Site এ লাল (অধিক ঝুঁকিগ্রস্থ) পতাকা ও হলুদ (ঝুঁকিগ্রস্থ) পতাকা স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণসহ সংশ্লিষ্ট Stakeholder-দেরকে নদীভাঙ্গন সতর্কবার্তা পৌছানো হয়। এক্ষেত্রে জনগোষ্ঠী, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে একাধিক প্রচারণা সভা আয়োজন করে সেখানে সহজবোদ্ধ ভাষায় লিখিত লিফলেট বিলি করে এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান, যেমনঃ বাজার, মসজিদ/মন্দির, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস ভবন ইত্যাদি স্থানে ম্যাপ/পোস্টার স্থাপন করে নদীভাঙ্গন পূর্বাভাষ তথ্য প্রচার ও নদীভাঙ্গন জনিত দূর্যোগ মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে Stakeholder-দের সচেতন করার প্রয়াস নেয়া হয়। পাশাপাশি গৃহজরীপের মাধ্যমে অধিক ঝুঁকিগ্রস্থ ও ঝুঁকিগ্রস্থ চিহ্নিত স্থানে নদীতীরে বসবাসকারী পরিবার সমূহের তালিকা প্রস্তুত করে তা ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে পৌছে দেয়া হয়।

ঢাকার পশ্চিমাঞ্চলের ফ্লাড হাইড্রোলজি সমীক্ষা

বাংলাদেশের প্রশাসনিক, বানিজ্যিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল কেন্দ্রস্থল ঢাকা গত কয়েক দশক ধরে প্রতিবছরই বন্যায় কবলিত হয়। জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ এ পরিস্থিতিকে দিন দিন আরো ভয়াবহ করে তুলছে। সমতল ভূমি হওয়ার কারণে, মূল শহর, বৃহত্তর ঢাকা এবং এর আশেপাশের এলাকা প্রায় সব সময়ই জলাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়। প্রাকৃতিক ভাবে, সুষম অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জলাভূমি, খাল ও নিম্নভূমিসমূহ বৃহত্তর ঢাকার জলজ ব্যবস্থাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখেছিলো।জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং শিল্পায়ন - এর ফলে সম্প্রতি এ সকল নিম্নভূমি গুলোর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে। এরই প্রেক্ষিতে, তিন স্তর বিশিষ্ট ডিএমডিপি (ঢাকা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান)-এর উল্লেখযোগ্য অংশ - ড্যাপ (ডিটেইলডএরিয়া প্ল্যান) কে শক্তিশালী করার নিমিত্তে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ঢাকার পশ্চিমাঞ্চলে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি ও জলজ অবস্থা গবেষণার জন্য সিইজিআইএস কে নিযুক্ত করে। ঢাকার পশ্চিমাঞ্চলের হাইড্রোলজিকাল এবং হাইড্রো-ম্যাটেরিয়োলজিকাল ডেটা বিশ্লেষণ পূর্বক একটি বিস্তারিত হাইড্রোডিনামিক মডেল গঠন করা ছিল

এ গবেষণা কার্যক্রমের অংশ যা পরবর্তীতে ঐ অঞ্চলের বর্তমান বন্যা পরিস্থিতির সার্বিক চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি ভবিষ্যতের বন্যা পরিস্থিতি অনুমানে সহায়তা করবে। অন্য দিকে ইন্‌স্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) ঢাকার পুর্বাঞ্চলের জন্য ও একই ধরণের গবেষণা পরিচালনায় নিয়োজিত ছিল। গবেষণা কার্যক্রম দুটোর মাধ্যমে ঢাকার জলাবদ্ধতার মূল কারণ নির্দিষ্টকরণে পাশপাশি ম্যাক্রো লেভেলে জলাবদ্ধতা নিয়ন্ত্রণে গ্রহণযোগ্য এবং বোধগাম্য উপায়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। অতিরিক্ত বর্ষণ এবং সৃষ্ট বন্যার চরম পরিস্থিতিতে পানি নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী উপায় এ গবেষণা কার্যক্রমে প্রদান করা হয়েছে। প্রাথামিক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে, প্রধান নদী সমূহে ড্রেজিং-এর পাশাপাশি " ফ্লাড প্যাসেজ" অথবা "বাফার জোন" সৃষ্টি, খাল সমূহ পুনরুদ্ধার পূর্বক তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন, প্রাকৃতিক জলাধার গুলো সংরক্ষণ ও বৃষ্টির পানির মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাসমূহে বিদ্যমান নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন। উপরন্তু, শহরে বন্যার প্রভাব হ্রাস করার জন্য বৃষ্টির পানির মান নিয়ন্ত্রণের কিছু উপায় প্রস্তাব করা হয়েছে । এ গবেষণায় প্রদত্ত প্রস্তাবনাগুলোর উপর ভিত্তি করে, প্রয়োজনীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাগুলো নির্দিষ্টকরণ এবং বাস্তবায়ন এবং হাইড্রোলজিক্যাল রেজিমে সহজ ভাবে কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে ড্যাপ এর অন্তর্ভুক্ত এলাকার জন্য একটি বিস্তারিত এবং সমন্বিত জলজ গবেষণার (হাইড্রোলজ্যিক্যাল স্টাডি) প্রস্তাব করা হয়েছে।

ঢাকার বন্যা ঝুঁকি প্রশমন ব্যবস্থা

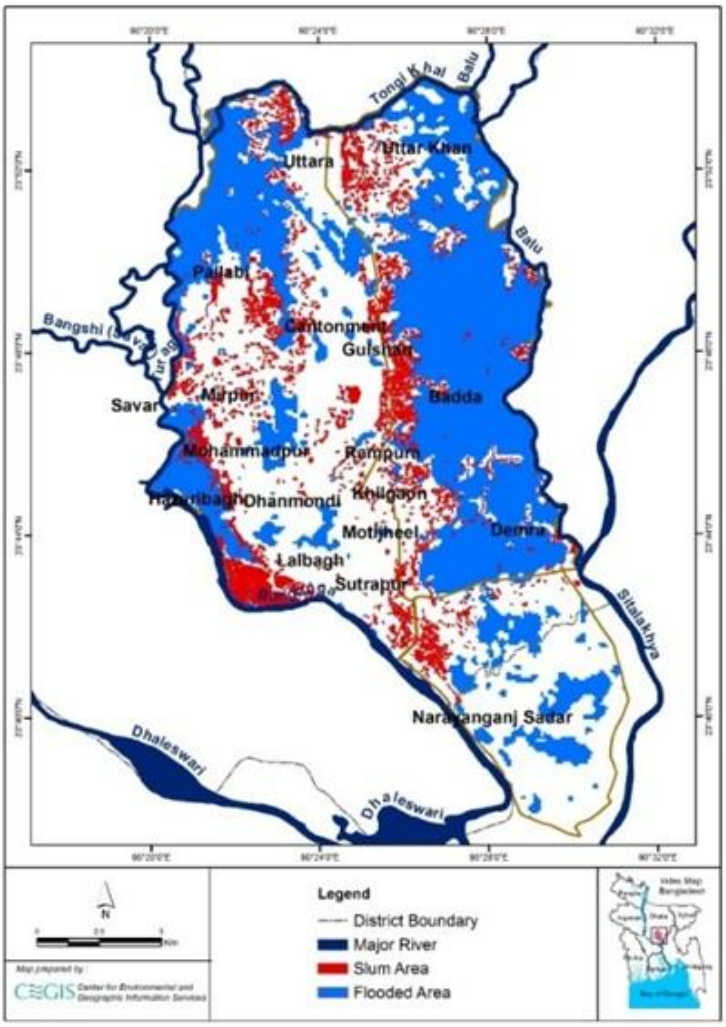
Tongi Khal
Balu
Uttara
Uttar Khan
Balu
Pallabi
Bangshi
Turag
Cantonment
Gulshan
Savar
Mirpur
Badda
Mohammadpur
Rampura
Hazaribagh
Dhanmondi
Khilgaon
Motijheel
Demra
Lalbagh
Sutrapur
Sitalakhya
Narayanganj Sadar
Dhaleswari
Dhaleswari
N
Legend
District Boundary
Major River
Slum Area
Flooded Area
Map prepared by:
CEGIS Center for Environmental and Geographic Information Services

বন্যা একটি পুনরাবৃত্তিমূলক দুর্যোগ যা গত কয়েক দশকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়েছে। প্রায় ১৫ কোটি জনসংখ্যার রাজধানী ঢাকা পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ শহর যেখানে প্রতি বছর ২ শতাংশ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীর অন্যতম জলবায়ুগত ঝুঁকিপূর্ণ শহর হিসেবে ঢাকার বন্যা ঝুঁকি মোকাবেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ গবেষণাটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঢাকার বন্যা ঝুঁকি হ্রাস করা এবং পরিবেশগত কৌশলের উপর জোর দিয়ে উদ্ভাবনী ও দীর্ঘমেয়াদী অভিযোজিত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রস্তাবনা প্রদান করা।

ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা, ঢাকা-নারায়নগঞ্জ-ডেমরা এবং এর চারদিকের এলাকা সহ ঢাকার ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) এর পুরো অংশ এ গবেষণার এলাকা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশই আশেপাশের নদীর উপচে পড়া পানি ও অতিবৃষ্টির কারণে সৃষ্ট বন্যার সম্মুখীন হয় এবং ডিএনডি এলাকা অপরিকল্পিতভাবে নগরায়ণের ফলে ও সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সৃষ্ট জলাবদ্ধতার শিকার হয়। কাঠামোগত অনুসঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করে এবং ইতোপূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনা করে গবেষণাটি বৃহত্তর ঢাকার বন্যা ঝুঁকির মূল্যায়ন করেছে। আবহাওয়াগত (জলবায়ুগত ও অজলবায়ুগত উভয়ই) তথ্য বিশ্লেষণ ও পূর্ববর্তী বৃহৎ বন্যাসমূহের ঘটনাবলি পর্যালোচনার ভিত্তিতে বন্যার মূল চালিকাসমূহ নির্ণয় করা হয়েছে । ভূমির ব্যবহার ও বন্যার আশংকা বিবেচনায় নিয়ে গবেষণাভূক্ত এলাকার স্যাটেলাইট স্থিরচিত্রের জিআইএস বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীনতা শনাক্ত করে প্রাতিষ্ঠানিক ভূদৃশ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বন্যার বৈচিত্রময় প্রকৃতি মোকাবেলায় নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করার পাশাপাশি কয়েকটি পরিবেশ- প্রকৌশলগত ধারণার পরিবর্ধন করা হয়েছে। একই সাথে কাঠামোগত ও অকাঠামোগত ব্যবস্থার ও সুপারিশ করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক ঝর্ণার মূল্যায়ন

ধীর অথচ নিশ্চিত উন্নয়নের পথে থাকা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশাল জীবতত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দেশের অন্যতম অনগ্রসর ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। জলবায়ু পরিবর্তনে নিম্ন অভিযোজন ক্ষমতা, ক্রমবর্ধমান পরিবেশগত অবনতি এবং পানি সরবরাহের বিদ্যমান প্রাকৃতিক উৎস সমূহের পর্যাপ্ততা হ্রাস পাওয়ায় এই অঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকার ঝুঁকি বাড়ছে। এ গবেষণায় পার্বত্য তিন জেলার (গবেষণা অঞ্চল) জনগণের মাঝে পানি সরবরাহের বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণাঞ্চলের পানি সরবরাহ হ্রাসের কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বিষয়াদিসমূহ মূল্যায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে ঝর্ণার পানির বর্তমান প্রাপ্যতা এবং পানি সরবরাহ কমে যাওয়ার কারণ নির্ধারণের জন্য হাইড্রো-মেটেরিওজিকাল ও হাইড্রো-জিওলোজিকাল তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে ঝর্ণার পানির প্রাপ্যতা ও এর সরবরাহের প্রকৃতি নিরূপনের চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণাঞ্চলের পানির প্রাপ্ততা নিয়ে স্থানীয় জনগণ মিশ্র প্রতিক্রিয়া পোষণ করেন এবং অধিকাংশ স্থানীয় বাসিন্দা টেকসই বিকল্প উৎসের পক্ষে তাদের মতামত প্রদান করেন। বিদ্যমান পানির উৎস সমূহের উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত বিকল্প উৎস ও প্রযুক্তির সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার তথ্য উপাত্তের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ঝর্ণার একটি বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যেখানে প্রতিটি ঝর্ণার বর্তমান পারিপার্শ্বিক বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনার মাধ্যমে টেকসই ও সুলভ বিকল্প উৎস ও পন্থা নির্ণয় এবং সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

পটুয়াখালী-গোপালগঞ্জ ৪০০কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন ও গোপালগঞ্জ ৪০০/১৩২কেভি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র প্রকল্পের প্রকল্প সম্ভাব্যতা সমীক্ষা

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি), পটুয়াখালী-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন ও গোপালগঞ্জ ৪০০/১৩২ কেভি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়নের জন্য সিইজিআইএস কে নিয়োজিত করে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পটিতে দুটি প্রধান উপাদান রয়েছে। প্রথমতঃ গোপালগঞ্জ জেলার মোকসেদপুর উপজেলায় একটি ৪০০/১৩২ কেভি ৩×৩৫০ এমভি এ GIS গ্রীড বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র এবং পটুয়াখালী নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেল কোম্পানি লিমিটেড অব বাংলাদেশ (এনডব্লিউপিজিসিএল) থেকে গোপালগঞ্জ বিদ্যুৎউপকেন্দ্র পর্যন্ত প্রায় ১৬০ কি.মি দীর্ঘ একটি সঞ্চালন লাইন তৈরী করা। পটুয়াখালী পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট (এমডব্লিউ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করাই এ প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য।

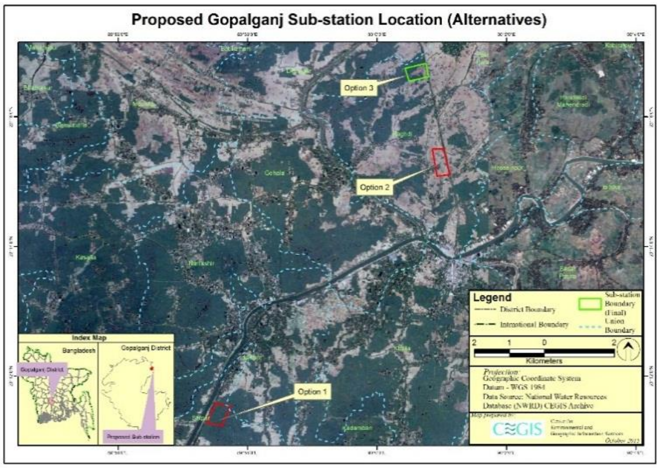
Proposed Gopalganj Sub-station Location (Alternatives)
Option 3
Option 2
Option 1
Gohala
Kasalia
Index Map
Bangladesh
Gopalganj District
Gopalganj District
Proposed Sub-station
Legend
District Boundary
Intrnational Boundary
Sub-station Boundary (Final)
Union Boundary
2 1 0 2
Kilometers
Projection
Geographic Coordinate System
Datum - WGS 1984
Data Source: National Water Resources Database (NWRD) CEGIS Archive
Map prepared by:
CEGIS
Center for Environmental and Geographic Information Services

এ প্রকল্পেরজন্য পিজিসিবি, মোকসেদপুর উপজেলায় প্রায় ৬০ একর জমি অধিগ্রহণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এলাকার জনগণের সাথে আলাপ আলোচনা করে এবং স্যাটেলাইট ইমেজ ও ম্যাপ পরিচালনার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের জন্য তিনটি বিকল্প স্থানের মধ্য থেকে একটি স্থান নির্বাচন করা হয়। এছাড়া চূড়ান্ত কৃত সঞ্চালন লাইনটিও তিনটি বিকল্প লাইন তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করে নির্বাচন করা হয়।

সিইজিআইএস এ সম্ভাব্যতা সমীক্ষার মাধ্যমে সঞ্চালন লাইনের চূড়ান্তকরণ, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের স্থান চূড়ান্তকরণ সঞ্চালন লাইনের টাওয়ারের নক্শা নির্বাচন, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের নক্শা চূড়ান্তকরণ ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করে। প্রকল্পের খরচ নির্ধারণ এবং আর্থিক ও অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার বিশ্লেষণ এ সমীক্ষার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এ প্রকল্পের প্রাথমিক মরফোলজিক্যাল বিশ্লেষণও এ সমীক্ষার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে।

সিইজিআইএস এই সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় সঞ্চালন লাইনের চূড়ান্তকরণ, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের স্থান চূড়ান্তকরণ, সঞ্চালন লাইনের টাওয়ারের নক্শা নির্বাচন, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের নক্শা চূড়ান্তকরণ ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করে। এই প্রকল্পের খরচ নির্ধারণ এবং আর্থিক ও অর্থনীতি সম্পর্কীয় সকল প্রকার বিচার বিশ্লেষণ এই সমীক্ষার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এ প্রকল্পের প্রাথমিক মরফোলজিক্যাল বিশ্লেষণ ও এই সমীক্ষার মাধ্যমে সিইজিআইএস কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়।

ওয়েব-বেস্‌ড ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ প্রকল্প এর সারসংক্ষেপ

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম দ্রুতবর্ধনশীল বানিজ্য হলো বন্যপ্রাণী নিয়ে অবৈধ ব্যবসা। ধারণা করা হয় বিশ্বব্যাপি প্রায় ৬ থেকে ২০ বিলিয়ন ডলারের বানিজ্য হয়ে থাকে বন্যপ্রাণী এবং এর চামড়া, হাড়, শিং, মাংস ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবৈধ পাচার ও গোপন ব্যবসার মাধ্যমে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশেও বন্যপ্রাণী নিয়ে অবৈধ ব্যবসার প্রসার ঘটেছে। বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক এই অবৈধ ব্যবসার পাচারের রুট/মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেও বন্যপ্রাণীর চোরাচালান হচ্ছে। এই অবৈধ ব্যবসার প্রতিরোধ ও বাংলাদেশের বন্যপ্রাণীর যথাযথভাবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বন বিভাগ বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধসমূহের একটি ওয়েব নির্ভর ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ প্রকল্প গ্রহণ করে (২০০১-২০১৬) এবং সিইজিআইএস-কে প্রকল্পটি সম্পাদনের জন্য পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করে।

সিইজিআইএস উক্ত প্রকল্পটি সঠিকভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বন বিভাগের দেশব্যাপি বিভাগীয় অফিস, রেঞ্জ অফিস, বিট অফিস ইত্যাদি স্থানে গিয়ে মাঠপর্যায় থেকে ২০০০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত নথিভুক্ত বন্যপ্রাণী বিষয়ক অপরাধমূলক মামলাসমূহ সংগ্রহ করে, এ তথ্যগুলো প্রকাশের জন্য উপযোগী ওয়েবসাইট প্রস্তুত করে এবং ওয়েবসাইটে তথ্যাদি আপলোড করার দায়িত্ব পালন করে। বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধসমূহের তথ্যপ্রাপ্তির জন্য এই ওয়েব নির্ভর ডাটাবেজ থেকে সহজেই যে কেউ এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি পেতে পারবো এটি এ বিষয়ে দেশের প্রথম মৌলিক কাজ। বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত ভবিষ্যত অপরাধ মামলাসমূহ প্রস্তুতকৃত ডাটাবেজে আপলোড করা এবং ওয়েবসাইটটি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সিইজিআইএস- এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ বন বিভাগের ২৪০ জন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

উপকূলীয় অঞ্চলে সম্ভাবনাময় সবুজ বেষ্টনী স্থাপনের মানচিত্র প্রণয়ন ও কারিগরী কর্ম-পরিকল্পনা

বাংলাদেশের সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সুরক্ষা প্রদান ও বাংলাদেশ বন বিভাগের চলমান বনসৃজন কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার অভিপ্রায়ে ২০১৫-১৬ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে “উপকূলীয় অঞ্চলে সম্ভাবনাময় সবুজ বেষ্টনী স্থাপনের মানচিত্র প্রণয়ন ও কারিগরী কর্ম-পরিকল্পনা” শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং সিইজিআইএস-কে প্রকল্পটির গবেষণা কাজের জন্য পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পটির মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে উপযুক্ত প্রজাতির গাছ দিয়ে অবিচ্ছিন্ন বনসৃজন করা যাবে যার মাধ্যমে এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ইত্যাদির প্রকোপ প্রশমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। এ প্রকল্পে সুন্দরবনের পূর্ব উপকূল থেকে শুরু করে টেকনাফের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূলীয় ৯টি জেলার অধীনে ৩৮টি উপজেলা নিয়ে সবুজ বেষ্টনী বা গ্রীনবেল্ট স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

Greenbelt Delineation Criteria
Coastal Vulnerability Index (CVI)
Land Cover (existing forest cover)
Cyclone (surge inundation, wind velocity)
Coastline morphology (erosion-accretion)
Digital Elevation Model (DEM)
Presence of Critical Infrastructures
Land Tenure
THE WORLD BANK
CEGIS
Inception Workshop
on
Technical Study for Mapping of Potential Greenbelt Zone
in the Coastal Regions of Bangladesh
under
Climate Resilient Participatory Afforestation and Reforestation Project (CRPARP) Bangladesh Forest Department

এ গবেষণা কাজটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ঃ

- সবুজ বেষ্টনী স্থাপনের জন্য সম্ভাব্য স্থান নির্ণয়
- সবুজ বেষ্টনীতে স্থাপনের জন্য ম্যানগ্রোভ ও ম্যানগ্রোভ নয়, এমন গাছের উপযুক্ত প্রজাতি নির্বাচন
- সবুজ বেষ্টনী স্থাপনের জন্য বিনিয়োগ পরিকল্পনা (Investment Plan) প্রস্তুতকরণ এবং
- এ সম্পর্কিত একটি সিদ্ধান্ত সহায়ক পদ্ধতি (Decision Support System) তৈরি করা।

সবুজ বেষ্টনী বা গ্রীনবেল্ট স্থানভেদে কতটুকু চওড়া হবে তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় যেমন, জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা, উপকূলীয় ঝুঁকিপূর্ণ সূচক (Coastal Vulnerability Index/CVI), উপকূলীয় বাঁধ কিংবা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বা অবকাঠামোর (Critical Infrastructure) উপস্থিতি, ঐ স্থানে প্রাকৃতিক বনের বিস্তৃতি ইত্যাদি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে এবং ৫টি Decision Rules গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের গবেষণা কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে প্রায় ১ লক্ষ ২৭ হাজার হেক্টর জমিতে বিভিন্ন প্রস্থের

সবুজ বেষ্টনী স্থাপনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এ গবেষণা কার্যক্রমের অধীনে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যা অবিলম্বে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী স্থাপনে সহায়ক হবে। সে অনুযায়ী একটি সিদ্ধান্ত সহায়ক পদ্ধতি (Decision Support System) উদ্ভাবন করা হয়েছে যা ভবিষ্যতে আবহাওয়া, জলবায়ু ও বিভিন্ন ভৌত সূচকের পরিবর্তনের সাথে সমন্বয় করে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ যুগোপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারবে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)-এর নিয়মিত কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী এবং সিইজিআইএস-এর পেশাজীবিদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যবহৃত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ মডেল, জিআইএস, আরএস ও ডাটাবেসসহ অন্যান্য সমসাময়িক প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহারের উপর সম্যক ধারণা প্রদান করা সহ অংশগ্রহণকারীদের পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

CEGIS
Training of Trainers (ToT) Course on
Concept and Practice of Integrated Water Resources Management
Organized by
Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS)
in association with
Bangladesh Water Partnership (BWP)
Date: 16 to 20 April 2017
CEGIS Conference Room, Dhaka

১৬-২০ এপ্রিল, ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বিভাগ, এলজিইডি, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এবং সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত Training of the Trainers (ToT) Course on Concept and Practice of Integrated Water Resources Management (IWRM) প্রয়োগ বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান স্বাগত বক্তব্য রাখছেন ।

উক্ত প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর ড. প্রফেসর সাইফুল ইসলাম-কে স্বাগত জানান সিইজিআইএস-এর নির্বাহী পরিচালক, প্রকৌশলী মোঃ ওয়াজি উল্লাহ। অনুষ্ঠানে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন এবং সবশেষে তাদের মধ্যে সনদ বিতরন প্রদান করেন।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণসমূহের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	কোর্সের সময়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	BGFCL, GTCL, SGFL, BAPEX, BCMCL এবং CEGIS কর্মকর্তাদের জন্য Environmental Impact Assessment বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩১ জুলাই - ৪ অগাস্ট ২০১৬	১৬
২	পেট্রোবাংলা এবং সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাদের জন্য GIS and its Application for Enhancing the Capacity বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩১ জুলাই - ১১ অগাস্ট ২০১৬	৭
৩	পেট্রোবাংলার কর্মকর্তাদের জন্য GIS and its application for enhancing the capacity for planning of Reservoir and Data Management Services	৮ অগাস্ট-১৯ অগাস্ট ২০১৬	১৩
৪	FAO, BBS. DAE, DAM, MOF, BMD, SPARRSO- এর কর্মকর্তাদের জন্য GIS and RS based basic training program on agricultural marketing for mid-level officials	২৮ অগাস্ট - ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬	৩০
৫	FAO, BBS. DAE, DAM, MOF, BMD, SPARRSO- এর কর্মকর্তাদের জন্য GIS and RS based basic training program on agricultural marketing for mid-level officials	১৮ - ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৬	৩০
৬	Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla) এবং সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাদের জন্য Training on GIS and its Application for Planning of Reservoir and Data Management Services বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৪ - ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬	২২
৭	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রেডাকশন কোম্পানি লিমিটেডের কর্মকর্তাদের জন্য সেবা পরিকল্পনা ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের ক্ষেত্রে জিআইএস প্রয়োগ বিষয়ক GIS and its Application for enhancing capacity প্রশিক্ষণ	২২ অক্টোবর - ১ নভেম্বর, ২০১৬	১২
৮	Various GoB organization এবং সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাদের জন্য Concept of Climate Change: Impacts, Vulnerability, Adaption and Mitigation Measures বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৬ - ৮, ডিসেম্বর, ২০১৬	১৬
৯	RRI, LGED, IWM, WARPO, IWFM, Bangladesh Railway, BWDB, BIWTA, Chittagong Port Authority, IWA এবং সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাদের জন্য River and Delta Morphology: Evolutions Dynamics and Prediction বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৭ - ২৯, ডিসেম্বর, ২০১৬	২৫
১০	MoWR, MoRTB, Bangladesh Land Port Authority, EPZ, BEZA, BWDB, Bangladesh Railway, BBA, BPDB, Titas Gas Transmission and Distribution Ltd, Sunderbon Gas Company Ltd, RPCL, PGCL, NWPGCL, BGDCL, GTCL, DDC, KMC, IWA, DORP এবং সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাদের জন্য Introduction to Land Acquisition and Resettlement বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৫- ২৭, ফেব্রুয়ারী, ২০১৭	২৭
১১	বাংলাদেশ বন বিভাগের কর্মকর্তাগনের জন্য সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত Decision Support System (DSS) and Web Application of Greenbelt বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৭-২৮ মার্চ ২০১৭	১০

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	কোর্সের সময়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১২	BWDB, BPDB, Department of Haor and Wetland Development, LGED, IWM এবং সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাদের জন্য Training of the Trainers (ToT) Course on Concept and Practice of Integrated Water Resources Management (IWRM) প্রয়োগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৬- ২০ এপ্রিল, ২০১৭	২০
১৩	Habitat, DNCC, DWASA, Islamic Relief Bangladesh, Practical Action Bangladesh, Action Against Hunger ও SEEDS-এর Application of GIS for Urban Informal Settlement Mapping	১৫ - ১৭ মে, ২০১৭	২২
১৪	সাধারণ বীমা কর্পোরেশন-এর কর্মকর্তাদের জন্য Capacity Building Training on Weather and Agronomy বিষয়ে মৌলিক এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণ	১০ - ১১ জুন, ২০১৭	২২

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে দেশে আয়োজিত প্রশিক্ষণে সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কোর্স ও আয়োজক সংস্থার নাম	কোর্সের সময়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্হ Disaster Science and Management বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত “Enhancing climate Resilience practice and Governance: Post Implementation national sharing” বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৯-৩০ অক্টোবর, ২০১৬	৪
২	পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত Concept of Climate Change Impacts, Adaptation and Mitigation measures” বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৫-১৭ নভেম্বর ২০১৬	৫
৩	Nuffic-NICHE BGD 155 প্রকল্পাধীন ডিপার্টমেন্ট ওফ ওয়াটার রির্সোসেস ইঞ্জিনিয়ারিং (ডাব্লিউ,আর,ই), বুয়েট কর্তৃক আয়োজিত Training of Trainer (ToT) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২২-২৫ জানুয়ারী ২০১৭	৪
৪	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) কর্তৃক আয়োজিত Application of GIS-RS in Integrated Water Resources Planning বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২-১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৭	১
৫	বাংলাদেশ ওয়াটার পার্টনারশিপ কর্তৃক আয়োজিত “Integrated Water Resources Management” বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৬-২০ মার্চ ২০১৭	৪
৬	বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (BIM) কর্তৃক আয়োজিত “ToT on Sustainability of Supply Chain- Application of Climate Expert Approach” বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৭ মার্চ, ২০১৭	১
৭	পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত “Strengthening Institutional Capacity to Reduce Short-Lived Climate Pollutants (SLCPs) প্রকল্পাধীন National SLCP National Planning and LEAP-IBC ” বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১১-১৩ এপ্রিল ২০১৭	২
৮	বাংলাদেশ সেন্টার ফর এ্যাডভান্স স্টাডিজ (বি.সি.এ.এস) কর্তৃক আয়োজিত Gender Consideration in Integrated Water Resources Management বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৪-২৫ এপ্রিল ২০১৭	১
৯	বাংলাদেশ ব্যুরো ওফ স্ট্যাটিস্টিক্স (বি,বি,এস) কর্তৃক আয়োজিত “Strengthening Institutional Capacity to Reduce Short-	১৬ -১৮ এপ্রিল ২০১৭	১

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কোর্স ও আয়োজক সংস্থার নাম	কোর্সের সময়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
	Lived Climate Pollutants (SLCPs) National Planning and LEAP-IBC Training” বিষয়ক প্রশিক্ষণ		
১০	ইন্সটিটিউট অফ ওয়াটার মডেলিং (IWM) কর্তৃক আয়োজিত “Building Capacity on Coping with Climate Vulnerability and Climate Change through partnership” বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৩-১৭ মে ২০১৭	১
১১	C3ER, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত “Introduction to Climate Change” বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৪-১৮ মে ২০১৭	১

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বিদেশে আয়োজিত প্রশিক্ষণে সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণের বিবরণ

দেশীয় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাদিগকে নিয়মিত বিদেশে প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে জাপান, জার্মানী ও নেদারল্যান্ডস প্রভৃতি দেশে সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করছেন। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ শেষে কর্মকর্তাগণ পুনরায় সিইজিআইএস-এ যোগদান করেন এবং প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার আলোকে সিইজিআইএস-এর সমীক্ষাসহ অন্যান্য কাজগুলোকে আরো সমৃদ্ধ করেন। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক বৈদেশিক প্রশিক্ষণসমূহে প্রেরিত কর্মকর্তাগণের বিবরণ নিচে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রমিক নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ/উচ্চতর শিক্ষার বিষয়	দেশের নাম	সময়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	Water, Climate and Resilient Cities	Malaysia	২৪ - ৩০ জুলাই , ২০১৬	১৬
২	Short course on Water Economics	Netherlands	১৬ জানুয়ারী - ৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭	২
৩	Metamodel-Sobek-Modflow-Sustainable Deltagame	Netherlands	৩০ জানুয়ারী -১০ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭	২
৪	Use and development of DSS Software for the Bangladesh Forest Department	Netherlands	৫-১২ মার্চ, ২০১৭	১

সিইজিআইএস তার তরুণ পেশাজীবিদের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে বিগত দুই বছরের মত এবছর ও আন্তজাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি মালয়শিয়া (ইউটিএস) ও ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার এসোসিয়েশন-এর যৌথ সহযোগিতায়” পানি, জলবায়ু ও সহশীল ('Water, Climate and Resilience Cities') শহর” শীর্ষক এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীটি মালয়শিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে বিগত ২০ থেকে ৩০ জুলাই,২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সিইজিআইএস-এর মোট ১৬ জন কর্মকর্তা এতে প্রশিক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সিইজিআইএস-এর নির্বাহী পরিচালক, প্রকৌশলী মোঃ ওয়াজি উল্লাহ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব,বেগম শামীম আরা যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালা

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সিইজিআইএস নিম্নবর্ণিত কর্মশালাসমূহ আয়োজন করেছে

ক্রমিক নং	কর্মশালার বিষয়	সময়
১	Consultation Workshop on Web Based Wildlife Crime Database	২৪ অক্টোবর, ২০১৬
২	Dissemination workshop on Technical Study for Mapping of Potential Greenbelt Zone in the Coastal Regions of Bangladesh	৯ জানুয়ারী, ২০১৭
৩	Dissemination Seminar on the Environmental Impact Assessment (EIA)	২৫ জানুয়ারী,২০১৭
৪	Dissemination Workshop on Runoff Scenario and Adaptation Strategies for South Asia	১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭
৫	Workshop on Environmental and Social Management Frame Work (ESMF) and Resettlement Policy Framework (RPF) Bangladesh Power System Reliability and Efficiency Improvement Project	১৬ মার্চ, ২০১৭
৬	Dissemination Seminar on Riverbank Erosion Prediction	২৪ মে, ২০১৭

২৭ এপ্রিল, ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সিইজিআইএস-এর সভা কক্ষে, 'পর্যটন কেন্দ্র উন্নয়নে সম্ভাব্য এলাকা সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই' বিষয়ক অবহতিকরণ সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন-কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন সিইজিআইএস-এর নির্বাহী পরিচালক, প্রকৌশলী মোঃ ওয়াজি উল্লাহ ।

বিগত ৪ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সিইজিআইএস-এর সভা কক্ষে, 'Comprehensive River Management of the Jamuna River and Pilot Project for Land Reclamation' শীর্ষক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এম. পি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এবং সিনিয়র সচিব ড.জাফর আহমেদ খান উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিইজিআইএস-এর নির্বাহী পরিচালক, প্রকৌশলী মোঃ ওয়াজি উল্লাহ এ সম্পর্কিত একটি presentation উপস্থাপন করেন।

দেশীয় কর্মশালার, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজনের পাশাপাশি সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগণ বৈদেশিক কর্মশালা, সেমিনার, Conference, Knowledge Sharing Scientific Meeting, Summit সমূহেও নিয়মিত আংশগ্রহণ করে থাকেন। বৈদেশিক এসকল কর্মশালা, সেমিনার, Conference, Knowledge Sharing Scientific Meeting, Summit অংশগ্রহণ শেষে কর্মকর্তাগণ লব্ধ জ্ঞান সমূহের আলোকে সিইজিআইএস-এর সমীক্ষাসহ অন্যান্য কাজগুলোকে আরো সমৃদ্ধ করে থাকেন। ২০১৬-

২০১৭ অর্থ বছরে সিইজিআইএস-এর ম্যানেজমেন্ট এবং কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বৈদেশিক Workshop, Seminar, Conference, Knowledge Sharing Scientific Meeting, Summit সমূহে অংশ গ্রহণের একটি তালিকা নিচে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	সময়
১	Meeting of Sherpas/Advisers to the High-level Panel symposium on SDG 6 and Targets in Dushanbe, Tajikistan	১	০৯-১১ অগাস্ট ২০১৬
২	Technical consultancy for Environmental and Social Impact Study with TEPCO, Japan	২	২৮ অগাস্ট- ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬
৩	Regional Workshop and Regional Council meeting of Global Water Partnership South Asia in Nepal	১	২৯ - ৩০ সেপ্টেম্বর , ২০১৬
৪	IUCN World Conservation Congress at IUCN, Hawaii, USA	১	১-১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৬
৫	Sixth Workshop Water and Climate Change Adaption in Trans-boundary Basins and Eight meeting of the Task Force on Water and Climate at United Nations Economic Commission, Geneva, Switzerland	১	১৩-১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬
৬	Workshop on participatory planning tools for strategic delta planning and management Vietnam	১	১৭-২১ অক্টোবর, ২০১৬
৭	Bilateral Meeting in UNESCO and WHO, France	১	২৪-২৯ অক্টোবর, ২০১৬
৮	Budapest Water Summit 2016 at Budapest, Hungary	২	২৮-৩০ অক্টোবর, ২০১৬
৯	Workshop on towards improved understanding and options for advancing cooperation on the management of shared water resources in the Brahmaputra Bain in IUCN, Thailand	১	৮-৯ নভেম্বর, ২০১৬
১০	Consortium Workshop of research Program on Deltas, Vulnerability and Climate Change: Migration and Adaption (DECCMA) at University of Southampton, UK	১	১৬-২১ জানুয়ারী, ২০১৭
১১	Consortium Workshop of research Program on Deltas, Vulnerability and Climate Change: Migration and Adaption (DECCMA) at University of Southampton, UK	১	২২-২৫ জানুয়ারী, ২০১৭
১২	Regional workshop on South Asia Drought System (SADMS) in Indian Water Partnership, Delhi, India	২	৩০-৩১ জানুয়ারী, ২০১৭
১৩	3rd Worlds Large River Conference on the Status and Future of World's Large Rivers at University of Natural Resources and Life sciences, Vienna, Australia	১	১৮-২১ এপ্রিল, ২০১৭
১৪	Seminar on Resilient Cities in ADB, Tokyo, Japan	১	৪-৭ মে, ২০১৭
১৫	Knowledge Sharing Scientific Meeting with International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Trieste, Italy	২	১৪-১৯ মে, ২০১৭
১৬	Briefing on UNSECO World Heritage at Bangladesh Embassy, Paris, France	১	২১-২৩ মে, ২০১৭
১৭	Bangladesh India Joint Consultation on the Roadmap for sustainable Development of Inland Waterways and Fisheries Resources at IUCN, Kolkata, India	১	৩০-৩১ মে, ২০১৭

BANGLADESH

৯-১১ আগস্ট ২০১৬, Dushanbe, Tajikistan-এ International High-level Panel Symposium on SDG-6 and Targets অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত Symposium-এ বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সিনিয়র সচিব সুরাইয়া বেগম, এনডিসি ও পানি বিশেষজ্ঞ হিসাবে CEGIS-এর পক্ষ থেকে নির্বাহী পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ ওয়াজিউল্লাহ্, উক্ত আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেন।

১-১১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ যুক্তরাষ্ট্রের Hawaii-এর রাজধানী হনুলুলুতে IUCN-এর World Conservation Congress (WCC) অনুষ্ঠিত হয়। প্রকৌশলী মোঃ ওয়াজি উল্লাহ্, নির্বাহী পরিচালক, সিইজিআইএস উক্ত Congress-এ বিশ্বের ১৯৩টি আঞ্চলিক দেশ থেকে আগত আন্তর্জাতিক পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে সকল event গুলোতে অংশ গ্রহণ করেন ।

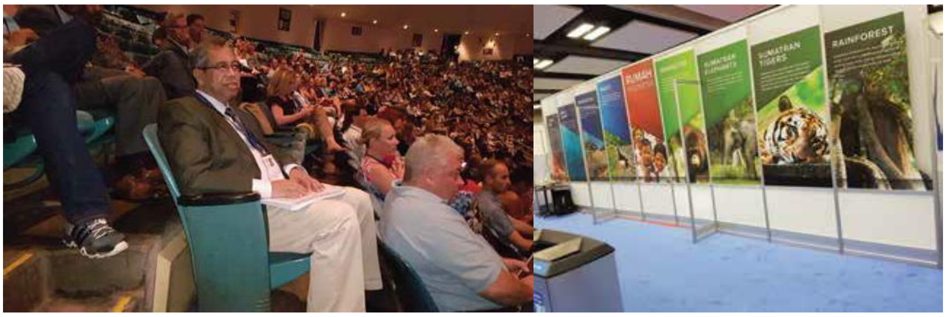
SUMATRAN TIGERS
RAINFOREST

BUDAPEST 2016
WATER SUMMIT
WATER CONNECTS
I commit to water security

২৮-৩০ নভেম্বর ২০১৬, Hungary-র রাজধানী বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত Budapest Water Summit 2016 এ বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সিনিয়র সচিব এবং CEGIS-এর পক্ষ থেকে প্রকৌশলী মোঃ ওয়াজি উল্লাহ্, নির্বাহী পরিচালক ও প্রকৌশলী মালিক ফিদা আবদুল্লাহ খান, উপ-নির্বাহী পরিচালক অংশ গ্রহণ করেন।

৩০-৩১ জানুয়ারী ২০১৭, নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত South Asia Drought Management and Monitoring System (SADMMS) আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রকৌশলী মোঃ ওয়াজি উল্লাহ্, নির্বাহী পরিচালক, সিইজিআইএস অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত কর্মশালায় আঞ্চলিক খরা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির উপর বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একটি যুগোপোযোগী Country Paper titled “Functionalization of South Asia Drought Management and Monitoring System (SADMMS)” উপস্থাপন করেন।

Regional Workshop on
South Asia Drought Monitoring System (SADMS)

১৫-১৯ মে, ২০১৭ Professor Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Trieste, Italy-তে Knowledge exchange and Sharing of Scientific Information Meeting-এ সিইজিআইএস এর নির্বাহী পরিচালক, প্রকৌশলী মোঃ ওয়াজি উল্লাহ অংশ গ্রহন করেন। অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে তিনি সেখানে CEGIS-ICTP সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও ভবিষ্যতে CEGIS এর Professional Capacity Development বিষয়ক কার্যকরী আলোচনা করেন।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সিইজিআইএস নিম্নবর্ণিত মতবিনিময় সভাসমূহের আয়োজন করেছে

ক্রমিক নং	মতবিনিময় সভার বিষয়	মতবিনিময় সভার সংখ্যা	সময়
১	Resilient Adaptation to Flood Risks under Climate Change in Greater Dhaka	৫	মে-জুন, ২০১৬
২	Environmental Impact Assessment of Coal Transportation for the Proposed 2x660 MW Coal Based Maitree Super Thermal Power Project, Rampal, Bagerhat	৩	অগাস্ট, ২০১৭
৩	“মোল্লাহাট ২০০ (১০০+১০০) মেগাওয়াট এসি, সোলার পিভি পাওয়ার প্লান্ট এন্ড ফিসারিজ প্রজেক্ট, মোল্লাহাট, বাগেরহাট”-এর পরিবেশগত ও আর্থ- সামাজিক প্রভাব নিরূপণ বিষয়ক মতবিমিয় সভা	১	অক্টোবর,২০১৬
৪	Sharing meeting on Environmental and Social Impact Assessment of Bangladesh Power System Reliability and Efficiency Improvement Project	৩	অক্টোবর,২০১৬
৫	Sharing meeting on Environmental and Social Management Framework (ESMF) of Bangladesh Power System Reliability and Efficiency Improvement Project	১	মার্চ,২০১৭
৬	ভৈরব নদী পুঃনখনন প্রকল্পের পরিবেশগত সমীক্ষার উপাত্ত সংগ্রহ এবং খননকৃত মাটির ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মতবিমিয় সভা	৩	জুন, ২০১৭
৭	নদীভাঙ্গন পূর্বাভাষ তথ্য সম্প্রচার কর্মসূচীর আওতায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে জনগণ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপকদের জন্য প্রচারণা সভা	২০	জুন, ২০১৭

সিইজিআইএস কর্তৃক সম্প্রতি আয়োজিত উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র

সিইজিআইএস-এর অব্যাহত অগ্রযাত্রা ও ঈদ-উল-ফিতর উদযাপন উপলক্ষ্যে গত ১৮ জুলাই সন্ধ্যায় ঢাকাস্থ সেনা মালঞ্চ কনভেনশন সেন্টারে “সিইজিআইএস ঈদ-উল-ফিতর পুনর্মিলনী” ২০১৬ শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সিইজিআইএস পরিবারের সকল সদস্য তাদের সহধর্মী/সহধর্মিনী সহ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উক্ত অনুষ্ঠানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সিনিয়র সচিব জনাব ডঃ জাফর আহমেদ খান সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহন করেন। সকলের উপস্থিতিতে মনোরম নাচ, গান ও সিইজিআইএস-এর বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে প্রণীত লেজার শো-এর মাধ্যমে আলোচ্য সন্ধ্যাটি আন্দময় ও উৎসবমুখর হয়ে উঠে।

বাংলা ১৪২৩ সালকে বিদায় জানাতে ও ১৪২৪ সালকে বরণ করে নিতে সিইজিআইএস গত ১৩ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে তাদের নিজ প্রাঙ্গনে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করে। সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগণ গান, নাচ, আবৃত্তি ইত্যাদির পরিবেশনের মাধ্যমে এক মনোজ্ঞ ও আনন্দমুখর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানায়। সিইজিআইএস পরিবারের সকলের সাথে আরও উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সিনিয়র সচিব ডঃ জাফর আহমেদ খান এবং অন্যান্য গণ্যমান্য বিশেষজ্ঞ ও অতিথিবৃন্দ।

সিইজিআইএস-এর অব্যাহত অগ্রযাত্রা ও CEGIS - এর ১৫ বছর পুর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে গত ১৯ জুলাই ২০১৭ সন্ধ্যায় ঢাকাস্থ রাওয়া কনভেনশন হল সেন্টারে “সিইজিআইএস Day ২০১৭” শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সিইজিআইএস পরিবারের সকল সদস্য তাদের সহধর্মী/সহধর্মিনী সহ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উক্ত অনুষ্ঠানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, মাননীয় সিনিয়র সচিব জনাব ডঃ জাফর আহমেদ খান সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহন করেন। সকলের উপস্থিতিতে মনোরম নাচ, গান ও সিইজিআইএস-এর বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে একটি documentary এবং লেজার শো-এর মাধ্যমে আলোচ্য সন্ধ্যাটি আন্দময় ও উৎসবমুখর হয়ে উঠে।

15 year
CEGIS

পরিশিষ্ট - ১

পরিশিষ্ট-১

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ৩০-০৬-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের দরপত্র কার্যক্রমসহ বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

লক্ষ টাকা

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
			কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা					
১	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০২০) প্রকল্প *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প* *প্রতিশ্রুতিকালঃ ২০-০৩-২০১১*	মোট	১১২৫৫৯.৩৩	১৪১০১.৮০	১৫৪১২.০০	১৫৪১২.০০	১৫২৭০.৩৭	২৯৩৭২.১৭
৯		স্থানীয়	১১২৫৫৯.৩৩	১৪১০১.৮০	১৫৪১২.০০	১৫৪১২.০০	১৫২৭০.৩৭	২৯৩৭২.১৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১৩.৮৬	১২.৫০		১২.৩০	২৬.১৬
২	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় আওরঙ্গবাদ হতে ব্রাহাবাজার ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প	মোট	২১৭৬২.০০	০.০০	৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০	৩৭৪৪.০০	৩৭৪৪.০০
৪১		স্থানীয়	২১৭৬২.০০	০.০০	৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০	৩৭৪৪.০০	৩৭৪৪.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২২.৯৮		২৭.০০	২৭.০০
৩	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদূরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৯-১০ হতে জুন, ২০১৭) *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প* *প্রতিশ্রুতিকালঃ ৩০-০৬-২০১২*	মোট	৪৮৯৪৯.৪০	৩৮৪৩৭.৩৪	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭১৫৫.৭৬	৪৫৫৯৩.১০
৭		স্থানীয়	৪৮৯৪৯.৪০	৩৮৪৩৭.৩৪	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭১৫৫.৭৬	৪৫৫৯৩.১০
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮০.০০	২০.০০		২০.০০	১০০.০০
৪	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৯) *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প* *প্রতিশ্রুতিকালঃ ১০-১১-২০১০*	মোট	৪২৪৭৩.০৭	৮৫০০.৯৩	৪০০০.০০	৩০০০.০০	২৯৯১.১০	১১৪৯২.০৩
১৪		স্থানীয়	৪২৪৭৩.০৭	৮৫০০.৯৩	৪০০০.০০	৩০০০.০০	২৯৯১.১০	১১৪৯২.০৩
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২০.০০	৯.৫০		৮.০০	২৮.০০
৫	জামালপুর জেলার সদর উপজেলাধীন জামালপুর শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত তীর সংরক্ষণ কাজের ডাম্পিং জোন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮)	মোট	২১৭৪.১৮	০.০০	৯৫০.০০	৯৪৩.০০	৯৪১.১২	৯৪১.১২
৪৫		স্থানীয়	২১৭৪.১৮	০.০০	৯৫০.০০	৯৪৩.০০	৯৪১.১২	৯৪১.১২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১৬.৫০	২৭.৫০		২৭.৫০	৪৪.০০
৬	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলাধীন মোহনগঞ্জ পৌর এলাকায় শিয়ালজানি খালের উভয় তীরে ২০০০ মিটার দৈর্ঘ্যে সিসি ব্লক দ্বারা আর্মার্ডকরণ কাজ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮)	মোট	১৫২৮.৬৫	০.০০	৬৫০.০০	৬০২.৫০	৫৯৮.২৫	৫৯৮.২৫
৫১		স্থানীয়	১৫২৮.৬৫	০.০০	৬৫০.০০	৬০২.৫০	৫৯৮.২৫	৫৯৮.২৫
পরিঃ মন্ত্রী ১৮-০৭-২০১৬		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৪২.৫২		৬৫.০০	৬৫.০০
৭	পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৮)	মোট	২১০৯৪.১৩	৪৯৯১.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৫৯৪৯.৪৩	১০৯৪০.৪৩
২২		স্থানীয়	২১০৯৪.১৩	৪৯৯১.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৫৯৪৯.৪৩	১০৯৪০.৪৩
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২৪.৭৫	২৮.৪৪		২৭.৩৫	৫২.১০
৮	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন পশ্চিম নারিশা বাজার এবং মেঘুলা বাজার সংলগ্ন পদ্মা নদীর বাম	মোট	১৯৩৫.০০	০.০০	১৯০০.০০	১৬৭০.০০	১৪৮৩.৩৫	১৪৮৩.৩৫
৪৯		স্থানীয়	১৯৩৫.০০	০.০০	১৯০০.০০	১৬৭০.০০	১৪৮৩.৩৫	১৪৮৩.৩৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
সমাপ্ত প্রকল্প পরিঃ মন্ত্রী ৩১-০৫-২০১৬	তীরে অস্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাজ প্রকল্প (মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১০০.০০		৯০.০০	৯০.০০
৯	নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ , নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জানুয়ারী ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল মতিন সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা:০১৭১০২৫১৮৬৯ email: dhakacirclese@gmail.com	মোট	৪৪৪২.০০	২০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১২২৫.০০	১৪২৫.০০
১২৪		স্থানীয়	৪৪৪২.০০	২০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১২২৫.০০	১৪২৫.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪.৫০	২৯.২৬		২৭.৫৮	৩২.০৮
১০	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আঃ আউয়াল মিয়া, নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা পওর বিভাগ-১ মোবা:০১৯৫৫৫২২১২১ email: xen.dhaka1.bwdb@gmail.com ***মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১৪-০২-২০১০***	মোট	৫৫৮২০.০০	০.০০	৩০০.০০	২৬০.০০	২৫৮.৪৯	২৫৮.৪৯
৬৩		স্থানীয়	৫৫৮২০.০০	০.০০	৩০০.০০	২৬০.০০	২৫৮.৪৯	২৫৮.৪৯
একনেক ০৯-০৮-২০১৬		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.৫৪		০.৪৮	০.৪৮
উপ-মোট ঃ কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা		মোট	৩১২৭৩৭.৭৬	৬৬২৩১.০৭	৪১৭৬২.০০	৪০৪৩৭.৫০	৩৯৬১৬.৮৭	১০৫৮৪৭.৯৪
		স্থানীয়	৩১২৭৩৭.৭৬	৬৬২৩১.০৭	৪১৭৬২.০০	৪০৪৩৭.৫০	৩৯৬১৬.৮৭	১০৫৮৪৭.৯৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৬.৮৩	৯৪.৮৬	
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা								
১১	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (৫ম সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১৭)	মোট	২৮০৫২.৩৮	২৩২০৯.৬০	৩৬৯২.০০	৩৬৮৭.০০	৩৬৮৬.৯৭	২৬৮৯৬.৫৭
১		স্থানীয়	২৮০৫২.৩৮	২৩২০৯.৬০	৩৬৯২.০০	৩৬৮৭.০০	৩৬৮৬.৯৭	২৬৮৯৬.৫৭
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৯৭.৮৫	২.১৫		২.১৫	১০০.০০
১২	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৮)	মোট	২০২৪১.৪৬	১০৪৫৩.৮৪	৫০৬৮.০০	৫০৬৮.০০	৪৭৩৩.৭৩	১৫১৮৭.৫৭
২৭		স্থানীয়	২০২৪১.৪৬	১০৪৫৩.৮৪	৫০৬৮.০০	৫০৬৮.০০	৪৭৩৩.৭৩	১৫১৮৭.৫৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫০.৬২	২৭.৯৭		২৭.৫৭	৭৮.১৯
১৩	নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	মোট	৩২৪৯৮.৮৫	০.০০	৯০.০০	২১.০০	২০.৯২	২০.৯২
১৩৩		স্থানীয়	৩২৪৯৮.৮৫	০.০০	৯০.০০	২১.০০	২০.৯২	২০.৯২
একনেক ১০-১১-২০১৬		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.২৮		০.০৬	০.০৬
১৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৭)	মোট	৪৯৭৪.১৮	৩১৯৪.৭৬	১৩২০.০০	১৩১৯.১২	১৩০০.১৩	৪৪৯৪.৮৯
১১		স্থানীয়	৪৯৭৪.১৮	৩১৯৪.৭৬	১৩২০.০০	১৩১৯.১২	১৩০০.১৩	৪৪৯৪.৮৯
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬৪.২২	৩৫.৭৮		৩৫.৭৮	১০০.০০
১৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার মানিকনগরে তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে মেঘনা নদীর বামতীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	মোট	৩৬৪৯.৩৮	২৭৬.৪৪	২৬০০.০০	২৫৯৯.০০	২৫৭৭.২২	২৮৫৩.৬৬
৩৫		স্থানীয়	৩৬৪৯.৩৮	২৭৬.৪৪	২৬০০.০০	২৫৯৯.০০	২৫৭৭.২২	২৮৫৩.৬৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭.৫৭	৭২.৪৩		৭২.৪৩	৮০.০০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১৬	ব্রাক্ষ্মনবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হইতে জুন, ২0২০) ***মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১২-০৫-২০১০***	মোট	১৫৫৮৮.১৬	৪০.৯৩	৫৭৭.০০	৫৭৭.০০	৫৩২.৪৫	৫৭৩.৩৮
৩৯		স্থানীয়	১৫৫৮৮.১৬	৪০.৯৩	৫৭৭.০০	৫৭৭.০০	৫৩২.৪৫	৫৭৩.৩৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.২৬	৬.৪২		৪.৫৬	৪.৮২
১৭	সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে কুমিল্লা জেলার কার্জন খাল ও তৎসংলগ্ন শাখা খালসমূহ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হইতে জুন, ২০১৮)	মোট	১৬২৪.৯৯	৪৮.৭৫	৮০০.০০	৫৯১.৫০	৪১০.৯২	৪৫৯.৬৭
১২৬		স্থানীয়	১৬২৪.৯৯	৪৮.৭৫	৮০০.০০	৫৯১.৫০	৪১০.৯২	৪৫৯.৬৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩.০০	৫০.৭৬		৫১.০০	৫৪.০০
উপ-মোট ঃ পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা		মোট	১০৬৬২৯.৪০	৩৭২২৪.৩২	১৪১৪৭.০০	১৩৮৬২.৬২	১৩২৬২.৩৪	৫০৪৮৬.৬৬
		স্থানীয়	১০৬৬২৯.৪০	৩৭২২৪.৩২	১৪১৪৭.০০	১৩৮৬২.৬২	১৩২৬২.৩৪	৫০৪৮৬.৬৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৭.৯৯	৯৩.৭৫	
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট								
১৮	মনু নদী সেচ প্রকল্পের আওতাধীন কাশিমপুর পাম্প হাউস পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮)	মোট	৮৪১৬.০০	০.০০	৫০০.০০	৪২৮.০০	৩৭৪.৮৪	৩৭৪.৮৪
১২৮		স্থানীয়	৮৪১৬.০০	০.০০	৫০০.০০	৪২৮.০০	৩৭৪.৮৪	৩৭৪.৮৪
একনেক ১৯-০৪-২০১৬		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৫.৯৪		৪.৪৫	৪.৪৫
উপ-মোট ঃ উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট		মোট	৮৪১৬.০০	০.০০	৫০০.০০	৪২৮.০০	৩৭৪.৮৪	৩৭৪.৮৪
		স্থানীয়	৮৪১৬.০০	০.০০	৫০০.০০	৪২৮.০০	৩৭৪.৮৪	৩৭৪.৮৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৮৫.৬০	৭৪.৯৭	
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম								
১৯	চট্রগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পূনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই,২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	মোট	২৫১২৯.৮৬	৯৯.২৫	৯০০০.০০	৮৯৮৭.৫০	৮৬৭৫.২৮	৮৭৭৪.৫৩
৩১		স্থানীয়	২৫১২৯.৮৬	৯৯.২৫	৯০০০.০০	৮৯৮৭.৫০	৮৬৭৫.২৮	৮৭৭৪.৫৩
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.৪১	৩৫.৮১		৩৮.০২	৩৮.৪৩
২০	কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯)	মোট	২৫৯৭৬.০০	৫৯২.০০	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০	৫৫৮২.৭৫	৬১৭৪.৭৫
৩৩		স্থানীয়	২৫৯৭৬.০০	৫৯২.০০	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০	৫৫৮২.৭৫	৬১৭৪.৭৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬.০০	৩৫.০০		২৮.০০	৩৪.০০
২১	চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালীখাল এবং এর বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	মোট	৭১৭৮.৬১	৫১৪৫.৫২	৬০০.০০	৬০০.০০	৫১৯.২৪	৫৬৬৪.৭৬
২৩		স্থানীয়	৭১৭৮.৬১	৫১৪৫.৫২	৬০০.০০	৬০০.০০	৫১৯.২৪	৫৬৬৪.৭৬
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭৫.০০	২৪.৩২		২৪.০০	৯৯.০০
২২	চট্রগ্রাম জেলাধীন চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার সাংগু ও চাঁদখালী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই,২০১৫ হতে জুন,২০১৮)	মোট	১৫০৫৬.৪৯	৭৯২.৭৫	৯০০০.০০	৯০০০.০০	৮৪৭৯.৭৯	৯২৭২.৫৪
৩২		স্থানীয়	১৫০৫৬.৪৯	৭৯২.৭৫	৯০০০.০০	৯০০০.০০	৮৪৭৯.৭৯	৯২৭২.৫৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫.২৭	৭০.০০		৬৮.০০	৭৩.২৭
২৩		মোট	২৪৭৭.৩৩	২২৩.৭৩	২২৫৩.০০	২১১১.০০	২০৪৭.৩০	২২৭১.০৩
১২৫		স্থানীয়	২৪৭৭.৩৩	২২৩.৭৩	২২৫৩.০০	২১১১.০০	২০৪৭.৩০	২২৭১.০৩

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
সমাপ্ত	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন মালিয়ারা-বাকখাইন-ভান্ডারগাঁও সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৯.০৩	৯০.৯৭		৮২.৬৩	৯১.৬৬
২৪	চট্টগ্রাম জেলায় বাপাউবো'র আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলের পোল্ডার নং- ৬১/১ (সীতাকুন্ড), ৬১/২ (মিরেশ্বরাই) এবং ৭২ (সন্দ্বীপ) এর বিভিন্ন অবকাঠামোসমূহের ভাঙ্গন প্রতিরোধ, নিষ্কাশন এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮)	মোট	৯৫৩৯.৭৮	০.০০	১০০.০০	৫০.০০	৩৬.৮৪	৩৬.৮৪
৫৩		স্থানীয়	৯৫৩৯.৭৮	০.০০	১০০.০০	৫০.০০	৩৬.৮৪	৩৬.৮৪
একনেক ১৬-০৮-২০১৬		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১.০৫		০.৪০	০.৪০
২৫	চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডার নং-৬২ (পতেঙ্গা), পোল্ডার নং- ৬৩/১এ (আনোয়ারা), পোল্ডার নং- ৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্প (মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০)	মোট	২৮০৩০.২৫	০.০০	৫০০.০০	২৫০.০০	২৪৫.১৫	২৪৫.১৫
৫৪		স্থানীয়	২৮০৩০.২৫	০.০০	৫০০.০০	২৫০.০০	২৪৫.১৫	২৪৫.১৫
একনেক ০৯-০৮-২০১৬		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১.৭৮		১.০০	১.০০
২৬	চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	মোট	১১৬২৭৭.৩০	০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৪৪৮.৯৭	৪৪৮.৯৭
৬০		স্থানীয়	১১৬২৭৭.৩০	০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৪৪৮.৯৭	৪৪৮.৯৭
একনেক ৩০-০৮-২০১৬		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.৫২		০.৪০	০.৪০
২৭	কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় শাহপরীর দ্বীপের পোল্ডার-৬৮ এর বাঁধ পুনঃনির্মাণ ও প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	মোট	১০৬১৬.০০	০.০০	১০০.০০	১১.৫০	৮.৯৪	৮.৯৪
৫৫		স্থানীয়	১০৬১৬.০০	০.০০	১০০.০০	১১.৫০	৮.৯৪	৮.৯৪
একনেক ১৬-০৮-২০১৬		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.৯৪		০.০৫	০.০৫
২৮	বান্দরবান আলীকদম সেনানিবাস এলাকায় মাতামুহুরী নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	মোট	২২১৮.০০	০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০
৫৬		স্থানীয়	২২১৮.০০	০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০
পরিঃ মন্ত্রী ০৫-১০-২০১৬		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১৩.৯১		১৩.৯১	১৩.৯১
২৯	কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯) *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প* *প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৩-০৪-২০১১*	মোট	২০৩৯৩.০০	০.০০	১০০.০০	৫.০০	৪.২৪	৪.২৪
১৩২		স্থানীয়	২০৩৯৩.০০	০.০০	১০০.০০	৫.০০	৪.২৪	৪.২৪
একনেক ২২-১১-২০১৬		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.৪৯		০.০৪	০.০৪
উপ-মোট ঃ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম		মোট	২৬২৮৯২.৬২	৬৮৫৩.২৫	২৯০৫৩.০০	২৮৪১৫.০০	২৬৩৪৮.৫০	৩৩২০১.৭৫
		স্থানীয়	২৬২৮৯২.৬২	৬৮৫৩.২৫	২৯০৫৩.০০	২৮৪১৫.০০	২৬৩৪৮.৫০	৩৩২০১.৭৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৭.৮০	৯০.৬৯	
উপ-মোটঃ পূর্ব রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ (কেন্দ্রীয় অঞ্চল+পূর্বাঞ্চল+উত্তর-পূর্বাঞ্চল+দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল)		মোট	৬৯০৬৭৫.৭৮	১১০৩০৮.৬৪	৮৫৪৬২.০০	৮৩১৪৩.১২	৭৯৬০২.৫৫	১৮৯৯১১.১৯
		স্থানীয়	৬৯০৬৭৫.৭৮	১১০৩০৮.৬৪	৮৫৪৬২.০০	৮৩১৪৩.১২	৭৯৬০২.৫৫	১৮৯৯১১.১৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৭.২৯	৯৩.১৪	
উত্তরাঞ্চল, রংপুর								
৩০	কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনারহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাংগন হতে ভূরুঙ্গামারী মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর	মোট	৫৪৮০.২৭	৩০৩৩.৪৩	২৪৪৬.০০	২৪৪৫.৭৭	২১৩৪.৬৮	৫১৬৮.১১
১৯		স্থানীয়	৫৪৮০.২৭	৩০৩৩.৪৩	২৪৪৬.০০	২৪৪৫.৭৭	২১৩৪.৬৮	৫১৬৮.১১
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৯.৩২	৪০.৩৮		৪০.৩৮	৯৯.৭০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প							
৩১	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) (নভেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৭)	মোট	২৫৬৯১.৭৯	১২৪৪২.৯১	১২৯৫০.০০	১২৯৪৯.০০	১২০২০.২১	২৪৪৬৩.১২
২১		স্থানীয়	২৫৬৯১.৭৯	১২৪৪২.৯১	১২৯৫০.০০	১২৯৪৯.০০	১২০২০.২১	২৪৪৬৩.১২
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫১.৮৮	৪৮.১২		৪৮.১২	১০০.০০
৩২	রংপুর জেলার গংগাচড়া ও রংপুর সদর উপজেলায় তিস্তা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮)	মোট	১২৫৩৯.২০	০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪২২.১৯	২৪২২.১৯
৪৮		স্থানীয়	১২৫৩৯.২০	০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪২২.১৯	২৪২২.১৯
একনেক ৩১-০৫-২০১৬		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১৯.৯৪		১৯.৩২	১৯.৩২
৩৩	লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলাধীন সাবেক ১১৯ নং বাঁশকাটা ছিটমহল এর ঘোষপাড়া, দয়ালটারী ও বোস্টারী এলাকায় ধরলা নদীর বাম ও ডান তীর বরাবর নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯)	মোট	২৪৭৪.৬৩	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৯৮.৯০	৯৮.৯০
৬৭		স্থানীয়	২৪৭৪.৬৩	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৯৮.৯০	৯৮.৯০
পরিঃ মন্ত্রী ০৫-১০-২০১৬		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৪.০৪		৪.০০	৪.০০
৩৪	কিশোরগঞ্জ, তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ উপজেলার যমুনেশ্বরী, চিকনি ও চারালকাটা নদী তীর সংরক্ষণ (জানুয়ারী, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	মোট	৮৩৫৫.০০	২৪৯৯.৯৬	৪৬০০.০০	৪৬০০.০০	৪২৩৭.২০	৬৭৩৭.১৬
৩০		স্থানীয়	৮৩৫৫.০০	২৪৯৯.৯৬	৪৬০০.০০	৪৬০০.০০	৪২৩৭.২০	৬৭৩৭.১৬
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫০.০০	৫০.০০		৪৬.০০	৯৬.০০
৩৫	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১) (৩য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০০৬ হতে ৩০-০৬-২০১৮)	মোট	৪১৩৩২.৫৭	২৮২৩১.১৯	৫৪০০.০০	৫৪০০.০০	৫২৩২.৪৫	৩৩৪৬৩.৬৪
১১৬		স্থানীয়	৪১৩৩২.৫৭	২৮২৩১.১৯	৫৪০০.০০	৫৪০০.০০	৫২৩২.৪৫	৩৩৪৬৩.৬৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬৮.৩০	১৩.০০		১২.৪০	৮০.৭০
৩৬	পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলাধীন সাবেক নাজিরগঞ্জ ও দইখাতা ছিটমহল এলাকায় করতোয়া নদীর বাম তীর বরাবর নদী তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯)	মোট	২৪৩৫.৭৪	০.০০	২০০.০০	২০০.০০	১৯৬.৮৯	১৯৬.৮৯
৬৬		স্থানীয়	২৪৩৫.৭৪	০.০০	২০০.০০	২০০.০০	১৯৬.৮৯	১৯৬.৮৯
পরিঃ মন্ত্রী ১১-০১-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৮.২১		১০.০০	১০.০০
৩৭	দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন গৌরীপুর নামক স্থানে খরা মৌসুমে সম্পূরক সেচ প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্ভবা নদীর উপর সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	মোট	৪৭৫৬.৮১	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
১৩৫		স্থানীয়	৪৭৫৬.৮১	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
পরিঃ মন্ত্রী ০৯-০১-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২.১০		২.১০	২.১০
উপ-মোট ঃ উত্তরাঞ্চল, রংপুর		মোট	১০৩০৬৬.০১	৪৬২০৭.৪৯	২৮২৯৬.০০	২৮২৯৪.৭৭	২৬৪৪২.৫২	৭২৬৫০.০১
		স্থানীয়	১০৩০৬৬.০১	৪৬২০৭.৪৯	২৮২৯৬.০০	২৮২৯৪.৭৭	২৬৪৪২.৫২	৭২৬৫০.০১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				১০০.০০	৯৩.৪৫	
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী								
৩৮	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-১০-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৭)	মোট	৪২০৮১.৭৩	৩২০৩০.৯৬	৮০০০.০০	৮০০০.০০	৭৮৮১.৩৬	৩৯৯১২.৩২
১২		স্থানীয়	৪২০৮১.৭৩	৩২০৩০.৯৬	৮০০০.০০	৮০০০.০০	৭৮৮১.৩৬	৩৯৯১২.৩২
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৯৪.৩৪	৫.৬৬		৪.৯৫	৯৯.২৯
৩৯	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	মোট	৩০১৫২.৮৯	২১০৫.০০	৮৮০০.০০	৮৭২৫.০০	৮৭২১.৭৫	১০৮২৬.৭৫
৩৭		স্থানীয়	৩০১৫২.৮৯	২১০৫.০০	৮৮০০.০০	৮৭২৫.০০	৮৭২১.৭৫	১০৮২৬.৭৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭.০০	২৮.৯৩		২৮.৯২	৩৫.৯২
৪০		২১৯০৬.৬৩	১৫৬৯৯.০৫	৩১০০.০০	৩১০০.০০	২৮৯৯.৩৮	১৮৫৯৮.৪৩	২১৯০৬.৬৩

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১৩	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলাধীন নাগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন রোধ (১ম সংশোধিত) (২০১০-১১ হতে জুন, ১৭)	স্থানীয়	২১৯০৬.৬৩	১৫৬৯৯.০৫	৩১০০.০০	৩১০০.০০	২৮৯৯.৩৮	১৮৫৯৮.৪৩
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭৮.৭৭	১৮.২৬		১৭.৩৩	৯৬.১০
৪১	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০১-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রস্তাবিত সমাপ্তিকালঃ ৩০-০৬-২০১৮	মোট	৩৯৪১৯.৯১	১৪৯৮৭.১৭	৫২০০.০০	৫২০০.০০	২৯৬৬.৬৮	১৭৯৫৩.৮৫
১১৭		স্থানীয়	৩৯৪১৯.৯১	১৪৯৮৭.১৭	৫২০০.০০	৫২০০.০০	২৯৬৬.৬৮	১৭৯৫৩.৮৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪০.০৭	১৩.১৯		১৩.৪৭	৫৩.৫৪
৪২	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে সারা ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭) ***মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প*** ***প্রতিশ্রুতিকালঃ ১১-১২-২০১১***	মোট	২২৬০৪.৯১	৮০৫৬.৫৭	১১৮২০.০০	১১৭৭৯.৬৪	১১৭০৮.৯৪	১৯৭৬৫.৫১
২০		স্থানীয়	২২৬০৪.৯১	৮০৫৬.৫৭	১১৮২০.০০	১১৭৭৯.৬৪	১১৭০৮.৯৪	১৯৭৬৫.৫১
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৬.১০	৬৩.৭৮		৬৩.৮২	৯৯.৯২
৪৩	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৯-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৭) ***মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প*** ***প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৩-০৪-২০১১***	মোট	২৭৪১৮.৩৯	১১১৩৫.২৫	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০	১২৪২২.৮৫	২৩৫৫৮.১০
১৮		স্থানীয়	২৭৪১৮.৩৯	১১১৩৫.২৫	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০	১২৪২২.৮৫	২৩৫৫৮.১০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪১.৪৮	৫৬.৪৬		৫৬.৪৬	৯৭.৯৪
৪৪	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ ও সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭)	মোট	৮৬৭৯.০০	৭৯৯.৩৩	৬৪৭০.০০	৬৪৭০.০০	৬৪৬৭.৭৩	৭২৬৭.০৬
৩৮		স্থানীয়	৮৬৭৯.০০	৭৯৯.৩৩	৬৪৭০.০০	৬৪৭০.০০	৬৪৬৭.৭৩	৭২৬৭.০৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১১.৫৮	৭৬.৯৯		৮১.০৩	৯২.৬১
৪৫	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী মহানগরীর অন্তর্ভূক্ত সোনাকান্দি হতে বুলনপুর পর্যন্ত এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	মোট	২৭১২৬.০০	০.০০	৭০০.০০	৫০০.০০	১০১.৪৬	১০১.৪৬
৫০		স্থানীয়	২৭১২৬.০০	০.০০	৭০০.০০	৫০০.০০	১০১.৪৬	১০১.৪৬
একনেক ৩১-০৫-২০১৬		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২.৫৮		১.০০	১.০০
৪৬	আত্রাই নদীর ভাঙ্গন হতে নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার ৩টি এলাকায় তীর সংরক্ষণ এবং মান্দা উপজেলার পলাশবাড়ী খাল পুনঃখনন প্রকল্প (মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮)	মোট	২৪০৯.৩৬	০.০০	২০০.০০	২০০.০০	১৮৭.৭৩	১৮৭.৭৩
৫২		স্থানীয়	২৪০৯.৩৬	০.০০	২০০.০০	২০০.০০	১৮৭.৭৩	১৮৭.৭৩
পরিঃ মন্ত্রী -০৮-২০১৬		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৮.৩০		৭.৭৯	৭.৭৯
৪৭	নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলাধীন জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	মোট	৪১৯৫.৭৫	০.০০	১০০.০০	৫০.০০	১৩.৪৬	১৩.৪৬
১৩৪		স্থানীয়	৪১৯৫.৭৫	০.০০	১০০.০০	৫০.০০	১৩.৪৬	১৩.৪৬
পরিঃ মন্ত্রী ১৫-১২-২০১৬		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২.৩৮		০.৩২	০.৩২
উপ-মোট ঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী		মোট	২২৫৯৯৪.৫৭	৮৪৮১৩.৩৩	৫৬৮৯০.০০	৫৬৫২৪.৬৪	৫৩৩৭১.৩৪	১৩৮১৮৪.৬৭
		স্থানীয়	২২৫৯৯৪.৫৭	৮৪৮১৩.৩৩	৫৬৮৯০.০০	৫৬৫২৪.৬৪	৫৩৩৭১.৩৪	১৩৮১৮৪.৬৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৯.৩৬	৯৩.৮১	
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ-১ (উত্তরাঞ্চল+উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)		মোট	৩২৯০৬০.৫৮	১৩১০২০.৮২	৮৫১৮৬.০০	৮৪৮১৯.৪১	৭৯৮১৩.৮৬	২১০৮৩৪.৬৮
		স্থানীয়	৩২৯০৬০.৫৮	১৩১০২০.৮২	৮৫১৮৬.০০	৮৪৮১৯.৪১	৭৯৮১৩.৮৬	২১০৮৩৪.৬৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৯.৫৭	৯৩.৬৯	
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর								
৪৮		মোট	৩২২০১.২০	১৮৩৭৩.০৫	১২৬০০.০০	১২৬০০.০০	১২২২৬.৭৫	৩০৫৯৯.৮০
১১৮		স্থানীয়	৩২২০১.২০	১৮৩৭৩.০৫	১২৬০০.০০	১২৬০০.০০	১২২২৬.৭৫	৩০৫৯৯.৮০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
সমাপ্ত	তারাইল-পাঁচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭০.০০	৩০.০০		২৫.৫০	৯৫.৫০
৪৯	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭)	মোট	১৩৪১০.৮২	৬৬৭৩.৬৮	৫১০০.০০	৫১০০.০০	৩৭৩৭.৯৮	১০৪১১.৬৬
১২২		স্থানীয়	১৩৪১০.৮২	৬৬৭৩.৬৮	৫১০০.০০	৫১০০.০০	৩৭৩৭.৯৮	১০৪১১.৬৬
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭৩.০০	২৭.০০		১৭.৫০	৯০.৫০
৫০	সুরেশ্বর খাল খনন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮)	মোট	৫৯০৬.১৩	০.০০	১০০.০০	৫০.০০	১০.০০	১০.০০
১৩০		স্থানীয়	৫৯০৬.১৩	০.০০	১০০.০০	৫০.০০	১০.০০	১০.০০
একনেক ০৪-১০-২০১৬		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১.৬৯		০.৩৪	০.৩৪
৫১	রাজৈর কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (আগষ্ট, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	মোট	৯৫৪১.৭৫	০.০০	২০০.০০	১২৮.০০	৫৪.৭৩	৫৪.৭৩
১৩১		স্থানীয়	৯৫৪১.৭৫	০.০০	২০০.০০	১২৮.০০	৫৪.৭৩	৫৪.৭৩
একনেক ২৫-১০-২০১৬		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২.১০		১.৮৫	১.৮৫
৫২	আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে হাজী শরিয়তউল্লাহ সেতু সংলগ্ন ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-খুলনা জাতীয় মহাসড়ক রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	মোট	৫৪৫৯.২৬	০.০০	৪৭০.০০	৪৬০.০০	৩৮৭.৯৪	৩৮৭.৯৪
৫৭		স্থানীয়	৫৪৫৯.২৬	০.০০	৪৭০.০০	৪৬০.০০	৩৮৭.৯৪	৩৮৭.৯৪
একনেক ২৫-১০-২০১৬		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৮.৬১		১৩.৫০	১৩.৫০
৫৩	কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯)	মোট	২৫০৮১.৬৭	০.০০	১৩০.০০	১০০.২৫	২৪.২৪	২৪.২৪
৫৮		স্থানীয়	২৫০৮১.৬৭	০.০০	১৩০.০০	১০০.২৫	২৪.২৪	২৪.২৪
একনেক ১০-১১-২০১৬		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.৫২		০.০০	০.০০
৫৪	ফরিদপুর জেলাধীন আলফাডাঙ্গা উপজেলায় দিগনগর/পবনবেগ এলাকায় মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৮)	মোট	২১৬৭.৮৪	০.০০	১০.০০	১০.০০	৮.৬২	৮.৬২
৬১		স্থানীয়	২১৬৭.৮৪	০.০০	১০.০০	১০.০০	৮.৬২	৮.৬২
পরিঃ মন্ত্রী ১১-১২-২০১৬		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.৪৬		০.০০	০.০০
৫৫	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (সেপ্টেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৮)	মোট	২২৩৬৮.৭৫	১৪৮৪৬.৮৬	২৩৪৭.০০	২৩৪৭.০০	২১১৭.৪০	১৬৯৬৪.২৬
১১৯		স্থানীয়	২২৩৬৮.৭৫	১৪৮৪৬.৮৬	২৩৪৭.০০	২৩৪৭.০০	২১১৭.৪০	১৬৯৬৪.২৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬৬.৩৭	১০.৪৯		৯.৪৭	৭৫.৮৪
৫৬	ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১-০১-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৭) *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প* *প্রতিশ্রুতিকালঃ ১৭-০৪-২০১১*	মোট	৭৩৮২.৮৪	৪০২৬.২৮	৩২২০.০০	৩২২০.০০	২৩৪১.৮২	৬৩৬৮.১০
১২১		স্থানীয়	৭৩৮২.৮৪	৪০২৬.২৮	৩২২০.০০	৩২২০.০০	২৩৪১.৮২	৬৩৬৮.১০
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬২.২৩	৩৭.৭৭		৩৭.৭৭	১০০.০০
৫৭	কুষ্টিয়া জেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প (মে, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	মোট	১৮০৬৮.২০	১২৬.৯৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০	৬৪৯৫.৮৪	৬৬২২.৭৯
৩৪		স্থানীয়	১৮০৬৮.২০	১২৬.৯৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০	৬৪৯৫.৮৪	৬৬২২.৭৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.৭০	৩৮.৭৪		৩৬.৫১	৩৭.২১
৫৮	কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলাধীন ফিলিপনগর, আবেদের ঘাট ও ইসলামপুর এলাকায় পদ্মা নদীর ডানতীর সংরক্ষন প্রকল্প (১ম	৮৬৮০.৭৬	২৪৯৫.০৮	৬১৬৬.০০	৬১৬৫.৭২	৫৯৫৫.৪৩	৮৪৫০.৫১	৮৬৮০.৭৬
৩৬		স্থানীয়	৮৬৮০.৭৬	২৪৯৫.০৮	৬১৬৬.০০	৬১৬৫.৭২	৫৯৫৫.৪৩	৮৪৫০.৫১
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
প্রকল্প	সংশোধিত) (মে, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩১.১৩	৬৮.৮৭		৬৮.৮৭	১০০.০০
উপ-মোট ঃ পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর		মোট	১৫০২৬৯.২২	৪৬৫৪১.৯০	৩৭৩৪৩.০০	৩৭১৮০.৯৭	৩৩৩৬০.৭৫	৭৯৯০২.৬৫
		স্থানীয়	১৫০২৬৯.২২	৪৬৫৪১.৯০	৩৭৩৪৩.০০	৩৭১৮০.৯৭	৩৩৩৬০.৭৫	৭৯৯০২.৬৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				**৯৯.৫৭**	**৮৯.৩৪**	
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল								
৫৯	চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৭)	মোট	১৬৮০৪.৫৯	১২০২৩.৫৭	৪৩০০.০০	৪৩০০.০০	৪৩০০.০০	১৬৩২৩.৫৭
৫		স্থানীয়	১৬৮০৪.৫৯	১২০২৩.৫৭	৪৩০০.০০	৪৩০০.০০	৪৩০০.০০	১৬৩২৩.৫৭
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৮৩.০০**	**১৭.০০**		**১৭.০০**	**১০০.০০**
৬০	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২য় সংশোধিত) (০১-০৩-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৭)	মোট	২১৬৮৭.০৯	১২২১৩.৯৪	৭৪০০.০০	৭৩৯২.৯১	৬১৮৮.৫৬	১৮৪০২.৫০
৬		স্থানীয়	২১৬৮৭.০৯	১২২১৩.৯৪	৭৪০০.০০	৭৩৯২.৯১	৬১৮৮.৫৬	১৮৪০২.৫০
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৬১.০০**	**৩৯.০০**		**৩০.০০**	**৯১.০০**
৬১	ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ অংশে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	মোট	১৩৪২২.৫১	৫৬১৯.৭০	৭৩০০.০০	৭৩০০.০০	৭৩০০.০০	১২৯১৯.৭০
২৪		স্থানীয়	১৩৪২২.৫১	৫৬১৯.৭০	৭৩০০.০০	৭৩০০.০০	৭৩০০.০০	১২৯১৯.৭০
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৫২.০০**	**৪৮.০০**		**৪৭.৫০**	**৯৯.৫০**
৬২	ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোল্ডার নং-৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০)	মোট	৫৫১৪৯.৯৮	৮৬.০১	২০০০.০০	২০০০.০০	১৯৯৫.০০	২০৮১.০১
৪৩		স্থানীয়	৫৫১৪৯.৯৮	৮৬.০১	২০০০.০০	২০০০.০০	১৯৯৫.০০	২০৮১.০১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.১৬**	**৪.০০**		**৩.৮৪**	**৪.০০**
৬৩	মেঘনা নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০)	মোট	২৭৯৪২.২৫	০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৪৯৯.৯৭	৭৪৯৯.৯৭
৪৪		স্থানীয়	২৭৯৪২.২৫	০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৪৯৯.৯৭	৭৪৯৯.৯৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**২৫.০০**		**২৭.০০**	**২৭.০০**
৬৪	নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ সাজিদুর রহমান সরদার, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল মোবা:০১৭৫০৭০৪২৮৩ email:ce.barisal@gmail.com	মোট	৪৪৮৩৮.৫০	০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০
৪৬		স্থানীয়	৪৪৮৩৮.৫০	০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**৫.০০**		**৫.০০**	**৫.০০**
৬৫	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌর শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯	মোট	২০৯০৪.০০	০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১৯৯০.০০	১৯৯০.০০
৪৭		স্থানীয়	২০৯০৪.০০	০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১৯৯০.০০	১৯৯০.০০
একনেক ১০-০৫-২০১৬		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**১০.০০**		**১০.০০**	**১০.০০**
৬৬	ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে মনপুরা উপজেলার রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা এবং তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন থেকে চরফ্যাশন উপজেলার ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯) email:xen.bhola2@gmail.com*মাননীয়*	মোট	২৮০৬৮.৯০	০.০০	৫০.০০	২৫.০০	১০.০০	১০.০০
৬৪		স্থানীয়	২৮০৬৮.৯০	০.০০	৫০.০০	২৫.০০	১০.০০	১০.০০
একনেক ০৩-০১-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**০.১৮**		**০.১০**	**০.১০**

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১১-১১-২০১০							
উপ-মোট ঃ দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল		মোট	২২৮৮১৭.৮২	২৯৯৪৩.২২	৩২৫৫০.০০	৩২৫১৭.৯১	৩১২৮৩.৫৩	৬১২২৬.৭৫
		স্থানীয়	২২৮৮১৭.৮২	২৯৯৪৩.২২	৩২৫৫০.০০	৩২৫১৭.৯১	৩১২৮৩.৫৩	৬১২২৬.৭৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				**৯৯.৯০**	**৯৬.১১**	
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা								
৬৭	বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০) *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২০০৮*	মোট	২৮২৮৩.১৬	৯৮.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৪৫.৫০	১৪৩.৫০
৪০		স্থানীয়	২৮২৮৩.১৬	৯৮.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৪৫.৫০	১৪৩.৫০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.৩৩**	**২.৬৫**		**০.১৬**	**০.৪৯**
৬৮	বাগেরহাট জেলায় ৮৩টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেলের নব্যতা বৃদ্ধি প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	মোট	৭০৬৪০.৪০	০.০০	১৩০.০০	১০০.০০	১১.০০	১১.০০
৬৫		স্থানীয়	৭০৬৪০.৪০	০.০০	১৩০.০০	১০০.০০	১১.০০	১১.০০
একনেক ১০-০১-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**০.২৮**		**০.০২**	**০.০২**
৬৯	ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) email:ce.khulna@gmail.com *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৭-১২-২০১০*	মোট	২৭২৮২.০০	০.০০	১২৫.০০	১০০.০০	২৬.১৪	২৬.১৪
১২৯		স্থানীয়	২৭২৮২.০০	০.০০	১২৫.০০	১০০.০০	২৬.১৪	২৬.১৪
একনেক ১৬-০৮-২০১৬		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**০.৪৬**		**০.২১**	**০.২১**
৭০	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৭) *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৭-০৭-২০১০, ২৭-১২-২০১০*	মোট	২৮৬১১.৫০	১৮০৮৮.৪৬	৯৮৩৫.০০	৯৮৩৫.০০	৮৫১২.৯৯	২৬৬০১.৪৫
১৭		স্থানীয়	২৮৬১১.৫০	১৮০৮৮.৪৬	৯৮৩৫.০০	৯৮৩৫.০০	৮৫১২.৯৯	২৬৬০১.৪৫
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৭১.৭১**	**২৮.২৯**		**২৭.০০**	**৯৮.৭১**
৭১	খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১-১০-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৮)	মোট	২৮১৯০.১৬	৭৭৭১.৯১	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৫৯৯১.২০	১৩৭৬৩.১১
১২০		স্থানীয়	২৮১৯০.১৬	৭৭৭১.৯১	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৫৯৯১.২০	১৩৭৬৩.১১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৩৩.২৯**	**২১.২৮**		**৩২.২১**	**৬৫.৫০**
৭২	খুলনা জেলার ভদ্রা ও সালতা নদী পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	মোট	৭৬০০.০০	০.০০	২০০.০০	১২৫.০০	১৪.৬০	১৪.৬০
৬২		স্থানীয়	৭৬০০.০০	০.০০	২০০.০০	১২৫.০০	১৪.৬০	১৪.৬০
একনেক ০৬-০৯-২০১৬		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**২.৬৩**		**২.০০**	**২.০০**
৭৩	বাংলাদেশ নৌবাহিনী, খুলনা (বানৌজা) তিতুমীর সংলগ্ন ভৈরব নদীর ডান তীরে কিঃমিঃ ০.৪৩০ হতে কিঃমিঃ ০.৮৯৫ পর্যন্ত ৪৬৫ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮)	মোট	১৭১৬.০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০.২৩	১০.২৩
৫৯		স্থানীয়	১৭১৬.০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০.২৩	১০.২৩
পরিঃ মন্ত্রী -১১-২০১৬		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**৫.৮৩**		**৫.০০**	**৫.০০**
উপ-মোট ঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা		মোট	১৯২৩২৩.২২	২৫৯৫৮.৩৭	১৭১৪০.০০	১৭০১০.০০	১৪৬১১.৬৬	৪০৫৭০.০৩
		স্থানীয়	১৯২৩২৩.২২	২৫৯৫৮.৩৭	১৭১৪০.০০	১৭০১০.০০	১৪৬১১.৬৬	৪০৫৭০.০৩
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				**৯৯.২৪**	**৮৫.২৫**	
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ-২ (পশ্চিমাঞ্চল+দক্ষিণাঞ্চল+দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)		মোট	৫৭১৪১০.২৬	১০২৪৪৩.৪৯	৮৭০৩৩.০০	৮৬৭০৮.৮৮	৭৯২৫৫.৯৪	১৮১৬৯৯.৪৩
		স্থানীয়	৫৭১৪১০.২৬	১০২৪৪৩.৪৯	৮৭০৩৩.০০	৮৬৭০৮.৮৮	৭৯২৫৫.৯৪	১৮১৬৯৯.৪৩

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৯.৬৩	৯১.০৬	
		বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহ						
৭৪	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (WMIP) (৩য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩১-১২-২০১৬)	মোট	৮১৫৯৫.১১	৭৬৪৫৭.২২	৪৩৬.০০	৪৩৫.১৮	৪০৫.৬২	৭৬৮৬২.৮৪
২		স্থানীয়	৭০৪৬.৭০	৫৬৮৮.৮৪	২৪০.০০	২৩৯.৫১	২০৯.৯৫	৫৮৯৮.৭৯
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	৭৪৫৪৮.৪১	৭০৭৬৮.৩৮	১৯৬.০০	১৯৫.৬৭	১৯৫.৬৭	৭০৯৬৪.০৫
প্রকল্প		আরপিএ	৭৪৫৪৮.৪১	৭০৭৬৮.৩৮	১৯৬.০০	১৯৫.৬৭	১৯৫.৬৭	৭০৯৬৪.০৫
		বাস্তব %		৯৯.৮৫	০.১৫		০.১২	৯৯.৯৭
৭৫	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP) (৩য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (২০০৮-০৯ থেকে ৩১-১২-২০১৭)	মোট	৭৫০৫০.০০	৪৭১৩৪.২২	১০০৮০.০০	১০০৪০.০০	৯৭৭২.১৯	৫৬৯০৬.৪১
৩		স্থানীয়	১০৭.৫১	০.০০	৮০.০০	৪০.০০	৪০.০০	৪০.০০
		প্রকল্প সাঃ	৭৪৯৪২.৪৯	৪৭১৩৪.২২	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৯৭৩২.১৯	৫৬৮৬৬.৪১
		আরপিএ	৭৪৯২৫.১৫	৪৭১৩৪.২২	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৯৭৩২.১৯	৫৬৮৬৬.৪১
		বাস্তব %		৭২.৫৭	১৩.৪৩		১৭.৩৩	৮৯.৯০
৭৬	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২০)	মোট	৩২৮০০০.০০	১৭৩৫১.৭২	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০	২২৪৯৬.২৭	৩৯৮৪৭.৯৯
২৬		স্থানীয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		প্রকল্প সাঃ	৩২৮০০০.০০	১৭৩৫১.৭২	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০	২২৪৯৬.২৭	৩৯৮৪৭.৯৯
		আরপিএ	৩২৮০০০.০০	১৭৩৫১.৭২	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০	২২৪৯৬.২৭	৩৯৮৪৭.৯৯
		বাস্তব %		৫.৩০	৬.৮৬		৬.৮৫	১২.১৫
৭৭	Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (Compound-B) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৭)	মোট	৬৬৮.৩৪	০.০০	৬২.০০	৪৪.৫০	২৬.৫৩	২৬.৫৩
টিএ-২		স্থানীয়	৪৮.০০	০.০০	১০.০০	৯.৫০	৭.৬৭	৭.৬৭
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	৬২০.৩৪	০.০০	৫২.০০	৩৫.০০	১৮.৮৬	১৮.৮৬
প্রকল্প		আরপিএ	৬২০.৩৪	০.০০	৫২.০০	৩৫.০০	১৮.৮৬	১৮.৮৬
		বাস্তব %		০.০০	১০০.০০		৪২.৭৯	৪২.৭৯
৭৮	Climate Smart Agricultural Water Management Project (CSAWMP) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭)	মোট	৫০৫.০০	০.০০	২৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
টিএ-১		স্থানীয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
পরিঃ মন্ত্রী ২৯-১২-২০১৬		প্রকল্প সাঃ	৫০৫.০০	০.০০	২৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	৫০৫.০০	০.০০	২৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৪৯.৫০		০.০০	০.০০
৭৯	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (২য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IFAD(০১/০১/১১- ৩১/১২/১৮)	মোট	৩১৩৪৬.৩৮	১৭১২৯.১৫	৭৪৯৪.০০	৬৫৬২.৯৬	৫৯৬৮.৭৪	২৩০৯৭.৮৯
১৫		স্থানীয়	৫২৭৮.১২	২১০৪.৭৭	১২৬৯.০০	১২৬৯.০০	৭১০.০০	২৮১৪.৭৭
		প্রকল্প সাঃ	২৬০৬৮.২৬	১৫০২৪.৩৮	৬২২৫.০০	৫২৯৩.৯৬	৫২৫৮.৭৪	২০২৮৩.১২
		আরপিএ	১৩৯৬৩.০৭	৮০৮৮.৭২	৩৭২৫.০০	২৭৯৩.৯৬	২৭৫৮.৭৪	১০৮৪৭.৪৬
		বাস্তব %		৫৭.৫১	২৩.৯১		২০.৪৮	৭৭.৯৯
৮০	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program দাতা সংস্থাঃ ADB (এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৯) (১ম সংশোধিত)	মোট	৮৬৮৫০.০০	২২৯২১.২০	২২৯০৮.০০	২২৭৭৩.৮৭	২২৪৬০.১৯	৪৫৩৮১.৩৯
২৮		স্থানীয়	২৮৬১৬.০২	৭৯০৪.৮৬	৬৭৬২.০০	৬৭৬২.০০	৬৫৭৪.৭৭	১৪৪৭৯.৬৩
		প্রকল্প সাঃ	৫৮২৩৩.৯৮	১৫০১৬.৩৪	১৬১৪৬.০০	১৬০১১.৮৭	১৫৮৮৫.৪২	৩০৯০১.৭৬
		আরপিএ	৫৬২৪১.৯৮	১৫০১৬.৩৪	১৫৫৪৬.০০	১৫৪১১.৮৭	১৫২৮৫.৪২	৩০৩০১.৭৬
		বাস্তব %		৩৫.৬৩	২৬.৩৮		২৭.৩০	৬২.৯৩
৮১	Irrigation Management Improvement Project (IMIP)- for Muhuri Irrigation Project (MIP) (১ম সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২০)	মোট	৪৬৭১০.১৬	৩৬৪৯.৬৯	৫০০০.০০	৩৪৩৪.৬১	৩২৪৬.১৯	৬৮৯৫.৮৮
১২৩		স্থানীয়	৮৯৩৫.৭২	৭৪৭.৩০	৮৯০.০০	৫৯০.০০	৫৭৯.৩৯	১৩২৬.৬৯
		প্রকল্প সাঃ	৩৭৭৭৪.৪৪	২৯০২.৩৯	৪১১০.০০	২৮৪৪.৬১	২৬৬৬.৮০	৫৫৬৯.১৯
		আরপিএ	৩১৬১৬.৮৪	১৭০৫.৮৫	৩৪১৩.০০	২৫০০.০০	২৩২২.১৯	৪০২৮.০৪
		বাস্তব %		১১.৫০	১২.৫০		৯.৫০	২১.০০
৮২	South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2) দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৪৮২১০.০০	২১২.৫২	২০১৫.০০	২০১৫.০০	১৭৯৬.৭২	২০০৯.২৪
১২৭		স্থানীয়	৭৮৫৮.০০	৩৯.৫৮	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০	৬৩৯.১৪	৬৭৮.৭২
		প্রকল্প সাঃ	৪০৩৫২.০০	১৭২.৯৪	১৩৪০.০০	১৩৪০.০০	১১৫৭.৫৮	১৩৩০.৫২
		আরপিএ	৩৫৫২০.০০	১৭২.৯৪	১২৪০.০০	১২৪০.০০	১০৫৭.৫৮	১২৩০.৫২
		বাস্তব %		০.৪৪	৭.০০		৬.৫০	৬.৯৪

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৮৩	ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) দাতা সংস্থাঃ GoN (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৮) প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- ডিসেম্বর, ২০২০	মোট	৫৬৩৪৯.০০	১৪৮৫৮.৮২	৮৬৮৩.০০	৮৬৮৩.০০	৭৮৭১.৪৮	২২৭৩০.৩০
২৫		স্থানীয়	৭৪৯৯.০০	১২৬০.০৮	৮১২.০০	৮১২.০০	৭০৭.৮৭	১৯৬৭.৯৫
		প্রকল্প সাঃ	৪৮৮৫০.০০	১৩৫৯৮.৭৪	৭৮৭১.০০	৭৮৭১.০০	৭১৬৩.৬১	২০৭৬২.৩৫
		আরপিএ	১৫৭৫০.০০	২৯৪১.৮৪	২৮৭১.০০	২৮৭১.০০	২১৬৩.৬১	৫১০৫.৪৫
		বাস্তব %		**২৮.২৫**	**১৫.০০**		**১৩.০০**	**৪১.২৫**
৮৪	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) দাতা সংস্থাঃ JICA(জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৯৯৩৩৭.৭২	৪১৩৯.২২	১০৮০০.০০	৮৩৫৪.৯৩	৭৯১৩.৪৬	১২০৫২.৬৮
২৯		স্থানীয়	৩৯৮৯১.৬২	১৪৩০.৯০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৫৫৫৮.৫৩	৬৯৮৯.৪৩
		প্রকল্প সাঃ	৫৯৪৪৬.১০	২৭০৮.৩৩	৪৮০০.০০	২৩৫৪.৯৩	২৩৫৪.৯৩	৫০৬৩.২৬
		আরপিএ	৫৭৪৪৯.৩০	৯.২২	৩৭০০.০০	১২৬১.৭৮	১২৬১.৭৮	১২৭১.০০
		বাস্তব %		**৫.৫০**	**১২.০০**		**১০.৫০**	**১৬.০০**
উপ-মোট ঃ বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প (২টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ)		মোট	৮৫৪৬২১.৭১	২০৩৮৫৩.৭৬	৯০২২৮.০০	৮৪৮৪৪.০৫	৮১৯৫৭.৩৯	২৮৫৮১১.১৫
		স্থানীয়	১০৫২৮০.৬৯	১৯১৭৬.৩৩	১৬৭৩৮.০০	১৬৩৯৭.০১	১৫০২৭.৩২	৩৪২০৩.৬৫
		প্রকল্প সাঃ	৭৪৯৩৪১.০২	১৮৪৬৭৭.৪৪	৭৩৪৯০.০০	৬৮৪৪৭.০৪	৬৬৯৩০.০৭	২৫১৬০৭.৫১
		আরপিএ	৬৮৯১৪০.০৯	১৬৩১৮৯.২৩	৬৩৪৯৩.০০	৫৮৮০৯.২৮	৫৭২৯২.৩১	২২০৪৮১.৫৪
		আর্থিক %				**৯৪.০৩**	**৯০.৮৩**	
বিশেষ প্রকল্পসমূহ								
৮৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, ফেজ-২ (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৭)	মোট	৬৫৪৯৬.৩১	৫৬২২১.৮০	৮১৫৮.০০	৮১৫৮.০০	৮০৯৬.৬৫	৬৪৩১৮.৪৫
৪		স্থানীয়	৬৫৪৯৬.৩১	৫৬২২১.৮০	৮১৫৮.০০	৮১৫৮.০০	৮০৯৬.৬৫	৬৪৩১৮.৪৫
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৮৫.৮৪**	**১৪.১৬**		**১২.৪৬**	**৯৮.৩০**
৮৬	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত) (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৭) ***মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প*** ***প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৯-০৪-২০১১***	মোট	১০২২১১.৪৪	৯০৮২৮.৪০	৯৩০৮.০০	৯২৯৮.৮৯	৮৫০৯.১৮	৯৯৩৩৭.৫৮
৮		স্থানীয়	১০২২১১.৪৪	৯০৮২৮.৪০	৯৩০৮.০০	৯২৯৮.৮৯	৮৫০৯.১৮	৯৯৩৩৭.৫৮
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৯২.২১**	**৭.৪৫**		**৭.৪৪**	**৯৯.৬৫**
৮৭	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৭-১১ - ৩০-০৬-১৭) ***মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প*** ***প্রতিশ্রুতিকালঃ ১০-০৩-২০১০, ১০-১১-২০১০*** প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০২০	মোট	৭০৪০৭.৩৬	১২৬০০.২১	৪০০০.০০	৪০০০.০০	২২২৪.৮২	১৪৮২৫.০৩
১৬		স্থানীয়	৭০৪০৭.৩৬	১২৬০০.২১	৪০০০.০০	৪০০০.০০	২২২৪.৮২	১৪৮২৫.০৩
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**১৭.৯০**	**১৪.২০**		**৮.৩২**	**২৬.২২**
৮৮	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১/০৭/১০ - ৩১/১২/১৬) প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- ডিসেম্বর, ২০১৯	মোট	১২৫৩৫৩.৫৮	৫৭৪৯৭.৮৫	৬৫২৫.০০	৬২৫০.০০	১০৪.৩৬	৫৭৬০২.২১
১০		স্থানীয়	১২৫৩৫৩.৫৮	৫৭৪৯৭.৮৫	৬৫২৫.০০	৬২৫০.০০	১০৪.৩৬	৫৭৬০২.২১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৪৫.৮৭**	**৪.৯১**		**০.০৮**	**৪৫.৯৫**
৮৯	Development of Smart Project Monitoring & Management Information System (SPMMIS) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	মোট	১৯৬.০০	০.০০	১৯০.০০	১৮৯.৫০	১৮৯.৫০	১৮৯.৫০
৪২		স্থানীয়	১৯৬.০০	০.০০	১৯০.০০	১৮৯.৫০	১৮৯.৫০	১৮৯.৫০
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**১০০.০০**		**১০০.০০**	**১০০.০০**
উপ-মোট ঃ বিশেষ প্রকল্পসমূহ (১টি সমীক্ষা প্রকল্পসহ)		মোট	৩৬৩৬৬৪.৬৯	২১৭১৪৮.২৬	২৮১৮১.০০	২৭৮৯৬.৩৯	১৯১২৪.৫১	২৩৬২৭২.৭৭
		স্থানীয়	৩৬৩৬৬৪.৬৯	২১৭১৪৮.২৬	২৮১৮১.০০	২৭৮৯৬.৩৯	১৯১২৪.৫১	২৩৬২৭২.৭৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				**৯৮.৯৯**	**৬৭.৮৬**	
উপ-মোটঃ বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ		মোট	১২১৮২৮৬.৪০	৪২১০০২.০২	১১৮৪০৯.০০	১১২৭৪০.৪৪	১০১০৮১.৯০	৫২২০৮৩.৯২
		স্থানীয়	৪৬৮৯৪৫.৩৮	২৩৬৩২৪.৫৮	৪৪৯১৯.০০	৪৪২৯৩.৪০	৩৪১৫১.৮৩	২৭০৪৭৬.৪১
		প্রকল্প সাঃ	৭৪৯৩৪১.০২	১৮৪৬৭৭.৪৪	৭৩৪৯০.০০	৬৮৪৪৭.০৪	৬৬৯৩০.০৭	২৫১৬০৭.৫১
		আরপিএ	৬৮৯১৪০.০৯	১৬৩১৮৯.২৩	৬৩৪৯৩.০০	৫৮৮০৯.২৮	৫৭২৯২.৩১	২২০৪৮১.৫৪

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
		আর্থিক %				৯৫.২১	৮৫.৩৭	
পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আরএডিপিভুক্ত ৮৯টি প্রকল্প সর্বমোট		মোট	২৮০৯৪৩৩.০২	৭৬৪৭৭৪.৯৭	৩৭৬০৯০.০০	৩৬৭৪১১.৮৫	৩৩৯৭৫৪.২৫	১১০৪৫২৯.২২
		স্থানীয়	২০৬০০৯২.০০	৫৮০০৯৭.৫৩	৩০২৬০০.০০	২৯৮৯৬৪.৮১	২৭২৮২৪.১৮	৮৫২৯২১.৭১
		প্রকল্প সাঃ	৭৪৯৩৪১.০২	১৮৪৬৭৭.৪৪	৭৩৪৯০.০০	৬৮৪৪৭.০৪	৬৬৯৩০.০৭	২৫১৬০৭.৫১
		আরপিএ	৬৮৯১৪০.০৯	১৬৩১৮৯.২৩	৬৩৪৯৩.০০	৫৮৮০৯.২৮	৫৭২৯২.৩১	২২০৪৮১.৫৪
		আর্থিক %				৯৭.৬৯	৯০.৩৪	

পরিশিষ্ট - ২

পরিশিষ্ট-২

২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিবরণী

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রতিশ্রুত স্থান	প্রতিশ্রুত তারিখ	প্রকল্প বরাদ্দ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব (%)	
১	বন্যা প্রতিরোধকল্পে গোপলগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরা নামক স্থানে মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প		৩০/০৫/২০০৯ তারিখে সমাপ্ত	৪০৮.০০	৪০৮.০০	১০০%	সমাপ্ত
২	তিস্তা ব্যারেজ হতে তিস্তা সড়ক সেতু পর্যন্ত নদী খননের অবশিষ্টাংশ সম্পন্নকরণ		২০/০৯/২০১২	১৫,০৬১.৪৫	১২,৮৫৮.৬৯	১০০.০০	সমাপ্ত
৩	তিস্তা নদীর বাম তীরের অসমাপ্ত নদী শাসনের কাজ সমাপ্তকরণ		২০/০৯/২০১২	১৫,০৬১.৪৫	১২,৮৫৮.৬৯	১০০.০০	সমাপ্ত
৪	জামালপুর জেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা	সরিষাবাড়ী উপজেলার গনউদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায়	৩০/০৬/২০১২	৪৮,৯৪৯.৪০	৩৮,৪৩৭.৩৫	১০০.০০	সমাপ্ত
৫	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন	সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	১৪/০২/২০১০	৩৫৯.০০	৩৫৯.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
৬	সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণ	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১৮/০২/২০১২	১৯৮.০০	১৯৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
৭	দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ	লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১৯/১০/২০১১	২০০.০০	২০০.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
৮	লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আকস্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ করা	লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১৯/১০/২০১১	১৫,০৬১.৫৪	১২,৮৫৮.৬৯	১০০.০০	সমাপ্ত
৯	শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা	লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১৯/১০/২০১১	২,৩৭৮.০০	১,৬১৪.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১০	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা	সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে	০৯/০৪/২০১১	১০,৩৩৬.০০	১০,৩৩৬.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১১	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ	বাগেরহাট জেলায় সফরকালে	১২/০৩/২০১১	২,৩৯২.০০	২,৩৯২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১২	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ	খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	০৫/০৩/২০১১	২,৩৯২.০০	২,৩৯২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৩	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা	খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	০৫/০৩/২০১১	২১৩৪.০০	২১৩৪.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৪	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	২২/০২/২০১১	১,০০০.০০	৯৫৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৫	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি,বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালুঢালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা	চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরাই উপজেলার মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শন কালে জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন	২৯/১২/২০১০	১,৭৫৬.০০	১,৭৫৬.০০	১০০.০০	সমাপ্ত

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রতিশ্রুত স্থান	প্রতিশ্রুত তারিখ	প্রকল্প বরাদ্দ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব (%)	
১৬	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ভাঙ্গনরোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ	ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে	১১/১১/২০১০	১,৪৯৯.৮৪	৭৮২.৫১	১০০.০০	সমাপ্ত
১৭	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে স্লুইসগেটসহ বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১০/১১/২০১০	৪,৭৬২.০০	৪,৭৬২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৮	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসঙ্গে	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা সফরকালে	২৩/০৭/২০১০	১,৯৭৭.০০	১,৯৭৭.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৯	পটুয়াখালী জেলাস্থ কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত	০৬/০৫/২০১০	৩২.০০	৩২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২০	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ বেড়ীবাঁধগুলো পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করা	বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৬/০৫/২০১০	৮,৩৫৮.০০	৮,৩৫৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২১	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর স্লুইসগেট নির্মাণ	বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৬/০৫/২০১০	১৬৫.০০	১৬২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২২	তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা	কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৭/১১/২০১০	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	১০০.০০	সমাপ্ত
২৩	নাটোর জেলার কালিগঞ্জ বাজার থেকে নলডাঙ্গা হাট, পীরগাছা বাজার হয়ে সরকুতিয়া বাজার পর্যন্ত বারনাই নদীর উভয় তীর ৪২২ কিঃমিঃ সিসি ব্লক দিয়ে স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ	নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১১/১২/২০১১	১,৯৬০.৭৮	১৫৬৯.২৩	৯৯.৫০	সমাপ্ত
২৪	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা সফরকালে	০৭/১১/২০১০	১,২০০.০০	৭৭৫.০০	৯৫.০০	সমাপ্ত
২৫	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে একটি টি-বাঁধ নির্মাণ	নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১১/১২/২০১১	২২,৬০৪.৯১	১৯৭৬৫.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২৬	ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে	মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	১৭/০৪/২০১১	৭,৩৮২.৮৪	৬৪৬০.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২৭	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন	২৩/০৭/২০১০ তারিখে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধ্বস্থ এলাকা পরিদর্শনকালে কপোতাক্ষ নদ পুনঃখননের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং ২৭/১২/২০১০ তারিখে যশোর জেলা সফরকালে কপোতাক্ষ নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন	২৭/০৭/২০১০	২৮,৬১১.০০	২৭৩৮৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২৮	চাঁপাইনবাগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গনরোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ড্যাম নির্মাণ	চাঁপাইনবাগঞ্জ জেলা সফরকালে	২৩/০৪/২০১১	২৭,৪১৮.০০	২৩৩৭৫.০০	৯৭.৭৩	চলমান

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রতিশ্রুত স্থান	প্রতিশ্রুত তারিখ	প্রকল্প বরাদ্দ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব (%)	
২৯	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী ড্রেজিং করা	নারায়ণগঞ্জ জেলা সফরকালে	২০/০৩/২০১১	১১২৫৫৯.০০	২৯৪৭৩.০০	২৭.৫১	চলমান
৩০	ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পর্যন্ত কংস নদী খনন। ("হাওর এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পে প্রতিশ্রুতিটি অন্তর্ভূক্ত)	সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১০/১১/২০১০	৭০৪০৭.০০	১৪৮২৫.০০	২৬.২২	চলমান
৩১	যাদুকাটা নদী হয়ে রক্তি নদী-বৌলাই হয়ে সুলেমানপুর পর্যন্ত নদী খনন। ("হাওর এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পে প্রতিশ্রুতিটি অন্তর্ভূক্ত)	সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে	১০/১১/২০১০	৭০৪০৭.০০	১৪৮২৫.০০	২৬.২২	চলমান
৩২	যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন("হাওর এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পে প্রতিশ্রুতিটি অন্তর্ভূক্ত)	সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে	১০/১১/২০১০	৭০৪০৭.০০	১৪৮২৫.০০	২৬.২২	চলমান
৩৩	কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং	সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১০/১১/২০১০	৪২৪৭৩.০০	১১৪৯২.০০	২৮.০০	চলমান
৩৪	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	১২/০৫/২০১০	১৫৫৮৮	৫৭৩.০০	৪.৮৩	চলমান
৩৫	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প	জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী জনসভায় মোল্লারহাট কলেজে মাঠে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪২০৩৮০১৮০২০০০৪০২০১০-৩৭ তারিখঃ ০৭/০৭/২০১০ মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।	০৭/০৭/২০১০	২৮২৮৩	১৪৩.০০	১.০০	চলমান
৩৬	ভৈরব নদী পুনঃখনন	যশোর জেলা সফরকালে ভৈরবী নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন	২৭/১২/২০১০	২৭২৮২.০০	৫৩.০০	০.২৫	চলমান
৩৭	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা	কক্সবাজার জেলায় সফরকালে	০৩/০৪/২০১১	২০৩৯৩.০০	৫.০০	০.০৪	চলমান
৩৮	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গনরোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ	ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে	১১/১১/২০১০	২৮০৬৮.৯২	-	০.০০	চলমান
৩৯	যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরুর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা	ভূয়াপুর ও হেমনগর রেলওয়ে স্টেশনের পথসভায়	৩০/০৬/২০১২	২০০৫৬.০০	-	০.০০	চলমান
৪০	সন্দ্বীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়কবাঁধ নির্মাণ	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১৮/০২/২০১২	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪১	সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দ্বীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্মাণ করা	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১৮/০২/২০১২	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪২	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ	কক্সবাজার জেলায় সফরকালে	০৩/০৪/২০১১	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪৩	ব্রহ্মপুত্র নদ খনন	ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে	৩১/০৩/২০১১	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪৪	তিতাস নদী খনন করা	কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৭/১১/২০১০	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রতিশ্রুত স্থান	প্রতিশ্রুত তারিখ	প্রকল্প বরাদ্দ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব (%)	
৪৫	সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	১২/০৫/২০১০	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪৬	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা।	বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৬/০৫/২০১০	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪৭	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং	চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	২৭/০৪/২০১০	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪৮	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে	৩১/০৩/২০১১	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪৯	কুড়িগ্রামের ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ	কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	০৬/০৩/২০১০	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৫০	যমুনা নদীর ভাঙ্গন রোধ ও নাব্যতা রক্ষায় নদী ড্রেজিং করা	বগুড়া জেলায় অনুষ্ঠিত আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে জনসভা তারিখ ১২/১১/২০১৫	১২/১১/২০১৫	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৫১	কুড়িগ্রাম জেলার ১৬টি নদ-নদী ড্রেজিং করে নাব্যতা বৃদ্ধি করা হবে এবং দক্ষিণাঞ্চলের নতুন পায়রা সমুদ্রবন্দরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ সৃষ্টি করা হবে।	কুড়িগ্রাম জেলায় তারিখ ঃ ০৭/০৯/২০১৬	০৭/০৯/২০১৬	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন

পরিশিষ্ট - ৩

পরিশিষ্ট-৩

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

—(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের		জুন/১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৭ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব (%)		
১	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলাধীন দল্লা (গড়গড়া) নামক স্থানে কাঁকড়া নদীর ডানতীর প্রতিরক্ষামূলক প্রকল্প।	৩০০		৩০০	১০০	৪৪	১৫০	১০০	১৫০	১৫০	নদীর তীর সংরক্ষণ ঃ ০.৩৮৫ কি.মি।
								৫০	৪৪		
২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলাধীন বড়িকান্দিতে মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, ব্রাহ্মনবাড়িয়া পানি উন্নয়ন বিভাগ।	৯০০	৬৭২.০২	২২৭.৯৮	৯	০.০০	০.০০	-	৬৭২.০২	৬৭২.০২	ভৌত কাজ সমাপ্ত। প্রতিরক্ষা কাজ ০.৪৫০ কি.মি.।
			৯১					০.০০	৯১		
৩	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলার অর্ন্তগত কাশিপুর এবং তৎসংলগ্ন এলাকা মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষাকল্পে নদীর (ডান) তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	৪০০	০.০০	৪০০	১০০	১০০	৩৮৫	১০০	৩৮৫	৪০০	ভৌত কাজ সমাপ্ত। তীর প্রতিরক্ষা কাজ ০.৩০৫কি.মি.।
			০.০০					৯৬.২৫	১০০		
৪	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় পটুয়াখালী জেলার বাউফল ও দশমিনা উপজেলাধীন পোল্ডার নং-৫৫/২ এফ অন্তর্ভুক্ত এলাকার সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন	১১৩৬.৯৩	০.০০	১১৩৬.৯৩	১০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	বাঁধ ৩০.১০০ কি.মি, রেগুলেটর ৪ টি।
			০.০০					০.০০	০.০০		
৫	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কাটাখালী নদীর ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার কামালের পাড়া ইউনিয়ন্থ বিভিন্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: গাইবান্ধা, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২, প্রকল্প পরিচালক : তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পওর সার্কেল- ১।	১১৯৭.০৫	৮৭১.৩৩	৩২৫.৭২	৩.৮০	০.০০	০.০০	০.০০	৮৭১.৩৩	৮৯৭.০০	প্রকল্পটির কাজ শেষ। জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৯৬.২০						৯৬.২০		
৬	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পিরোজপুর সদর উপজেলাধীন উমেদপুর নদীর ভাঙ্গন হতে আলহাজ এ.কে.এম.এ আউয়াল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন এবং তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প।	১০০	০.০০	১০০	১০০	৫০	৫০	১০০	৫০	৫০	স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা ০.০৬৭ কি.মি।
			০.০০					৫০	৫০		
৭	ব্রাম্মনবাড়ীয়া জেলার সদর উপজেলাধীন তিতাস নদীর ডানতীরে কাউতলী হতে কাঞ্চনপুর বাজার পর্যন্ড় বন্যা নিয়ন্ত্রন ব্বাঁধ নির্মান প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ব্রাম্মনবাড়ীয়া, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা সার্কেল।	১৮৮৩.১৯	১৪১২.৩৯	৪৭০.৮০	১১	৬.০০	২৩৫.৪০	১০০	১৬৪৭.৭৯	১৬৪৭.৭৯	বাঁধ নির্মান ২.৭০ কি.মি। নদীর তীর সংরক্ষণ ০.৯০০কি.মি। স্লুইস ২ টি,পাইপ স্লুইস-১ টি।ভৌত কাজশেষ।
			৮৯.০০					৫০	৯৫		
৮	কচুয়া উপজেলার সাচার-ঘুগরার বিল হতে পিতাম্বরদী, নারিন্দা, কাওয়াদী বাজার ও নায়েরগাঁও হয়ে মেঘনা নদী পর্যন্ত সাচার খাল (বোয়ালজুরী খাল) পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ চাঁদপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জানুয়ারী/১৩-জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, চাঁদপুর পওর বিভাগ।	১৪৯৯.৭২	১১৯৭.০৬	৩০২.৬৬	২.৯১	০.০০	০.০০	-	১১৯৭.০৬	১১৯৭.০৬	খাল পূণঃখনন-১৫.৫০ কি.মি.। মামলা আছে।
			৯৭.০৯					০.০০	৯৭.০৯		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের		জুন/১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৭ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক বাস্তব (%)	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%) বরাদ্দের (%)	ব্যয় বাস্তব (%)		
৯	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলাস্থ পোল্ডার নং-৭২ এর দক্ষীণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ী বাঁধ পূনঃ নির্মাণ মেরামত ও পূর্ণবাসন কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জানুয়ারী ১৩ - জুন ১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২।	১৫০০	৫৮৬	৯১৪	৩০	২০.০০	৩৭৫	১০০	৯৬১	৯৬১	স্লুইস ২ ভেন্ট-১ টি,স্লুইস ১ ভেন্ট-১ টি,বিকল্প বাঁধ-৭ কি.মি.,বাঁধ পূণঃ নির্মান-১২.৭ কি.মি., তীর সংরক্ষণ-০.৪ কি.মি.।
১০	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত ব্রম্মপুত্র নদের বামতীরে মরিচারচর এলাকায় ৩৭৪ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ ময়মনসিংহ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১৩-২০১৪, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ পওর সার্কেল।	৫০০	১২৪.৮৫	৩৭৫.১৫	৪৫.২৭	৪৪	৩৫৪.৬৫	৯৪.৫৪	৪৭৯.৫০	৫০০	তীর সংরক্ষণ-০.৩৭৪ কি.মি.। ভৌত কাজ শেষ।
			৫৪.৭৩					৭০.৯৩	৯৮.৭৩		
১১	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন মালিয়ারা বাঁকখাইন-ভান্ডারগাঁও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিস্কাশন ও সেচ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ এপ্রিল/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।	৬৯৯.৯৪	০.০০	৬৯৯.৯৪	৯৫.০০	৯০.০০	৫২০.০০	৯৯.০৫	৫২০.০০	৫২৫.০০	জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ব্যয় বিভাজন প্রেরন করা হয়েছে। পরিবেশের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে।
			৫.০০					৭৪.২৯	৯৫.০০		
১২	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কচাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন তেলিখালী ইউনিয়নের হরিণপালা হামিদ চৌকিদারের বাড়ি-পোনা নদীর মোহনা থেকে হরিণপালা রিভরভিউ ইকোপার্ক হয়ে আবাসন সংলগ্ন পদ্মার খালের মোহনা পর্যন্ত সংরক্ষণ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ পিরোজপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ অক্টো/১৪ হতে জুন/১৬, সংশোধিত ঃ অক্টো/১৪ হতে ডি/১৭।প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পওর সার্কেল।	১০০০	০.০০	১০০০	১০০	৮০.০০	২৫০.০০	১০০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	নদীর তীর স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ সহ বাঁধ নির্মান=০.২৬৪ কি.মি.।
			০.০০					২৫.০০	৮০.০০		
১৩	বাগমারা হতে (খোস্ড়াকাটা লঞ্চঘাট, কচুয়া বাজার ও আদাজুড়ী হয়ে) দেপাড়া পর্যন্ড় মরা বলেশ্বরী নদী খনন। প্রকল্প এলাকা: পিরোজপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর পওর বিভাগ।	৮৫০	৭৬৪.০০	৮৬.০০	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৬৪.০০	৭৯৩.০০	সংশোধিত মেয়াদ জুন/১৭।
			৯৮.০০					০.০০	৯৮.০০		
১৪	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে পটুয়াখালী জেলাধীন কলাপাড়া উপজেলার উপকূলীয় পোল্ডার সমূহের মধ্যে অবস্থিত খাল সমূহ পুন:খনন করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের মাধ্যমে অধীক ফসল উৎপাদন ও জলাবদ্ধতা নিরসনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১২-১৩, প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পটুয়াখালী পওর সার্কেল।	৮০০.০০	৩১০.০০	৪৯০.০০	২৬.০০	০.০০	০.০০	-	৩১০.০০	৩১০.০০	খাল পুনঃখনন-৬৫ কি.মি., রেগুলেটর সংস্কার-২০ টি। সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৭৪.০০					০.০০	৭৪.০০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের		জুন/১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৭ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব (%)		
১৫	চর মাইনকা-চর ইসলাম-চর মনতাজ ত্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পূনরুদ্ধার। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২, প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল।	২৩৬৭.০০	৩৭৮.৩৫	১৯৮৮.৬৫	৬০.০০	০.০০	০.০০	-	৩৭৮.৩৫	৩৭৮.৩৫	ক্রসড্যাম নির্মান- ০.৯০০ কি.মি, সংযোগ বাঁধ- ৫.৩০০ কি.মি.। জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৪০.০০					০.০০	৪০.০০		
১৬	পদ্মা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ কল্পে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলায় ফিলিপনগর আবেদেরঘাট এলাকায় অবস্থিত রায়টা-মহিষকুন্ডি বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধের কিঃমিঃ ১৩.২৩০ হইতে কিঃমিঃ ১৩.৮০৫ পর্যন্ড় প্রতিরক্ষামূলক কাজ। প্রকল্প এলাকা: কুষ্টিয়া, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪, প্রকল্প পরিচালক :তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া পওর সার্কেল।	২২০০.০০	৭৪৯.৩২	১৪৫০.৬৮	৬৬.০০	৬৬.০০	৯০০.০০	৯৯.৯২	১৬৪৯.৩২	১৬৫০.০০	তীর প্রতিরক্ষা ০.৫৭৫ কি.মি। নকশা সংশোধনসহ জুন/১৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৩৪.০০					৬২.০৪	১০০.০০		
১৭	খুলনা জেলার বারাকপুর-দিঘলিয়া প্রকল্পের বেড়ী বাঁধ মেরামত ও নদী তীর সংরণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ খুলনা, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ডিসেম্বর/১২ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর পওর সার্কেল।	২৪৮৫.০০	১৮৮৮.৬০	১২৮১.৭৫	২৯.০০	২৯.০০	৬০৬.০০	৯৯.৮৪	২৪৯৪.৬০	২৪৯৫.৫৫	বাঁধ পুনরাকৃতি ১.৫ কি.মি,স্থায়ী প্রতিরক্ষা ১.৮১০ কি.মি,পাইপ ইনলেট৪ টি,স্লুইস মেরামত ৩ টি।
			৭১.০০					৪৭.২৮	১০০.০০		
১৮	খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার অন্তগত রামনগর-রহিমনগর এলাকায় বাঁধ পূনঃ নির্মাণ ও নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ খুলনা, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ডিসেম্বর ১২-জুন ১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা পওর সার্কেল।	১৮১১.০৪	১০৪৬.০০	৩৩০.৩৯	১৯	১৯.০০	১৭৬	৯৯.৭৮-	১২২২.০০	১২২২.৩৯	নদী তীর প্রতিরক্ষা=১ কি.মি। (সিসিটিএফ ৭৬ % বাপাউবো ২৪%)
			৮১.০০					৫৩.২৭	১০০.০০		
১৯	পটুয়াখালী জেলাধীন কলাপাড়া উপজেলার উকূলীয় পোল্ডার সমূহের মধ্যে অবস্থিত খাল সমূহ পুনঃখনন করে মিষ্টি পানি সংরক্ষনের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদন ও জলাবদ্ধতা নিরসনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ অক্টোবর/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পটুয়াখালী পওর সার্কেল।	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	৭০.০০	৩০.০০	১৭৫.০০	১০০.০০	১৭৫.০০	১৭৫.০০	খাল পুনঃখনন ১৭.০২৪ কি.মি.। জুন/১৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৩০.০০					৮৭.৫০	৬০.০০		
২০	বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার নলুয়া ইউনিয়নে পোল্ডার নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃবরিশাল, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৬,প্রকল্প পরিচালক ঃতত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,বরিশাল পওরসার্কেল।	৯৬৭.৬৮	৪২৪.০০	৫৪৩.৬৮	৪৫.৬৮	৩৫.০০	৩০৫.৪৫	১০০.০০	৭২৯.৪৫	৭২৯.৪৫	বাঁধ নির্মান ঃ ২১.১২৫ কি.মি।
			৫৪.৩২					৫৬.১৮	৮৯.৩২		
২১	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ঝালকাঠী জেলার ঝালকাঠী সদর ও নলছিটি উপজেলাধীন বেড়ী বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/ মেরামত প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃঝালকাঠী,বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৬, প্রকল্প	৪২৭.১৭	০.০০	৪২৭.১৭	৭৮.০০	৭০.০০	১৯৫.৮০	১০০.০০	১৯৫.৮০	১৯৫.৮০	বাঁধ নির্মান ঃ ২৯.৭ কি.মি.
			২২.০০				০.০০	৪৫.৮৪	৯২.০০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের		জুন/১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৭ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব (%)		
	পরিচালক ঃতত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,বরিশাল পওরসার্কেল।										
২২	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সাতক্ষীরা জেলার ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডার নং-৩ এর পুর্নবাসন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সাতক্ষীরা, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ সেপ্টেম্বর/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা পওর সার্কেল।	২৭০.০০	৮৩.৬০	১৮৬.৪০	৫.১০	০.০০	১৮৬.৪০	১০০.০০	২৭০.০০	২৭০.০০	প্রকল্প সমাপ্ত। বাঁধ রিসেকশনিং-১০ কি.মি, রিটায়াইর্ড বাঁধ নির্মাণ-১.০৭০ কি.মি,
			৯৪.৯০					১০০.০০	৯৪.৯০		
২৩	বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলাধীন পোড়াপাইকড় নামক স্থানে বাঙ্গালী নদীর ডান তীরে নদী তীর সংরক্ষন কাজের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা।	৪০০.০০	০.০০	৪০০.০০	১০০.০০	২০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	তীর প্রতিরক্ষা-০.৫২৫ কি.মি। জুন/১৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			০.০০					০.০০	২০.০০		
২৪	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন কচা নদীর ভাঙ্গন হতে চরখালী ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প।	১০০০.০০	০.০০	১০০০.০০	১০০.০০	৬০.০০	৫০০.০০	১০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	ডিসেম্বর/১৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			০.০০					৫০.০০	৬০.০০		
২৫	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-১ এর পূনর্বাসন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সাতক্ষীরা, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ২০১১- ১২ হতে ২০১২- ১৩, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা পওর সার্কেল।	১১৪৬.৪৫	৪৫৯.৭০	৬০৬.৪০	১০০.০০	০.০০	০.০০	-	৪৫৯.৭০	৪৫৯.৭০	বাঁধ পুনরাকৃতি কাজ-১০ কি.মি,ড্রেনেজ স্লুইস নির্মান-৩ টি,খাল পুনঃখনন-৪৮.৫৫৭ কি.মি.।
			৭৪.০০					০.০০	৭৪.০০		
২৬	সিলেট জেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বিয়ানীবাজার উপজেলার কুড়ার বাজার নামক স্থানে কুশিয়ারা নদীর ভাংগন রক্ষার্থে প্রতিরক্ষা শীর্ষক প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সিলেট, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৬, প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, সিলেট পওর বিভাগ।	২৫০.০০	১৮৭.৫০	৬২.৫০	৩০.০০	০.০০	০.০০	-	১৮৭.৫০	১৮৭.৫০	প্রকল্প সমাপ্ত। নদীর তীর সংরক্ষণ=০.২১০ কি.মি।
			৯০.০০					০.০০	৯০.০০		
২৭	সিলেট জেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট সদর উপজেলার লামাকাজী, শেখপাড়া, জাংগালিয়া-যোগিরগাঁও, ফতেহপুর ও আকিলপুর নামক স্থানসমূহে সুরমা নদীর তীর এবং বাদাঘাট নামক স্থানে সিঙ্গার নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সিলেট, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, সিলেট পওর বিভাগ।	৪৯৯.৯০	১২৫.০০	৩৭৪.৯০	৪০.০০	২৯.০০	২৩৪.৬৯	৯৩.৯১	৩৫৯.৬৯	৩৭৪.৯২	নদীর তীর সংরক্ষণ=০.৫৫০ কি.মি। জুন/১৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৬০.০০					৬২.৬০	৮৯.০০		
২৮	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়া ইউনিয়নের লামচরি, মহারাজ ও বেলতলা খেয়াঘাট পর্যন্ত কিঃমিঃ ২.৩০০ হতে কিঃমিঃ ৪.৬০০ = ২.৩০০ কিঃমিঃ কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প।	৩০০.০০	০.০০	৩০০.০০	১০০.০০	৫৬.০০	৭৫.০০	১০০.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় হয়েছে। কাজ চলমান আছে।
			০.০০					২৫.০০	৫৬.০০		
২৯	জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকালোয় সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ উপজেলার আওতাধীন সুরমা নদীর বামতীরে ধারাগাঁও (নবীনগর-হালুয়াঘাট) নামক স্থান সংরক্ষণ প্রকল্প।	২৯৯.৯৫	১৪৩.৯৮	১৫৫.৯৭	৪৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৪৩.৯৮	১৪৪.৯৬	নদী তীর সংরক্ষণ-কাজ ০.২৬০ কি.মি।
			৫১.০০					০.০০	৫১.০০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের		জুন/১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৭ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব (%)		
	প্রকল্প এলাকাঃ সুনামগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ অক্টোবর/১৩ হতে জুন/১৬, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট পওর সার্কেল।										
৩০	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি ও চান্দিনা উপজেলাধীন ঘোগরাজলা সেচ ও নিস্কাশন প্রকল্পের আওতায় ৬টি ডুবন্ত বাঁধ পুণঃনির্মান ও ৯টি খাল পুনঃখনন।	৩৫০.০০	০.০০	৩৫০.০০	১০০.০০	৪৩.০০	৮৭.০০	৪৯.৭১	৮৭.০০	১৭৫.০০	
			০.০০					২৪.৮৬	৪৩.০০		
৩১	জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সিরাজগঞ্জ জেলার উল-াপাড়া উপজেলাধীন করতোয়া নদীর বামতীর ভাঙ্গন হতে খান সোনতলা নামক স্থান রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সিরাজগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ আগষ্ট/১৩ হতে ডিসেঃ/১৬, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া পওরসার্কেল।	১০০০.০০	২৫০.০০	৭৫০.০০	৪০.০০	৩৮.০০	৫০০.০০	১০০.০০	০.০০	৭৫০.০০	তীর সংরক্ষণ-১.০৫০ কি.মি।
			৬০.০০					৬৬.৬৭	৯৮.০০		
৩২	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ রেজুনদী ও তৎসংলগ্ন এলাকার নদী শাসন ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।	২১৯৭.৯০	১০৬৩.০৪	১১৩৪.৮৬	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০৬৩.০৪	১৩০২.৫০	স্লুইস গেইট ২ টি, খাল পুনঃখনন-৮ কি.মি., বাঁধ নির্মাণ১১ কি.মি, স্পার নির্মান ৪ টি, তীর প্রতিরক্ষা কাজ ২.৪০৮ কি.মি
			৮০.০০					০.০০	৮০.০০		
৩৩	জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় চট্টগ্রাম জেলার হাটাহাজারী উপজেলায় হালদা নদীর ডান তীরে উত্তর মাদার্শা (আমতুয়া) এলাকায় প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।	২৯০.০০	৭২.০০	২১৮.০০	৫৫.০০	৪৫.০০	১৪৫.০০	৯৯.৬৬	২১৭.০০	২১৭.০০	জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে ।
			৪৫.০০					৬৬.৫১	৯০.০০		
৩৪	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন শুভাঢ্যা হতে আগানগর পর্যন্ত শুভাঢ্যা খাল পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকরণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ঢাকা, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা পওরবিভাগ ২।	১০০০.০০	৩৯৪.০৮	৬০৫.৯২	৫৩.০০	৪৭.০০	৫৮৫.৯২	৯৬.৭০	৯৮০.০০	১০০০.০০	খাল পূণঃখনন-১.৩৪০ কি.মি, খালের উভয় পার্শ্বে তীর সংরক্ষণ-১.৩৪০ কি.মি।
			৪৭.০০					৯৬.৭০	৯৪.০০		
৩৫	জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলাধীন যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রান্ধুনীবড়ী ও আগুরিয় নামক স্থান রক্ষা প্রকল্প । প্রকল্প এলাকাঃ সিরাজগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ অক্টোবর/২০১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত।	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০	৮৯.০০	৮৫.০০	৩৭৫.০০	১০০.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	
			১১.০০					৭৫.০০	৯৬.০০		
৩৬	জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলা গুমনমর্দন এলাকা এলাকায় হালদা নদীর ডানতীরে ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ সংরক্ষণ কাজ ।	৪০০.০০	০.০০	৪০০.০০	৯০.০০	৮০.০০	৩০০.০০	১০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	বাঁধ পুনরাকৃতি ও প্রতিরক্ষা ০.৪৫১ কি.মি.।
			১০.০০					৭৫.০০	৯০.০০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের		জুন/১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৭ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক বাস্তব (%)	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%) বরাদ্দের (%)	ব্যয় বাস্তব (%)		
	প্রকল্প এলাকাঃ টাংগাইল, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৪ হতে ডিসেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।										
৩৭	কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত মেঘনা উপজেলাধীন ৩৭টি খাল পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ কুমিল্লা, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ মার্চ/১৩ হতে জুন/১৫ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, গোমতি পওর বিভাগ।	১১৯৮.৭৭	৭০২.৮১	৪৯৫.৯৬	১৯.১২	০.০০	০.০০	০.০০	৭০২.৮১	৭৭৫.৫২	কাজ সমাপ্ত। ৩৭ টি খালের মোট ৭৯.৬৩০ কি.মি. পুণঃখনন।
			৮০.৮৮					০.০০	৮০.৮৮		
৩৮	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বরিশাল জেলার মূলাদী উপজেলার গুদিঘাটা গ্রামের সর্দার বাড়ির ঘাট হতে মনসাগঞ্জ লঞ্চঘাট পর্যন্ত কিঃমিঃ ০.২৭৫ হইতে কিঃমিঃ ০.৪৯০=০.২১৫ কিঃমিঃ এলাকা আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ বারশাল, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ নভে/১৪ হতে জুন/১৬,সংশোধিত ঃ নভে/১৪ হতে ডি/১৭, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পওর সার্কেল।	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০	১০০.০০	৮৮.০০	৩৪১.০০	৯০.০০	৩৪১.০০	৩৭৫.০০	নদীর তীর প্রতিরক্ষা কাজ=০.২১৫ কি.মি.।
			০.০০					৬৮.২০	৮৮.০০		
৩৯	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে রূপসা নদীর ভাঙ্গন হতে রূপসা বাজার ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সমূহ রক্ষা প্রকল্প।	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	১০০.০০	৮০.০০	১৫০.০০	১০০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ=০.০৮০ কি.মি।
			০.০০					৭৫.০০	৮০.০০		
৪০	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জলোচ্ছাসে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডার নং ৭০ এর মহেশখালী উপজেলাধীন ধলঘাটা ইউনিয়নের সী-ডাইক রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ কক্সবাজার, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ডিসেম্বর/১৩ হতে জুন/১৫। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কক্সবাজার পওর সার্কেল।	১৫০০.০০	০.০০	১৫০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	তীর প্রতিরক্ষা -১ কি.মি। প্রকল্প সংশোধন করা হবে।
			০.০০					০.০০	০.০০		
৪১	জলবায়ু পরিবর্তন ঝুকি মোকাবেলায় চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজলোয় হালদা নদীর বাম তীরে বিভিন্ন এলাকায় প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ আগষ্ট/১৪ হতে জুন/১৫, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।	৫৫০.০০	০.০০	৫৫০.০০	১০০.০০	৩০.০০	১৩৭.০০	১০০.০০	১৩৭.০০	১৩৭.০০	সংশোধিত প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
			০.০০					২৪.৯১	৩০.০০		
৪২	জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকাবেলায় চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলায় পোল্ডার নং-৬৪/১এ এর গন্ডামারা ও সরল ইউনিয়নে ক্ষতিগ্রস্থ উপকুলীয় বাঁধের বিভিন্ন অংশে ভাঙ্গা বন্ধকরন ও প্রতিরক্ষা মূলক কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৫, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।	১২০০.০০	৩৮.৮০	১১৬১.২০	১০০.০০	০.০০	৫৯৯.০০	৯৯.৯১	৬৩৭.৮০	৬৩৮.৩১	বাঁধ পুনঃনির্মান-২.৪ কি.মি.,বাঁধের তীর সংরক্ষণ-০.৭৮৭ কি.মি.।
								৫১.৫৮			
৪৩	সিলেট জেলার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় “কানাইঘাট উপজেলার মূলাগুল ও কান্দলা নয়াবাজার নামক স্থানে লুবা নদীর তীর সংরক্ষন” প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সিলেট, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৬, প্রকল্প পরিচালকঃ	১৯৫.৯৫	৪৮.৯০	১৪৭.০৫	৩০.০০	৮.০০	৪৮.৯৯	১০০.০০	৯৭.৮৯	৯৭.৮৯	নদীর তীর সংরক্ষণ=০.২০০ কি.মি।
			৭০.০০					৩৩.৩২	৭৮.০০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের		জুন/১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৭ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব (%)		
	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট পওর সার্কেল।										
৪৪	জলাবদ্ধতা নিরাসনকল্পে সাতক্ষীরা জেলার বেতনা নদী পূনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: সাতক্ষীরা, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ডিসেম্বর/১১-জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা পওর সার্কেল।	২৪৯৫.০০	৩৫১.৬৫	২১৪৩.৩৫	৫৯.৬৫	০.০০	০.০০		৩৫১.৬৫	৩৫১.৬৫	বেতনা নদী পুনঃখনন-২৫ কি.মি,সংযোগ খাল পুনঃখনন-৬.০৯ কি.মি। জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৪০.৩৫					০.০০	৪০.৩৫		
৪৫	বিষখালী প্রকল্পঃ পোল্ডার- ৫ এর বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ঝালকাঠি, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ জুলাই/১১-জুন/১৩, সংশোধিত ঃ জুলাই/১১ হতে জুন/১৬, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল।	১৯৮৭.০০	১৪৯০.৭৫	৪৯৬.৭৫	২৫.০১	০.০০	০.০০		১৪৯০.৭৫	১৪৯০.৭৫	বাঁধ নির্মান ঃ ২৫ কি.মি.,১ ভেন্ট রেগুলেটর ৫ টি, ২ ভেন্ট রেগুলেটর ২ টি, ৩ভেন্ট রেগুলেটর ১ টি, ফ্লাসিং ইনলেট১ টি,ক্রস ড্যাম ৪ টি।
			৭৪.৯৯					০.০০	৭৪.৯৯		
৪৬	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে বাগেরহাট জেলার মংলা উপ-জেলাধীন মাকড়ঢোন এলাকায় সৃষ্ট জলাবদ্ধতা নিরশন প্রকল্প।	৪০০.০০	০.০০	৪০০.০০	৭৫.০০	৫০.০০	২০০.০০	১০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	ড্রেনেজ স্লুইজ-২ টি
			২৫.০০					৫০.০০	৭৫.০০		
৪৭	পরিবেশের বিরূপ প্রভাবের ফলে মেঘনা নদীর শাখার (জহিরাবাদ খাল) ভাঙ্গন হতে জহিরাবাদ ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ চাঁদপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ নভেম্বর/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চাঁদপুর পওর সার্কেল।	৫০০.০০	১৯৭.৪০	৩০২.৬০	২৭.৮৬	২৫.০০	১৯৭.৪০	১০০.০০	৩৯৪.৮০	৩৯৪.৮০	প্রকল্পের ভৌত কাজ সমাপ্ত। তীর প্রতিরক্ষা কাজ-০.৪৩৫ কি.মি.।
			৭২.১৪					৬৫.২৩	৯৭.১৪		
৪৮	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার খালদাড়িয়াল লঞ্চঘাট এলাকা রাঙ্গামাটি নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প।	২৪৯.৯২	০.০০	২৪৯.৯২	১০০.০০	৪৫.০০	৮৫.০০	১০০.০০	৮৫.০০	৮৫.০০	তীর সংরক্ষণ ০.১৮০ কি.মি। জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ডিসেম্বর/১৪ তে ভৌত কাজ শেষ হয়েছে।
			০.০০					৩৪.০১	৪৫.০০		
৪৯	জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সিরাজগঞ্জ জেলার আওতাধীন বেতিল স্পার-১ ও এনায়েতপুর স্পার-২ পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সিরাজগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ফেব্রুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,বগুড়া পওরসার্কেল।	১৩০০.০০	৪০০.০০	৯০০.০০	২৪.০০	১০.০০	৫৬২.০০	৯৯.৯১	৯৬২.০০	৯৬২.৫০	বেতিল স্পার-১ ও এনায়েতপুর স্পার-২ পুনর্বাসন- ২ টি।
			৭৬.০০					৬২.৪৪	৮৬.০০		
৫০	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় কচা নদীর ভাঙ্গন হতে ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন নদমূল্লা শিয়ালকাঠী ইউনিয়নের চরখালী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ পিরোজপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ অক্টোবর/১৩ হতে	১০০০.০০	১০০.০০	৯০০.০০	৯০.০০	৪০.০০	৩০০.০০	৭৫.০০	৪০০.০০	৫০০.০০	স্থায়ী নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ-০.৭৫০ কি.মি।
			১০.০০					৩৩.৩৩	৫০.০০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের		জুন/১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৭ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব (%)		
	জুন/১৫, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল।										
৫১	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর ও কাজিপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের (বিআরই) কিঃ মিঃ ১৩৯.০০ হতে কি মিঃ ১৬২.০০ এর মধ্যে ১৭.০০ কিঃ মিঃ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সিরাজগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ আগস্ট/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৭, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া পওর সার্কেল।	৯৯৯.৫০	১৬৬.৯১	৮৩২.৫৯	৪৭.৩০	৪০.০০	২০৮.১৭	১০০.০০	৩৭৫.০৮	৩৭৫.০৮	
			৫২.৭০					২৫.০০	৯২.৭০		
৫২	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার বদলপাড়া ও বলইকাঠী বাজার এবং তৎসংলগ্ন এলাকা রাঙ্গামাটি নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প।	২৪৯.৯২	০.০০	২৪৯.৯২	১০০.০০	৫০.০০	৮০.০০	১০০.০০	৮০.০০	৮০.০০	তীর সংরক্ষণ ০.১৪০ কি.মি।
			০.০০					৩২.০১	৫০.০০		
৫৩	তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা সদর উপজেলার দক্ষিণ দিঘলদী ইউনিয়নের কোড়ালিয়া বাজার, স্কুল ও সাইক্লোন সেল্টার রক্ষা সম্প্রসারিত প্রকল্প।	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০	৫০.০০	৪১.২৩	২৪৮.৫০	৬৬.২৭	২৪৮.৫০	৩৭৫.০০	
			৫০.০০					৪৯.৭০	৯১.২৩		
৫৪	জলবায় পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার মোল-ার হাট বাজার (রামারপোল ও আলিমাবাদ)এলকা রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ মাদারীপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	৪০০.০০	০.০০	৪০০.০০	৫০.০০	৪৮.০০	৩০০.০০	১০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	প্রতিরক্ষা ঃ ০.৩১৪ কি.মি।
			৫০.০০					৭৫.০০	৯৮.০০		
৫৫	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মধুমতি নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গোপালগঞ্জ জেলাধীন গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ডুবশী মোল-াপাড়া এলাকা রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ গোপালগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ এপ্রিল/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	৩০০.০০	০.০০	৩০০.০০	১০০.০০	৫০.০০	১৫০.০০	১০০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	নদীর তীর সংরক্ষণ ঃ ০.৫০০ কি.মি।
			৩০.০০					৫০.০০	৮০.০০		
৫৬	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া ও টুংগীপাড়া উপজেলাধীন খাল সমূহ পুনঃ খনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ গোপালগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ডিসেম্বর/১৩ হতে জুন/১৫, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০	১০০.০০	৩০.০০	১৫০.০০	৬০.০০	১৫০.০০	২৫০.০০	খাল পুনঃখনন ঃ ৩০ কি.মি।
			০.০০					৩০.০০	৩০.০০		
৫৭	জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকাবেলায় জয়ন্তী ও আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার মূলাদী উপজেলার নাজিরপুর বাজার ও পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল ঃ ফেব্রু/১৫ হতে জুন/১৬, সংশোধিত ঃ ফেব্রু/১৫ হতে ডিসে/১৭। প্রকল্প এলাকা ঃ বরিশাল।	৩৯৯.৯৯	০.০০	৩৯৯.৯৯	১০০.০০	১০০.০০	৩০০.০০	১০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	নদীর তীর রক্ষা কাজ=০.৩২২ কি.মি.।
			০.০০					৭৫.০০	১০০.০০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের		জুন/১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৭ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক বাস্তব (%)	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%) বরাদ্দের (%)	ব্যয় বাস্তব (%)		
৫৮	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় অবস্থিত বাসিয়া নদী পুনঃখনন প্রকল্প।	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	১০০.০০	৩৫.০০	৪৫.৩১	৪৫.৩১	৪৫.৩১	১০০.০০	নদী পুনঃখনন ৭ কি.মি.।
			০.০০					২২.৬৬	৩৫.০০		
৫৯	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া-গোবিন্দপুর এলাকা (কিঃমিঃ ০.৬২৫ হতে কিঃমিঃ ১.১২৫ এবং কিঃমিঃ ২.০০ হতে কিঃমিঃ ২.৫০=১ কিঃমিঃ মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প।	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	তীর সংরক্ষণ ০.০৭৩ কি.মি। ঠিকাদার পাওয়া যায়নি।
			০.০০					০.০০	০.০০		
৬০	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলাধীন জাফলং চা বাগান সংলগ্ন ডাউকী নদীর ডান তীর সংরক্ষন।	৪০০.০০	০.০০	৫০০.০০	১০০.০০	৪০.০০	৯৯.৯৯		০.০০	১০০.০০	নদীর তীর সংরক্ষণ ০.৪৫০ কি.মি।
			০.০০						২৬.০০		
৬১	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলাধীন সাদুল্লাপাড়া এলাকায় ঢেপা নদীর বামতীর সংরক্ষণ।	৩০০.০০	০.০০						০.০০	০.০০	নদীর তীর সংরক্ষণ ঃ ০.৩২৫ কি.মি।
			০.০০								
৬২	বগুড়া জেলার সোনাতলা ও সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন বাঙ্গালী নদীর ডান/বাম তীরে নদী তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকি মোকাবেলা ।	৩০০.০০	০.০০	৩০০.০০	১০০.০০	৭০.০০	১৫০.০০		০.০০	১৫০.০০	তীর প্রতিরক্ষা-০.৩৬০ কি.মি।
			০.০০								
৬৩	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব তেতুলিয়া নদী ভাঙ্গন হতে ভোলা সদর উপজেলার দক্ষিন দিঘলদি ইউনিয়নের কোড়ালিয়া বাজার ও সাইক্লোন সেন্টার রক্ষকল্পে জিও-ব্যাগ ও সিসি ব্লক দ্বারা নদী তীর সংরক্ষণ।	৯৯৯.৬৮	৭১৪.৪১	২৮৫.২৭		৮.৬৪	৭১৪.৪১		৭১৪.৪১	৭১৪.৪১	নদীর তীর সংরক্ষণ ঃ ০.৩৭৪ কি.মি।
			৮০.০০						৮৮.৬৪		
৬৪	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব তেতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে বোরহানউদ্দিন উপজেলার খায়েরহাট বাজার বাজার ও ২৫ শয্যা হাসপাতাল প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতে রক্ষা।	৭০০.০০	০.০০			৪১.৭২			০.০০	০.০০	নদীর তীর সংরক্ষণ ঃ ০.২০২ কি.মি।
			০.০০						৩.৩০		
৬৫	সিলেট জেলার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় দক্ষিন সুরমা উপজেলরার পশ্চিমভাগ (নোয়াগাও) এলাকা সুরমা নদীর ভাঙ্গন হতে সংরক্ষণ এবং গোপালগঞ্জ উপজেলরার মীরগঞ্জ বাজার এলাকা	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০	১০০.০০	৩৪.০০	১২৪.০০		০.০০	১২৫.০০	নদীর তীর সংরক্ষণ=০.৪৫০ কি.মি।
			০.০০						১৮.০০		
৬৬	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট সদর উপজেলরার সিলেট শহরের কানিশাইল ছড়ার মুখে সুরমা নদীর চর খনন ও কানিশাইল ছড়ার স্লোপ সংরক্ষণ।	৯৬৭.২৭	০.০০	৯৬৭.২৭	১০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৪১.৮১	নদীর তীর সংরক্ষণ=০.২০০ কি.মি।
			০.০০								
৬৭	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার দশানী গ্রাম ও বাজার সংলগ্না এলাকা মেঘনা নদীর ভাঙ্গন রোধকল্পে প্রতিরক্ষমূলক প্র্রকল্প।	৫০০.০০	০.০০			৬০.০০	১২৫.০০		০.০০	০.০০	প্রতিরক্ষা কাজ-০.৪৯৬ কি.মি.।
			০.০০						১৩.২২		
৬৮	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট কপোতাক্ষ নদের বন্যা ও জলাবদ্ধতা হতে ঝিকরগাছা পৌর এলাকাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প।	৩০০.০০	০.০০			০.০০	৭৫.০০		০.০০	৭৫.০০	বাঁধ মেরামত ও নির্মাণ-৭.২৮৫ কি.মি।
			০.০০								
৬৯	ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন ট্যানারী শিল্প এলাকায় ধলেশ্বরী নদীর বাম তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজসহ বাঁধ নির্মানের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকরণ প্রকল্প।	৯৪৭.০২	৫৭২.০৪	৪৭২.৯৬	৩২.০০	১৭.০০	১৩৮.০০		৭১৫.২০	৭১০.২৮	প্রকল্প সমাপ্ত।
			৬৮.০০						৮৫.০০		
৭০		৩০০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১০০.০০	২০.০০	১৫০.০০		৩০০.০০	৩০০.০০	প্রকল্প সমাপ্ত।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের		জুন/১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৭ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব (%)		
	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মোকাবেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার হরিনাথপুর ইউনিয়ন কমপ্লেক্স,বাজার,লঞ্চঘাট ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প।		৮০.০০						১০০.০০		
৭১	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব হতে ভোলা সদর উপজেলার পশ্চিম ইলিশা ইউনিয়নের গাজী বাড়ী ও জাঙ্গালিয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প।	৪৯৯.৯৬	০.০০	৪৯৯.৮৬	১০০.০০	৮৫.০০	২৪৯.০০			২৪৯.৯৮	নদীর তীর সংরক্ষণ ঃ ০.২৮০ কি.মি।
									৮৫.০০		
৭২	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাবের কারনে ভোলা জেলার তজমুদ্দিন উপজেলাধীন চাচড়া ইউনিয়নে এ পোল্ডার নং ৫৬/৫৭ এর কিঃমিঃ ৫৭.২০০ হতে ৫৭.৬০০ পর্যন্ত= ০.৪০০ কিঃমিঃ বেড়ী বাধেঁর স্লোপ ও নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প।	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০	১০০.০০	৬০.০০	১৫০.০০			১৫০.০০	বাঁধের স্লোপ সংরক্ষণ কাজ ১.৩ কি.মি.।
									৬০.০০		
৭৩	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন মালঝড়া চকচকা নামক স্থানে ঢেপা নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ।	১০০.০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৫০.০০			৫০.০০	নদীর তীর সংরক্ষণ ঃ ০.১৮৫ কি.মি।
			০.০০								
৭৪	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরমোনাই দরবার শরীফ কমপ্লেভ ও তৎসংলগ্ন এলাকা কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প।	১০০.০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	তীর সংরক্ষণ ০.০৩১ কি.মি। কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
			০.০০								
৭৫	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের আওতায় কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় জিঞ্জিরাম (সীমান্ত) নদীর ভাঙ্গন হতে বামতীর রক্ষা প্রকল্প।	১০০.০০	০.০০	১০০.০০		৬৫.০০	৫০.০০			৫০.০০	নদীর তীর সংরক্ষণ ঃ ০.৭০০ কি.মি।
			৩০.০০						৯৫.০০		
৭৬	জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকাবেলায় গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় পশ্চিম কোটালীপাড়া এলাকায় খাল পুনঃখনন প্রকল্প।	৯৮৫.৮৭	০.০০	৯৮৫.৮৭	১০০.০০	২০.০০	২০০.০০			২৪৬.৪৭	খাল পুনঃখনন ঃ ৬৮.৬৯০ কি.মি।
			০.০০								
৭৭	রংপুর জেলার রংপুর সদর উপজেলার রংপুর সেনানিবাস এর ওল্ড হোম কর্ণার হতে নিশবেতগজ্ঞ ক্লোজার এর মধ্যবর্তী স্থানে ঘাঘট নদীর ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা।	১৯৯.৯৮	০.০০	১৯৯.৯৮	১০০.০০	৬০.০০	৯৯.৯৯			৯৯.৯৯	প্রতিরক্ষা কাজ - ০.২৮০ কি.মি.
			০.০০								
	বাপাউবো (সার্বিক)	**৫৯১৫৪.৮৫**	**১৮২৩২.৬৯**	**৩৯৩৮৭.১১**			**১৪০৪৫.০৮**		**২৯৫৪৫.৫৩**	**৩২৫৮২.৯৪**	

ক্রসবার স্পার, সিরাজগঞ্জ

প্রতিরক্ষা বাঁধ, টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
http://mowr.gov.bd
সচিবালয়, ঢাকা